

অপগত হয় না। পরতের শেরতালে বহন বহিবারলের কোন প্রস্তাবনা থাকে না, সেই সময় দুর্গাপূজার বিধি আছে। এখন বঙ্গদেশের কোথাও এবং দেশ-বিদেশে বঙ্গবাসীর ছড়াছড়ি পড়িবার কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কোন কোন স্থানে এখনকার অল্পকাল দুর্গাপূজা চলিয়া বহন গিয়াছে। এমন কি, সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, বিলাতেও একবার জনকয়েক বাঙ্গালী মিলিয়া দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং বিখ্যাত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে সেনাপটেনারায়ণী ভারতীয়গণ বহু আত্মতর সহকারে এই দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূজাপাথ্য চন্দ্রোদয়নাথ ঠাকুর মহাপ্রেরের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী বঙ্গবাসীদের নিকট তিনাশি যে, এক বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের কোথাও পূজা পড়িয়া দুর্গাপূজার ব্যবস্থা নাই।

এই পূজা উপলক্ষে চতুর্থাংশের বিধান আছে। চতুর্থাংশ পাঠ করিলে এবং বঙ্গদেশে দুর্গাপূজার বিশেষ প্রচলন আয়োচনা করিয়া দেখিলে ইহার মূল যে ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আছে, তাহা না মনে করিয়া থাকি বরং না। মনে হয়, বঙ্গদেশের ইতিহাস অসম্বন্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ববর্তী কোন এক যুগে—সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগের অবসান-কালে—বর্ষাপ্রসঙ্গে এক ভীষণ দ্বন্দ্ব সংঘটিত হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে দুর্গাদেবী কোন বীররমণী অবতীর্ণ হইয়া দুর্য্যোধনকে বিধ্বস্ত করিয়া দেশকে দুর্গাভি ও বিনাশের কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে সম্ভবতঃ দুর্গা শব্দের দুর্গা তিনাশিনী অর্থ করিয়া উহা ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিস্বরূপ অর্থ বলিয়া প্রচার করা হইল।

দুর্গার আবির্ভাবকালে বোধ হয় দেশে বীরপুরুষের বড়ই অভাব ঘটিয়াছিল। সেই কারণে বঙ্গদেশের রক্ষারী দুর্গাদেবী জনসাধারণের দৃষ্টিতে মহিমা ও জ্যোতির্পূর্ণ এক অসাধারণ ব্যক্তিরূপে (outstanding personality) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এবং সেই অবধি তিনি হিন্দু-সাধারণের অন্তরের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অল্প-সময় করিলে বঙ্গদেশে বীর রমণীর সম্মান পাওয়া হুসাধা হইবে না। আমি-বালাকালে তিনাশিছিলাম যে, বাঁশ-খেড়িয়া গ্রামস্থ আবার এক মাসীর বাড়ীতে একবার ভাস্কর্য পড়িয়াছিল। ভাস্কর্যের সংখ্যায় বারোজন ছিল। মাসীর বাড়ীতে এক তাহার চতুঃপার্শ্বে সাহসী পুরুষ কেহই ছিল না। সে কালের কথা—তখন ভাস্কর্য পড়িয়াছে তিনিলে গ্রীষ্মকালের কথা চুরে থাক, পুরুষেরাও কোথায় যে অশুভ হইয়া বাইত, তাহার কোনই ঠিকানা থাকিত না। আমার মাসী কালবিলম্ব না করিয়া এক-খানি দাঁড়া হকে ভাস্কর্যগুলির সমুদীন হইলেন।

ভাস্কর্যের তাহার সেই চতুঃপার্শ্বে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ মনো ভরে পূজা প্রদর্শন করিল। এই পৌরন-জাতীয় হিন্দুসমাজের দ্বারা সময়ে এক হিন্দু বালাক যে অপর্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে হিন্দুসাধারণের পূজার পাত্র হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান-যুগে বঙ্গদেশ সমগ্রভাবে বিপদভুক্ত হইতে কোন এক মহিলা কর্তৃক রক্ষিত হয় নাই বলিয়া দুর্গাদেবীর পর আর কোন রমণীর বিদ্যুৎ-ভাবে পূজা বেশবাসীর মধ্যে প্রচলিত হয় নাই।

দুর্গাদেবী সিংহবাহিনী। ইহা হইতে অস্বাভাবিক যে, তাহার অস্তিত্ব চিত্র ছিল সিংহ। দুর্গাদেবী মহিবাহিনী বলিয়া বিখ্যাত; একসময় তৈমুরলঙ্গ যে প্রকার যোগলভ্য হইতে ভারতে নামিয়া পুটপাটের দ্বারা ভারতভূমিকে উৎসর্গদ্বারা আনিবার উপক্রম করিয়া-ছিলেন, সম্ভবতঃ সেইরূপ মহিব নানক কোন দুর্গাভি অস্বাভাবিক ব্যক্তি অস্বাভাবিক বঙ্গদেশে নামিয়া বঙ্গভূমিকে নিত্যই বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমাদের অজ্ঞান হয়, সম্ভবতঃ এই মহিবাহিনীর ভিত্তি বা তৃতীয় প্রকৃতি বঙ্গদেশের উত্তরাংশের কোন এক দেশ হইতে আসিয়াছিল। এই মহিবাহিনীকে সম্মুখে বিধ্বস্ত করিয়া ফ্রান্সের বীর রমণী Joan of Arc এর দ্বারা সকলের সম্মুখে জ্যোতির্পূর্ণ দেবী মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন। দুর্গাদেবীকে দশভুজা বলাতে সুশৃঙ্খল বোকা যায়, চতুর্দিকে তাহার কিরণ কিরণ গতি ছিল। তিনি কেবল মহিবাহিনীকে বধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু বিপদের আক্রমণ হইতে সকল নিকট প্ররক্ষিত করিয়াছিলেন।

দুর্গাপূজার পূর্বদিনে “কলাবট” দান করান হয়। ভাগীরথী-বিধৌত বঙ্গের সমস্ত ভূমিতে সহস্রলক্ষ আহার্যাদির প্রাচুর্যের ফলে উর্বরমণিকে কন্ন্যার সাহায্যে মূল মতঃ কিরণ বিস্তৃত আকার ধারণ করিতে পারে, “কলাবট”-দানের বিধান তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। “কলা” শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা “চতুঃপার্শ্ব কলা” বা চৌবট প্রকার বিদ্যা প্রাপ্ত হই। অজ্ঞান হয় যে দুর্গাদেবী ঐ চৌবট প্রকার বিদ্যার মধ্যে অনেকগুলিতে বিশেষ ব্যাপণ ছিলেন। সেকালে বিদ্যাচর্চা করিতে হইলে দান করিয়া পূজাধানে পবিত্র জ্বলে নিত্য পাঠ্যরত করিতে হইত; অজ্ঞান হয় কোন এক কৃষকে কোন এক মহাপণ্ডিত (?) এই বিষয়ের তাৎপর্যে অসমর্থ হইয়া অথবা নিজের পাণ্ডিত্য কলাইবার চেষ্টায় বঙ্গদেশে অত্যন্ত মূল্য কলাবটকে কলাবিদ্যার স্থানে বসাইয়া এবং তাহাকে বধূরূপে-কন্ন্যারূপে তাহার দানের বিধান দিয়াছিলেন। বোধ হয় কন্ন্যারূপের নীতলতা প্রকৃতি ও তাহার কলের হুৎতোপাত্য

উপায়ে কলৌক্যকেই প্রতি আকর্ষণ করিতে বসে
হইরাছিল। চূর্ণাদেবী নিকট যোগ্য বিদূষী ছিলেন,
অতীত চর, তিনি কোল-বিবান পুত্রেরও ভগ্নী ছিলেন।
এই পুত্র যে লোকেরে রান্না বিদ্যার বিজ্ঞ ছিলেন,
তাহারই বুঝাইবার জন্য তাহার পুত্রকে বেকায়াদ-চিত্ত
মহাভারতের লেখক অগ্নিত-গণেশের সহিত এক করিয়া
উপায়ে গণেশজননী বলা হইরাছে। হইতে পারে যে,
চূর্ণাদেবীর পুত্র বহুবিদ্যার বিশারদ ছিলেন এবং বিদ্যা-
চর্চার একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। গনিরাই উপায়েই উদ্দেশ্যে
“কলা” বহুভাবে কল্পিত হইরাছিল।

চূর্ণাপুত্রের সঙ্গে কলারূপকে সংযুক্ত করিবার আর
একটি কারণ মনে হয়, চূর্ণাদেবী গভবতঃ কলারূপকে
বলম্বনে আনন্দানী করিয়াছিলেন, অথবা তাহার চার
বহুবিকৃতরূপে বলম্বনে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। আন-
ন্দের মনে চর যে, তিনি কেবল কলারূপের চাইই প্রবর্তন
করিয়া আসেন নাই, কিন্তু গভবতঃ নরী জিনিসের
যথা,—কচু, হুতা, করিয়া, চরতী, বিহু, দাড়িম, কশোক,
মান ও ধানের চাই প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। ইহাওই অন্য
এই নারী বহু কলারূপের সহিত বাঁধিয়া বিরা আন করান
হয়, ইহাওই নাম “নবগজিকা”। মনে হয়, পরবর্ত্তে এই
করেকতী বুদ্ধেরই পক্ষ বিশেষভাবে নব উপলব্ধি হয় বলিয়াই
সংক্ষেপে ইহাওের নামকরণ করা হইরাছে “নবগজিকা”।

কলারূপের নাম তাহার প্রিয়তম নামের প্রকাশ্য প্রকাশ্য
নামকরণ। নবগজিকা নামটি। চরী ভাষা চরতী চরতী নামটি
নবগজিকা নামকরণ। চরী ভাষা চরতী চরতী নামটি
নবগজিকা নামকরণ। চরী ভাষা চরতী চরতী নামটি

সুন্দরবনে কয়েকদিন।

(০)

(শ্রীমৎপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি-আর, এস)

ভোরবেলা উঠিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া
মান করিয়া গইলাম। আজ আমরা যাইবার
কন্যা হিরপ্রতিভা হইরাছিল—সে নৌকার বা
পাকীতে বা হাটিয়া, বাহা করিয়াই হউক। বেচ-
কালে ঠিক হইল যে, আমরা ছেলেটা কয়েকজন
আগেই একখানি নৌকা করিয়া যাত্রা করিব, পরে
আর একখানিতে ওরফতরা আসিবেন। আমরা তিন-
জনে আর হপটার সময় অন্য লাটের দিকে রওনা
হইলাম। একবার ঘাইতে ঘাইতে শিখর ফিরিয়া শের
হেথা দেখিয়া গইলাম,—সেই ঘানের কেত ও
অসংখ্য নাই, সেই বৃক্ষকূলে ঢাকা কুটার ও কাছারী
বাড়ী, তাহার সম্মুখে কলারূপে বেরা আনন্দোৎসাহ
পুঙ্খপটী। আবার ঘানের উপর দিয়া বহুবল-চলিত

আসিয়া। বর্ষাকালে ঘানের নৈমিত্তিক পাছে জমি নষ্ট
করিয়া দেয়, সেইজন্য বর্ষা না দিলে এখানে চাষ হইবার
উপায় নাই। একবার বর্ষা আসিলেই সব পেল।
এক লাটে পৌছাইয়া আসিয়া বাইরা গইলাম। এখানে
কার দৃশ্য আরও পরিষ্কার, গাছপালা খুব কমই আছে।
যেদিকে তাকাই সে দিকেই চরবালারের শেখরী
পর্যন্ত খুঁ-খু করিতেছে। অন্য দাঠে দাঁকে দাঁকে
কেবল কুবাকলের কুটার আর ঘানের সুপুণ্ডি দাঁকা
গুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যৌত্র ক্রমেই এখান হইতে
লাগিল। ১২টার সময় কোয়ার আসিলে আমরা নৌকার
জিনিসপত্র উঠাইয়া বিরা নৌকা ছাড়িয়া গইলাম। ভরা
জোয়ারেরে বল উপলব্ধি করিতেছিল। তাহার উপর
হুয়াকির পাকীরা চিক্‌চিক্‌ করিতেছিল—সবুজ জলের
উপর রক্তপদ্ম রাশি চলল খেলা বড়ই সুন্দর দেখাইতে
ছিল। মাঝরা ছাড়া আমরা নৌকার জিনিস—ওরা
পাঁচ-কাই ও ঢাকার পোতুল। শুকনো বা মেয়েরা
কেউই ছিলেন না; কোনও গভগোব-বাণী কিছুই নাই;
কাতেই বেশ সুস্থি করিতে করিতে বাওয়া বাইকে।
চার কাই নিদিয়া দাঁকা খেলতে লাগিল, আমি বাকীটির
মুখে হইএর দাঁকিতে খুব বাকীয়া গর জুড়িয়া গইলাম।
গর হইতে হইতে আমরা শুভাকাঙ্ক্ষি বাণ ছাড়াইয়া
দূর্য্যচরীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িলাম। ওরা বাণ
তলিতে চাবিল, আমি কতকগুলি গুহ দাঁকাইলাম।
আর একখানি নৌকার এখনও দেখা নাই। চরের
উপর ছোট-বড় বিভিন্ন কুমার গইয়া আছে দেখিলাম—
তাহারা দিয়া আরানে যৌত্র পৌছাইতেছিল। বহুক
খালিলে একবার পরীক্ষা করা বাইত বলিয়া ওরা
আপুণোব করিতে লাগিল। বিনম্রি রতই অতলনের
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আমরা বড়গানের
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি ইত্যবসরে
আমাদের বুড়া দাঁক, তীরের বাকীকা বাকীকা পাঠা-
ওলা। লখা প্রবর্তী পাছগুলির (বাধা হইতে নাম
হইরাছে সুন্দরবন) ও আমাদের সঙ্গে ও পাকীতে
পালতোলা নৌকাগুলির sketch করিয়া গইলাম।
ক্রমে আমরা বড় পাছে আসিয়া পড়িলাম। ঘুরে নাক-
ঘানার টাংগেরে ঘোঁরা দেখা বাইতে লাগিল। তখন
সন্ধ্যাহোরের কোমল আলোকে অলপল চারিদিক
অপূর্ণ আভার উদ্ভাসিত। লতা-সতাই মনে হইতেছিল—
“দেখি নাই—কত দেখি নাই, এখন তরলী বাওয়া!” সেই
অপূর্ণ বাহ্যবৃত্ত অস্তরের কাছে আরও মনোহর হইয়া
উঠিয়াছিল, আমাদের বুড়া দাঁকির লরল হসিকতার।
তাহার একএকটি গুলিয়া ঘন ঘাঘার ঢাকা। আমরা
বহু গভবতীর লরল আনন্দ পড়িলাম, তখন পাকী-

কাশে হাফা রকের আশ্রয় লাগিয়াছে, আর সেই আশ্রয় প্রতিফলিত হইতেছে সবুজ জলের অনন্ত উদার বকে। যে দিকেই তাকাই কোনও সীমা নাই। উপরে রকের স্বপ্নমতরা বিচিত্র আকাশ আর নীচে অপার অনন্ত বারি রাশি। হাফাখানে আমাদের ক্ষুদ্র তরবীখানি পাগ তুলিয়া বলকে তরকারিত করিয়া মহানন্দে ছুটিয়াছে। সেই অসীমত প্রাণে আনিয়া দেয় এক অনির্জটনীয় আবেশ, এক অজানা যেমনা। তখন সত্য সত্যই মন “কেলে বেতে চার এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া”। বাঁশীর সুনিষ্ট লহরীর সঙ্গে স্ববর অপূর্ণ সুখে করিয়া উঠে, এবং আপনা আপনিই গাহিয়া উঠে—

“কোথায় আপনা তুলে এসেছি কোথায়
হিয়া মাঝে বেন কার ডাক শুনা যায়
কি বেন কি মোহাবেশে
কোথায় এসেছি তেলে
দু—দু করে ছই পাশে
বিজন বেলায়।”

এই রকম কত ভাব, কল্পনা কত আবেগ যে চিত্ত-পটে উঠিয়া আবার মিলাইয়া যায়—মেখে বার তখু একটা উদার উদাস প্রেরণা। এই অনন্ত কুমা মহানের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া কেলার আকুল বাসনা। কাল-জন্মে নিশির দৃষ্টি পিছনে ফেলিয়া বহন আমাদের নৌকা-খানি :সেই বিশাল জলরাশি হইতে নামখানার খালে চুকিতেছিল, তখন সেই সজ্জা-অঁধার-আচ্ছন্ন অনন্ত জলধির কাছে আমরা সমস্তরে শেব বিদায় লইলাম। এই সুদূর বিজনে, প্রকৃতির লুকানো শোভার মধ্যে আমাদের অরক্ষণি আকাশ বাতাস, জল স্থল কল্পিত করিয়া পানের নৌকাগুলিকে চমকিত করিল। গভীর নৈশ নিস্তরতা তল করিয়া বাঁশীর সুবলা সুকলা বৃষ্টি-বন্দন, বাঁশালীর চির আরাধ্য দেশদাতৃকার অরঞ্জন বীরে বীরে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

আমাদের দুই পাশে বারি রাশি নৌকা বাঁধা হইয়াছে, আমাদের তিতর হইতে আলোগুলি মিটমিট করিয়া ঠিক কার্যভেদে; কেবল আমাদের নৌকাখানিই অবিজ্ঞান চলিয়াছে। গান না হওয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলাম, তাই বাঁশীজি তুলিয়া লইলাম। যন সুবাসার খোঁজতে না পাইয়া একবার আমাদের নৌকার সঙ্গে আর একখানি ভীরে বাঁধা নৌকার দাকা লাগিল। তাহার তিতরের শোকেয়া বেশ নির্ভীক মনে বুদাইতেছিল। হঠাৎ এইরূপভাবে দাকা বাহরা তাহাদের নিরা ছুটিয়া মেল এবং একটা কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হইয়াছে মনে করিয়া সকলে মিলিয়া ভীষণ সতর্কগোল বাধিয়া দিল। পরে আসিল এবং

পাইয়া আশ্রয় হইল; কোনও পক্ষেরই কোনও কতি হয় নাই। ক্রমে ক্রমে গর :করিতে করিতে আমাদের নৌকার সকণেও একে একে বুদাইয়া পড়িল—কেবল-মাত্র আমি জাগিয়া। বসিয়া বসিয়া আর কি করি, পকেট হইতে কাগজ পেপার লইয়া লিখিতে লাগিলাম :— “নৌকার চলেছি। সকলে ঘুমিয়ে পড়ছে, কেবল আমি ও মাঝিরা জাগ্রত। বাহিরে ঘোর অন্ধকার, ভীরের বন সেই অন্ধকারকে আরও ঘনিষ্ঠে তুলে এক গভীর তমসার গুটি করেছে। কাঁড়ের কলার মত বিজোরার চাঁদ কিছুকণের জন্য নদীর জলের উপর আপনার রহস্য রাশি প্রতিফলিত করে আবার জুবে গেছে। এখন চরিত্রিকে কমাট কুয়াসা আমাদের ঘিরে আছে, কেবল ভায়াগুলি কিছুকি করছে। বাহিরে কোথাও জন-প্রাণীয় সাড়া নেই, সব নীরব নিস্তর। পাড়ের সুগন্ধাপ-শব্দে, নিম্নম রাতে প্রকৃতির এই ঘোমটা টানা প্রাণত বৃষ্টিকে স্পন্দিত করে আমাদের নৌকাখানি বীরে বীরে চলছে—বাহিরে তিতরে সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে কচিং কখনও একখানা ভীরে বাঁধা নৌকার সঙ্গে মেধা হচ্ছে। দাক গাকে বাঁধা আলোকসজ্জার সজ্জাও সুবিন্যস্ত স্রীমারগুলি দেবে মনে হচ্ছে কোন্টা ভাল, কোন্টা লোকনীর—এই মনেই নৌকা না ঐ আতঙ্ক-পূর্ণ বিদেশী আতঙ্ক? পরক্ষণেই আবার মনে হল, কবি বলে গেছেন—

“বদি বের স্বরণের সুখে
তবু প্রাণা নহে স্বপ্নের সুখে।”

বাঁশী বাজিরে বাজিরে ক্রান্ত হয়ে গুরে পড়ছি—বাঁশী আমার কুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। প্রাণে এক অনন্তকৃত ভাব ছেঁবে কেলেছে। অনন্ত আশা ও উৎকর্ষ নিয়ে চলছি, জানিনা কি সংগ্রাম সেখানে প্রতীক্ষা করছে। অশ্রুতার স্ববর হুহু হুহু কৈপে উঠছে, জানিনা গিয়ে কি তনব, কি মেঘব, কি বলব। নানা-রকম চিন্তা মনকে আলোড়িত করছে, বশিত করছে।” এরকম অবস্থার কতকণ কাটাওয়া দিলাম। অবশেষে আমরা কাকঘোপে পৌঁছিলাম, তখন রাত প্রায় বারটা। গোকুল বাজারে বাইরা বৃষ্টি ও মিষ্টার কিনিয়া আনিলাম, সেগুলি আনন্দে উদরগাৎ করিয়া নিজাসেবীর ত্রেতে আশ্রয় লওয়া গেল।

গোর না হইতেই, কাকঘোপের কাক না ভাফিতেই আমরা নৌকা হইতে ভীরে নামিলাম। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, লোনা জলে সুব-বাত-পা ধুইয়া, গদ্যের অনন্ত প্রসারিত বকে তরুণ অকণের সোনার আল বিজয়ার মেথিয়া, মোহাকুজিত কানার মধ্যে দুটাদুটি করিয়া আমরা আবার

নৌকার উঠিলাম। এইরূপ চিত্তাকর্ষক বিপুল উল্লস-
তার মাঝখানে এই স্বল্প নিঃস্বন্দ আনন্দ উপভোগ আর
বোধ হয় হইবে না। চারি পাশে কত অসংখ্য নৌকা
বাঁধা ছিল, কেহ বা বাজী লইতেছে, কেহ মাল
ভুলিতেছে, কেহ বা ভরাপালে ছুটিয়া চলিয়াছে—আমি
বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলাম। জোয়ার আসিলে আমাদের নৌকা
ছাড়িয়া আবার অকুল বারিসমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম।
ওদিকে রান্নার আয়োজন হইতে লাগিল। বাজার
হইতে বাহা কিছু চাল-ডাল পাওয়া গিয়াছিল, গোমুল
তাহাতে খিচুড়ী চড়াইয়া দিল। আমরা বাঁশী বাজাইয়া
গল্প করিয়া সময়টা কটাইয়া দিলাম। অবশেষে রান্না
শেষ হইলে শুধু গরম গরম খিচুড়ী আর আলু ভাতে
দিয়া চমৎকার খাওয়া গেল। পুণ্যতোরা গঙ্গাবক্ষে
অসীম জলধির মাঝখানে নৃত্যশীলা তরলীর উপরে সে
কি পরিতৃপ্ত ভোজন—সে আর লেখনীতে প্রকাশ
কর না। জুয়ার সকলেই পিত্ত জলিয়া বাইতেছিল...
খিচুড়ী সিদ্ধ হইতে আর দেরী সহিল না। সে কি
উল্লাস, কি স্তুতি! শুক্লজনেরা ত আর কেউ ছিলেন
না সাবধান বা বারণ করিবার জন্য। বাহার বাহা
ইচ্ছা সে তাই করিতেছিল। কি মজাই হইতেছিল।
আমাদের মধ্যে একজনের জলে তরানক ভর। সে
বতই বারণ করিতেছিল আমরা শ্রুতানি করিয়া নৌকাটা
ভতই দোলাইতেছিলাম এবং মাঝিকে বলিতেছিলাম
মাঝপাড় দিয়া চলিতে; শেষে যখন জাহাজের বড় বড়
চেউগুলি নৌকাকে ধাক্কা দিতে লাগিল আর আমাদের
নৌকাখানি হালকা পালকের মত উচু নীচু হইয়া
জীবনভাষে ছলিতে লাগিল, তখন বেচারী মুখ
তকাইয়া নৌকা অঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু
আমার বনিও এই প্রথম নৌকা চড়া, তবুও মোটেই
ভর করিতেছিল না। আমার বড় আনন্দ হইতে-
ছিল। বাইতে বাইতে দেখিলাম অনেক প্রকাণ্ড
জাহাজ কলিকাতার বাইতেছে। তাহারা অপার
কিনারা দিয়া বাইতেছিল। এখানে গঙ্গা প্রায় পাঁচ
ছয় মাইল চওড়া হইবে—এপার-ওপার দেখা
কঠিন। এই পাশে যখন তুফান উঠে তখন না
জানি কি ব্যাপার হয়! আমি স্নানকরণ দাঁড়াইয়া সেই
বিরাট ভাস আশ্বাসন করিতেছিলাম, আর জলের
উপর সুর্য্যকিরণের অপূর্ণ খেলা দেখিতেছিলাম। আমরা
যখন ভারমণ্ডহারবারে পৌঁছিলাম, তখন বেলা
আড়াইটা। গঙ্গার কাছ থেকে বিদায় লইয়া আমরা
ভীরে উঠিলাম, উঠিয়া বরাবর হেল-হেলেনে গেলাম।

চব্বিশ ঘণ্টার উপর নৌকার কাটাইয়া আবার আমরা
ডাকার মাহুব ডাকার ফিরিলাম।

মনে হইতেছিল বেন প্রকৃতির কোন অজানা
অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আবার সভ্যতার
মধ্যে ফিরিয়া আসিলাম। ট্রেনে পৌঁছাইয়া দেখি
আড়াইটার একখানি ট্রেন ছিল, কলার বসিতে ধম্বকট
হওয়ার সেখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা ধবর
গুলিলাম, ধম্বকট উপলক্ষে বাঁশী বিধানকে প্রেস্তার
করা হইয়াছে। বাড়ী বাইবার জন্য, সব ধবর গুলিবার
জন্য গ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল—আর তাল
লাগিতেছিল না। কিছু লুটী-তরকারী খাইয়া আমরা
পাঁচটার সময় গাড়ীতে উঠিলাম; ট্রেন ছাড়িয়া দিল।
গাড়ীর সংখ্যা কমিয়া বাওয়ার ভরানক ভীত হইয়াছিল।
সহযাত্রী এক ভ্রমলোকের সহিত আলাপ হইল; তাহার
নিকট হইতে কংগ্রেসের অধিবেশন, কলিকাতার সুব্রাহ্মণ্যের
আগমন প্রভৃতি অন্যান্য ধবর পাইয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা
হইল। আমাদের মত ছদ্মবেশ লোকের কি আটদিন
কাগজ না পড়িয়া বিনা ধবরে থাকা সোজা কথা? এক
সপ্তাহকাল গভীর নির্জনতার মধ্যে কাটাওয়া মজা
সাড়ে সাতটার সময় আমরা আবার জনকোলাহল-
মুখরিত কলিকাতা নগরীতে পৌঁছিলাম। তারাদের
কাছ থেকে বিদায় লইয়া একেবারে সোজা বাড়ী।
কেবল দুইটা বাঁশী হাতে লইয়া চট্টা চট্টা চট্টা
করিয়া আমার একলা চুকিতে দেখিয়া সকলেই অভ্যস্ত
আশ্চর্য হইয়া গেল।

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

(শ্রীজ্ঞানানন্দ সিংহ এম-এ বি-এল)

(ভূমিকা)

বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রান্দির বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রের
রীতিমত পঠন-পাঠন ও কথকতাদি বিবিধোপায়ে শ্রুতের
ন্যায় সুপ্রচার বহুপ্রায় রহিয়াছে। নানা কারণে পুরাণ-
শাস্ত্রে অবিকলিত বিশ্বাস রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ি-
য়াছে। তাহা ছাড়া, এমন অনেক কথা ও প্রবাদ
প্রচলিত আছে, বাহার সহিত শাস্ত্র ও পুরাণের সঙ্গতি
রক্ষা করা দুঃস্বপ্ন বলিয়া কথিত হয়। এই জন্য বর্তমান
কালে অন্যান্য সমস্যার ন্যায় বেধা দিয়াছে—শাস্ত্র-
সমস্যা ও তদন্তর্যত পুরাণ-সমস্যা।

শাস্ত্রান্দিতে বিশেষতঃ পুরাণশাস্ত্রে লোকের সম্পূর্ণ
প্রভা পুনরানুদান করিতে হইলে অসংখ্য কারণনির্ণয় ও

আমাদের প্রতীকার অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং তৎপরে উপযুক্ত অর্থাৎ কালোপযোগী আচার্য্যপণ কর্তৃক দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী করতঃ পাত্র বিশেষতঃ পুরাণ-শাস্ত্রের পুনঃপ্রচার আবশ্যক বোধ করি।

ঐ সকল অশ্রদ্ধার কারণ আলোচনা করিতে যাইলে কতকগুলি অপ্রিয় তথ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে, কিন্তু ভয় করিলে চলিবে না—নির্ভয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় সকল তথ্যের সম্মুখীন হইয়া সত্যের সন্ধান করতঃ তাহা প্রচার করিতে হইবে। সত্যপ্রকাশই সমস্যার অন্তর্ধান অবশ্যজ্ঞাবী। সত্য তথা প্রকাশে শাস্ত্রের তথা মূল-পুরাণশাস্ত্রের গৌরবই বৃদ্ধি পাইবে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

আলোচনা দ্বারা পুরাণ সংক্ষেপে সত্যাহ্বান ও লভ্য-প্রতিষ্ঠা করিতে চাইলে সর্বপ্রথমেই—পুরাণরচনার ব্যাসদেবের সঠিক স্থাননির্দেশ প্রয়োজন। তৎপরে দেখাইব যে, মূল পুরাণশাস্ত্র অবিচল্য নহে—বরং বর্তমান কালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কারসকল মূল পুরাণ-শাস্ত্রনিহিত ইতিহাস আদির সমর্থনই করে।

পুরাণ হইতে সত্য তথা সংকলন ও প্রচার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

পুরাণরচনায় ব্যাসদেবের স্থান।

পুরাণের ইতিহাস।

পুরাণরচনার ব্যাসদেবের স্থাননির্দেশ করিতে হইলে প্রথমতঃ পুরাণের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যিক। তাহাতে ব্যাসদেবের স্থান কত উচ্চে ও কি ভাবে তাহা নির্ণয় হইতে পারে, ইহা বুঝা সহজ হইবে।

পুরাণাদি-পাঠে আমাদের মনে যে সকল কথা উদ্ভিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ বর্ণনা করিব। প্রথম কথা আমার এই যে, ব্যাসদেব যেভাবে বেদ সংকলন ও বিভাগ করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তিনি বিশাল পুরাণ-শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করতঃ পরিবর্তন বা সংকলন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি পুরাণসমূহের সংকলনিতামাত্র ছিলেন—গ্রন্থকার ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি বিশাল পুরাণ-শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র; পরন্তু মূল-রচনা তাঁহার নহে—অন্যের। একথা তুমিরা প্রথমে হয় ত আশ্চর্য্যভূত হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রাধান্যপূর্ব্বক বিচার করিলে আমার কথার সত্যতা প্রতীত হইবে।

(১) পুরাণের প্রথম যুগ।

মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে—

নির্দেহে চ লোকেষু ব্যাক্ষিপেণৈব ময়া।

অস্মানি চতুষ্রো বোদানু পুরাণ্য ন্যায়বিত্তম্।

মীমাংসায় ধর্ম্মশাস্ত্রকঃ পরিপূর্য্য ময়া কৃতম্।

মৎস্যপুরাণে চ পুনঃ কল্পাদিব্যবহারে।

অন্যেবমেতৎ কথিতম্ভূতকর্তৃভেদে চ।

অথ বা অগার ম মুনীন্ প্রতিবেদান্ চতুষ্রুখঃ।

অর্থাৎ “লোকসকল সম্মুখে চাইয়া গেলে আমি ব্যাক্ষিপেণ ধারণ করিয়া বোদানুসকল, বৈদ্যচতুষ্টয়, ন্যায়বিত্তম্, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদিত করিয়াছিলাম। তৎপরে মৎস্যপুরাণ ধারণ করিয়া কল্পা-রম্ভে পুনরায় আমি একাধর জলের অগাধতায় অবস্থান-পূর্ব্বক ঐ সকল অংশেব্রূপে কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর চতুরানন তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া য়েব ও মুনীগণের নিকট প্রকাশ করিলেন।”

মৎস্যপুরাণের এই কথাই মূলপুরাণেও সমর্থিত হইয়াছে; যথা—কল্পপুরাণ, আবজাখণ্ড, রেবাখণ্ড, ২০ শ্লোক হইতে ২৬ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণনায় যো দৃষ্ট হয় যে—“শাস্ত্রনির্দেহের মধ্যে পুরাণই ব্রহ্মার প্রথম শাস্ত্র, তাঁহার বক্তৃতা হইতে প্রথমে পুরাণশাস্ত্র নির্গত হইয়া তার পর বেদনিবহ নির্গত হয়। এই কল্পান্তরে ত্রিবিধ-সাধন ও শতকোটি প্রবৃত্তির একই মাত্র পরিভ্রম পুণ্য ছিল। চতুরানন ব্রহ্মার সৃষ্টিনাম্নে এই পুরাণশাস্ত্র তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় এবং তিনি মুনীগণের নিকট কীর্ত্তন করেন।”

উপরোক্ত উদ্ধৃত বচনাদি হইতে জানা গেল যে, পুরাণের মূল উৎপত্তিস্থল (origin) বিষ্ণু বা ব্রহ্মা। বিষ্ণু বা ব্রহ্মা দ্বারাই বেদের ‘ন্যায় পুরাণও সর্বপ্রথম রচিত বা প্রকাশিত হয়; পরে ব্রহ্মাই মুনীগণের নিকট ঐ পুরাণসকল প্রকাশ বা কীর্ত্তন করেন। পুরাণাদিতে উক্ত প্রকার এবং আরও অন্যান্য বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেবের জন্মের বহু পূর্বে মৎস্যাবতার ও বাজি-অবতারের যুগে পুরাণ বর্তমান ছিল। সুতরাং পুরাণের এই ব্যাক্যসকল সত্য বলিয়া মনে করিলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্যাসদেব কখনই পুরাণের মূল প্রণেতা (original or first author) হইতেই পারেন না।

পুরাণের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগ।

ব্রহ্মা কর্তৃক বহু যুগ পূর্বে মুনীগণের নিকট পুরাণ-প্রকাশের পর পুরাণ বহুবিস্তৃতি লাভ করে অর্থাৎ পুরাণের শ্লোকসংখ্যা বা আকার দীর্ঘতর ও বহুতর হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, এমন একটা যুগ আসিয়াছিল যখন পুরাণশাস্ত্র বহুবিস্তৃত হওয়ার লোকে পুরাণপাঠে বিরত হইয়াছিল; পরে কালদেব উহার সংক্ষিপ্ত সংকলন সংকলন করার পুনরা

লোকসমাজে পুরাণপাঠ প্রচলিত হয়। বলাৎসবসংস্কারে—

“কালেনাগ্রহণং কৃত্ব পুরাণস্য ততো নৃপ।

ব্যাসরূপমহং কৃৎসংহবামি যুগে যুগে।” ইত্যাদি।

অর্থাৎ, “কালক্রমে বহুবিভক্ত অনন্ত পুরাণশাস্ত্র-পাঠে লোক বিমূঢ় হইয়াছিল। তাই ভগবান ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া উহা সংক্ষেপতঃ পরিবর্তিত করেন।”

পুনশ্চ—

চতুল্লকগ্রন্থাণেন হাপরে হাপরে নবা।

তদাষ্টাদশখ্য কৃত্য কুর্বেৎকৈশ্বিন্দ্র অকাপাতে।

অদ্যাপি বেবলোকৈশ্বিন্দ্র শতকোটিপ্রবিত্তরম্ ॥

তদর্থোহত্র চতুল্লকং সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্ ॥

পুরাণানি দশাষ্টৌ চ দ্ব্যষ্টাং তদ্বিহোচ্যতে।”

অর্থাৎ, “প্রতি হাপরযুগেই এই পরিবর্তন হইয়া আসিতেছে, শত কোটি লোকের সংক্ষেপে চারি লক্ষ লোক দ্বারা তির তির নামে অষ্টাদশ পুরাণ কীর্তিত হয়। আর সেই শতকোটি লোকসমাজে পুরাণ এখনও দেব-লোকে প্রচলিত।”

বলাৎসবসংস্কারে এই বর্ণনা কল্প পুরাণেও সমর্থিত হইয়াছে। বলাৎসব, আবক্ষ্যকাত্মক রেবাখত, ২৩ হইতে ২৩ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণনামধ্যে দেখা যায়— “বিভু বিভু কালক্রমে পুরাণের অগ্রহণ বেবিদ্যা তপস্বী ব্যাসবেদ ধারণ করিয়া যুগে যুগে পুরাণের উপসংহার করিতে লাগিলেন। কবি ব্যাস অষ্টলক গ্রন্থে অত্যন্ত হাপরেই সেই পুরাণ অষ্টাদশখ্য বিভক্ত করিয়া এই কুলে লোক কীর্তন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি বেব-লোকে শতকোটিপ্রবিত্ত পুরাণশাস্ত্র বিদ্যানান। কবি ব্যাস তাহাকে চতুল্লকায়ক করিয়া বে অষ্টাদশ পুরাণের প্রণয়ন করেন, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণন করিব।”

অতঃপা উপরোক্ত আলোচনা হইতে এইকরূপী তথ্য জানা গেল যে—(১) ব্যাসবেদের অন্তর বহুপুর্বেই বিভু ও ব্রহ্মা কর্তৃক পুরাণ প্রকাশিত হয়। (২) ব্রহ্মা সুনিগমের নিকট পুরাণ প্রকাশ করিলেন। (৩) কালক্রমে পুরাণ বহুবিভক্ত হওয়ার লোকে পুরাণপাঠে বিমূঢ় হয়। (৪) তৎকালে ব্যাসবেদ এই বিভূত পুরাণকে সংক্ষেপতঃ পরিবর্তিত করেন অর্থাৎ প্রচলিত পুরাণের সংকলন করিয়াছিলেন।

পুরাণের চতুর্ধ্ব যুগ ও তদনন্তর যুগ।

পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কালক্রমে বহু-বিভূত পুরাণশাস্ত্রপাঠে লোক বিমূঢ় হইয়াছিল। বর্ণনিত স্বামী বিদ্যাহারাদী আধ্যাত্মিক মহো কেন প্রবক্তার ঘটনা অর্থাৎ ইতিহাস বা বর্ণনাপাঠে

বিমূঢ় লোক হইয়াছিল, এপ্রকার বলাৎসব ও বলাৎসব-মনোমধ্যে উদ্ভূত হয়। ইহার কবিকল্প উক্ত কল্পপুত্রাণে দেখা যায়, বলাৎসব—কল্পপুরাণ, মহেশ্বরবর্জিতকল্প কুমারিকা-বক্ত ৪০ অধ্যায় ১১৫ শ্লোক হইতে ২০২ শ্লোক মধ্যে দৃষ্ট হইবে যে—

“সেই ক্রোড়যুগে বর্ণাশ্রমধর্ম সম্যক প্রতিষ্ঠিত থাকে।

.....তার পর হাপরযুগে প্রবৃত্ত হইলে লবণের বৃদ্ধি পার্শ্বক্য ঘটিতে থাকে।.....ক্রমশঃ বর্ণসংকল্প হইতে থাকে ও বর্ণাশ্রমধর্ম বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই সময়েরই ব্যাসরূপ (“তদা ব্যাসৈঃ” ইত্যাদি) বিজয়নের পক্ষে সুখম করিবার জন্যই এক বৈবকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। আর “ইতিহাস-পুরাণানি তিন্যন্তে লোকমৌর-বাৎ”—অর্থাৎ লোকগণের ক্রটিভেদাঙ্গুণারে ইতিহাস পুরাণাদি রচিত হয়।”

অতঃপা পুরাণরচনার কালসময়ে এই উক্ত বচন হইতে জানা যায় যে, হাপরযুগে বলাৎসবে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল, তৎকালেই অর্থাৎ সেই সামাজিক বিলুপ্তকালেই জনগণের ক্রটিভেদাঙ্গুণারে পুরাণ রচিত বা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

পুরাণ-সংহিতা।

একধে বৈখিতে হইবে যে, হাপরযুগে অবস্ফুর্ত জীবন সামাজিক বিলুপ্তকালে ব্যাসবেদ কোন্ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন ও তাহা এক বা একাধিক—এক এক হইলে ব্যাসবেদ-লিপিত সেই মূল পুরাণ একধে কোথায় ও আরও জানা যায়, সেই এক পুরাণসংহিতা কাহার বা কাহাদের দ্বারা অষ্টাদশখ্য বিভক্ত হইয়াছে।

প্রচলিত ধারণা এবং কতকগুলি পুরাণের উক্তি অনুসারে অষ্টাদশ পুরাণই কৃত্তবৈষ্ণবন ব্যাসকর্তৃক রচিত বলিয়া ধ্যাত। ইহার সত্যতা লব্ধে প্রথমে আলোচনা করা যাক। পুরাণপাঠে আমার ধারণা হইয়াছে যে, ব্যাসবেদ অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন নাহ, তিনি মূলতঃ একখানিমান “পুরাণসংহিতা” লিখিয়া ছিলেন।

অনেকগুলি পুরাণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মূলতঃ পুরাণ একই ছিল। কয়েকটি পুরাণতর্গত পুরাণপ্রস্তাবনা হইতে জানা যায় যে, একটি মাত্র মূল “পুরাণসংহিতা” ব্যাসবেদ রচনা করিয়াছিলেন। পরে বেদাবে ব্যাসদ্বিত্য ও প্রিয়দ্যবর্গ কর্তৃক বেদশাস্ত্রাদি বিস্তার ও প্রচলিত হইয়াছিল, সেই তাৎপর্ষ্যে তদ্বিত্য ও প্রিয়দ্যবর্গকর্তৃক উক্ত ব্যাসলিপিত মূল পুরাণসংহিতা বহুখণ্ডে ক্রমশঃ অষ্টাদশখ্য বিভক্ত হইয়াছিল। বলাৎসব—

(১) বলাৎসব পুরাণ—

“পুরাণমেকমেবানীং তদা কল্লাত্তরেহনম”

অর্থাৎ তখন কল্লাত্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল।

(২) বৃক্ষপুরাণেও—এই কথা সমর্থিত হইয়াছে—

“পুরাণমেকমেবানীং অগ্নিন্ কল্লাত্তরে মুন”

অর্থাৎ (হৃত লৌকিক ধর্মকে বলিতেছেন) যে মুন!

এই কল্লাত্তরে একইমাত্র পুরাণ ছিল।

ইহা হইতে জানা গেল যে, মূলতঃ কল্লাত্তরে একখানি মাত্র পুরাণ ছিল।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেব একটিনাত্র মূল পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন; যথা, বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ, ৬ষ্ঠ অধ্যায় :—

“আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানানৈর্গাথিতঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।

পুৰাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥১৬

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোহুত্বং সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ ॥

পুরাণসংহিতাং ততঃ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥১৭ ৬০০

কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ॥

রোমহর্ষণিকা চান্য্য তিসৃগাং মূলসংহিতাঃ ॥১৮

চতুঃশ্লোকেনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনো ॥১৯

অর্থাৎ পুরাণার্থবিশারদ ভগবান বেদব্যাস—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পসিদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা (এখানে “পুরাণসংহিতা” শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হওয়ার বৃত্তিতে হইবে যে একখানি মাত্র) রচনা করিলেন। বেদব্যাসের হৃতজাতীর রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা (এখানেও “পুরাণসংহিতা” শব্দ একবচনবিধায় একখানিমাত্র “পুরাণসংহিতা” বৃত্তিতে হইবে) দিয়াছিলেন (বা অধ্যাপন করিয়াছিলেন)। তদনন্তর ১৮ শ্লোকে ব্যাসদেবের শ্রিষ্য বা রোমহর্ষণের ছয় শিষ্যের নামোল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে কাশ্যপবংশীয় অকুত্তর, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন ইহারা রোমহর্ষণ হইতে অর্থাৎ মূল সংহিতা অবলম্বনে প্রত্যেকে এক-একখানি পুরাণসংহিতা রচনা

করেন। হে মুন! এই চারি সংহিতার সারসংগ্রহ করিয়া আমি এই বিষ্ণুপুরাণ রচনা করিয়াছি।”

(৪) বায়ুপুরাণ :—ব্যাসদেব কর্তৃক একখানিমাত্র পুরাণসংহিতা রচনার লব্ধে বিষ্ণুপুরাণোক্ত এই কথাই বায়ুপুরাণেও দেখা যায়। যথা বায়ুপুরাণ ৬০ অধ্যায়—রোমহর্ষণ কহিতেছেন—“রোমহর্ষণ তাঁহার (ব্যাসদেবের) পুত্রের শিষ্য। ভগবান বৈশ্যাসন ইতিহাস, পুরাণপাত্র আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।” ১৩ ও ১৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এখানেও “পুরাণ” শব্দ একবচনে ব্যবহৃত হওয়ার একখানি মাত্র পুরাণসংহিতা বা ব্যাস কর্তৃক সংকলিত মূল পুরাণই বৃত্তিতে হইবে।

পুনশ্চ :—পুরাতত্ত্ববিশারদ বৈশ্যাসন আখ্যা, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পকর্ম দ্বারা পুরাণসংহিতা (এখানেও “পুরাণসংহিতা” শব্দ একবচনবিধায়) মূল পুরাণ-সংহিতা যে একটিনাত্র ছিল, ইহাতে সন্দেহই হইতে পারে না) রচনা করিয়াছেন। ২১ শ্লোক।

পুনরায়—“বটশঃ কৃথা মদ্যাপুত্ৰঃ পুরাণম্বিশিষ্টত্বাঃ।” বায়ুপুরাণ ৬১ অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, হে ঋষিসত্ত্বংগ! আমিও এই সংহিতা ৬ তাপে বিস্তৃত করিয়াছি।

৫। অগ্নি পুরাণ।

বিষ্ণুপুরাণের এই কথাই পুনরায় অগ্নিপুরাণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। যথা,—অগ্নিপুরাণ, ২৭১ অধ্যায়, ১১ শ্লোক হইতে ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত।

“প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণানি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।

স্মৃতিশ্চাশ্রিৎসংকীর্ণ মিজয়ুঃ শাংশপায়নঃ ॥১১

কৃতব্রতোহর্থ সাবর্ণিঃ বটশিষ্যাত্মস্য চাতবনঃ।

শাংশপায়নাদবশ্যচক্রে পুত্ৰাণ্ড সংহিতাঃ ॥১২

ব্রাহ্মদীনি পুত্ৰাণানি হরিবিন্য্য দণ্ডাট চ।

মহাপুরাণে দ্ব্যধ্মেয়ে বিদ্যাক্রপো বরিহিতঃ ॥ ১৩ ॥

অর্থাৎ “সূত লোমহর্ষণ ব্যাসদেব হইতে পুরাণাদি প্রাপ্ত হইয়া স্মৃতি, অগ্নিবর্জাঃ, মিজয়ুঃ, শাংশপায়ন, কৃতব্রত ও সাবর্ণি এই ছয়শিষ্যকে বিস্তরণ করেন। শাংশপায়নাদি মুনয়ঃ পুরাণসমূহের সংহিতা ও হরিবিন্যাসের ব্রাহ্মাদি অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন।”

অগ্নিপুরাণের এই শ্লোক উদ্ধৃত বচন হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ব্যাসদেবের শ্রিষ্যগণ কর্তৃক (অর্থাৎ ব্যাসশিষ্য লোমহর্ষণ, এই লোমহর্ষণের শিষ্যগণ কর্তৃক) অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

সুতরাং এক্ষণে উপরোক্ত আলোচনা হইতে জানা যাইতেছে যে—(১) ব্যাসদেব একখানি মাত্র মূল “পুরাণ-সংহিতা” রচনা বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (২) পুরাণের অন্তর্গত প্রমাণাদি হইতে বিশেষতঃ অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায় যে, ব্যাসদেবের শ্রিষ্যগণ কর্তৃকই অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইয়াছিল,—ব্যাসদেব কর্তৃক নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মধর্ম-প্রচার।

(স্বামী লক্ষ্মনম্)

একদিন মহর্ষিদের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকাণ্ড সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্মের মূলমন্ত্র একেবশ্যম্, সসীবেস

হাস্যে অন্যের উপাসনাধারণ, কৃষ্ণের পরিজ্ঞে অন্তের পূজাপ্রতিষ্ঠিত। এই ভিত্তির উপরে ব্রাহ্মসমাজের আচার-ব্যবহার সামাজিক অধাৰ্মিক প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আচারের বেধতা বিবরণিত পরবর্ত্ত। সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়েরই ইহার পূজা করিবার স্বাধীন অধিকার আছে। সুতরাং ইহার উপাসনা এবং ধর্ম প্রচার কোন শাস্ত্রবিশেষ বা কোন নির্দিষ্ট ভাষার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তবে, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব ইহার শাস্ত্রাভ্যাসিত এবং ভাষার মধ্য দিয়া উপাসনা করিলে বা উপদেশ প্রদান করিলে অধিকতর প্রাপ্ণপন্য হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজের মধ্যে যেমন বাইবেল বা কোরান চাইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশাদি প্রদান করিলে বিশেষ স্বরূপগ্রাহী হইতে পারে না, তদ্রূপ খৃষ্ট বা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদ-উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্রের বচন দ্বারা ইহার প্রচারে চিত্ত আকর্ষণ করা সম্ভবপর নহে। দেশ-কাল-পাত্রভেদে উপাসনার অঙ্গ এবং ভাষা পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যিক। তবে নানা ধর্মশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্মপ্রতিপাদক সূত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া ধর্মের সার ও বুঝিয়া দিলে ধর্মবুদ্ধি প্রসারিত হইয়া মনুষ্যের সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভেদ দূরীকৃত করিতে পারা যায়, ইহা প্রচারক মাজেরই অরণ দ্বারা কর্তব্য। আদি-ব্রাহ্মসমাজে যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া উপাসনাপ্রণালী গঠিত হইয়াছে, তাহা যে সকল দেশে বা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গুর সাধিতে হইবে, তাহা নহে। আদিসমাজের প্রধান কার্য হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে। এজন্য উক্ত প্রথা অবলম্বন করাই প্রের বসিমা বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু যদি কোন খৃষ্টান বা মুসলমান-দেশে আদিসমাজের শাখা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তন আবশ্যক হইবে, কিন্তু কেবল ঐ সকল দেশের জন্য। বলা বাহুল্য যে মহর্ষিদের বাইবেল বা কোরানাদির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি পরম বাইবেল এবং মুসলমান-ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন; এবং সময়ে সময়ে ঐ সকল ধর্মগ্রন্থ হইতে ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক বচন আবৃত্তি করিতেন।

মহর্ষিদের যুক্তি যে অতি সমীচীন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আরি নানা দেশ পরি-ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে, সাক্ষ্যত প্রোকসনধিত আদি-সমাজের উপাসনাপ্রণালী ও বাখ্যানাদি হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন স্বরূপগ্রাহী ও প্রাপ্ণপন্য হয়, খৃষ্টীয় উপাসনা-মণ্ডলের অনুকৃত উপাসনাপ্রণালী সেমূহ হয় না। কোন সময়ে ভারতবর্ষের কোন এমিষ্ট ব্রাহ্মসমাজে আদি

মাসে একদিন করিয়া বেনী গ্রহণ করিতাব। আমি দেখিয়াছি, যে যে দিনে উপাসনা করিবার তার আহার উপর পড়িত, সেই সেই দিবস উক্ত উপাসনাবন্ধির লোকে পূর্ণ হইয়া বাইত। অপর দিবস তাহার অর্ধেকও পূর্ণ হইত না। কারণ ঐ সকল দিবসে সমাজের সভ্য-গণ ব্যতীত অনেক হিন্দু কুললোক উপাসনার যোগদান করিতেন।

মহর্ষিদের আর একটা কথা বর্ণিত হইল যে, প্রচার-কার্যে বৃত্ত হইয়া কোন ধর্মের উপর কটাক্ষপাত বা কোন ধর্মের নিন্দা করিবে না। ইহার দ্বারা কেবল যে বিরোধ টানিয়া আনা হয় তাহা নহে, প্রচারকের আধ্যাত্মিক অবনতিও হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়াছি যে বঙ্গ আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বৈদেশিক প্রণালীর অনুকরণে উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখন মহর্ষিদের সাক্ষ্যত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় শেখরীন্দ্রের ইহার অন্য অনুতাপ করিয়া প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সন্তুষ্ট নোংরা উপাসনাপ্রণালী হইতে উন্নীত হইয়া বড় ভাল করেন নাই। একথা অনেকেরই অবগত আছেন। পণ্ডিত নীতানাম তত্ত্ববোধ মহাশয় আজকাল হিন্দুধর্মশাস্ত্র হইতে উপাসনা সংগ্রহ করিয়া উপদেশ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিতেছেন। শ্রীবিপিন চন্দ্র সাগর প্রভৃতি ব্রাহ্ম প্রচারকগণও এই পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন।

একণে আমাদের দেশে খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা ক্রমশঃই কঠিনতর হইতেছে। সুতরাং অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আদি-মণ্ডিকে কেবলমাত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচারকার্য পরিচালিত করিতে হইবে। এইজন্য আমার বিশ্বাস যে, যতদূর সম্ভব হিন্দুশাস্ত্রের ভিতর দিয়া প্রচার করিতে পারিলে আমরা অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিব। আমি অবগত হইলাম যে, সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারের জন্য একটা সুব্যবস্থা করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই নিমিত্ত আমি এই সকল বিষয় উদ্যোগ-কর্তাদের নিকটে উপস্থিত করিলাম। আশা করি ইহার দ্বারা এবিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে নারীর সম্মান।

(ঐকীভীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। নারীর প্রতি সম্মান ভারতের চিরন্তন রীতি।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন একটি বিস্তৃত চিরন্তন রীতি। কেবল নারীর সম্মানপ্রদর্শন

মতে, প্রাচীনকালে ভারতের অধীশ্বর শ্রীলোকবিগকে গৃহের ভোজ্যবস্ত্র এবং পুষ্কার যোগ্য বলিয়া দৃষ্টি করিতেন—“পুষ্কারী পুষ্করুণঃ”। তাঁহারাই শ্রীলোক এবং গৃহের শ্রী উভয়ের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ দেখিতেন না—“শ্রীঃ শ্রিঃ শ্রিঃ গৃহে ন বিশেষ্যেত কচন”। আনন্দের শৈশবকালে কোন বালক কোন বালিকাকে প্রার্থ্য করিলে আমরা শ্রী-পুরুষনির্দেশে শুকন-বিশেষ সকলকেই এই বলিয়া বালককে নিষেধ করিতে শুনিভ্যম্ যে, মেয়েবাছুরের সারে হাত তুলিতে নাই—তাঁহারি ঘরের সমান। হায়! ছাথের কথা, এভাবে কখন একালে আর অন্ততঃ সহরগুলিতে বড় একটা শুনিতেই পাওয়া যায় না। ইহা হিন্দুমান্দ্রই অসংগত আছেন, যে চতুর্থ গৃহে গৃহে পঠিত হয়, সেই চতুর্থ বলিতে গেলে, শ্রীজাতির মাতৃষের উপরই সম্প্রতিষ্ঠিত। চতুর্থী জীলোকের মাতৃমূর্তি দেখণ একটি করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্রে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। “বা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” ইহাই বলিতে গেলে চতুর্থী ত্রিভি বা কেন্দ্র। মহানির্বাণ-তন্ত্রেরও বোধ হয় মূল উদ্দেশ্য মাতৃষের সাধনা। ইহাতে মাতৃষ-সাধনার যে প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে অতি অল্পকালের মধ্যেই নারীর মাতৃষ-বোধ এবং সুতরাং নারীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অতি সহজে আরম্ভ হয়, ইহা অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য।

২। চীনবাণী দার্শনিক কবির অভিমত।

শ্রীলোককে ইএ প্রকার মাতৃরূপে ধর্ম কেবল ভার-ভের নহে, কিন্তু সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই অন্তর্নিহিত ভাব বলিয়া মনে হয়। এই যেদিন চীনদেশের অন্যতর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক-কবি লিউ-ইয়েম-হোম এই কথাই প্রতিধ্বনি করিয়া বীর মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, শ্রী-জাতিকে মাতার আশ্রমে না বসাইলে জগতে কিছুতেই একুন্ত শান্তি স্থাপিত হইবে না এবং সকল দাষিত হইবে না। তাঁহার কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ চীন-দেশের সাধারণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে সংগ্রাম বাধিয়া-ছিল, সেই সংগ্রামে তিনি বৈদ্যবিকল্পের অন্যতর মেতা ছিলেন; এবং সেই মতের প্রচারিত নীতি অনুসারে তিনি পুরুষ ও শ্রীলোক সকলকেই নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য বিষয়ে সমান অধিকার দিতে, এমন কি, শ্রীলোকবিগকে গৃহের সৈনিকের অধিকার এবং প্রয়োজন মত হুদনেভারিত অধিকার দিতে ব্যথা হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অধিকার-প্রদানের ফল ফলিতে তিনি যে অসুস্থতা লাভ করিয়া-ছিলেন, সেই অসুস্থতা হইতেই তিনি শ্রীজাতিকে সর্বোচ্চ বর্ধিতমসূত্রে অভিজ্ঞতায় মাপ্ত মাতার

পরিবর্তে মাতৃষের আশ্রম পুনরাধিকার করিবার জন্য সনির্ভর অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন।

৩। পাশ্চাত্যদেশের মনোভাব।

শ্রীজাতিকে মাতৃমূর্তিতে ধর্ম পাশ্চাত্য দেশবাসী-গণের জ্ঞানের একটি কোণেরও অংশ স্বর্ণ কারনাহে কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ধর্মপুস্তক মাইকেল শ্রীপুরুষের পরম্পর সম্বন্ধের বিষয় বাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল-মন্ত্র হইতেছে—ব্যক্তিভার করিত না—“Thou shalt commit no Adultery”; কিন্তু এই নীতি কিসের বলে কোন ভিত্তির উপর—মানবের অন্তর্নিহিত কোল সমুদ্রত বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার কোনই উল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি ড্যান্টেইইহা মান তাঁহার অমর কবিতাপুস্তকে শ্রীজাতিকে পুরুষের সহিত সমান আশ্রম প্রদান করিয়া উভয়েরই সমানীত গাধিয়া-ছেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য উন্নিয়া শ্রীজাতিকে মাতৃষের উপর মৌরব প্রদান করিতে পারেন নাই। আমাদের বাল্যকালে এই বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের মনোভাবের পরিচায়ক একটি সত্য গল্প শুনিয়াছিলাম। সেই গল্পটি তৎকালে সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া ভারতবাসী মাঝেরই উপভোগ্য ও আনন্দের বিষয় হইয়াছিল। গল্পটি এই—“এক মাঠেরেব আশ্রমে এক বাগানী-কোরানীগিরি করিত। তাহার পরিবারে পোষাবর্গের সংখ্যা অনেকগুলি ছিল। কোরানী তাহার স্বর যেতবে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। সে তাহার মনিষসাহেবকে যেতন বুদ্ধির জন্য অনেকবার উপরোধ করিয়াও কৃতকাণী না হওয়ার সাহেবের শ্রী মেমসাহেবকে যেতনবুদ্ধির জন্য হাতে পায়ে ধরাই একটি উপায় বলিয়া দিহ করিল। সে ভাবিল, মেমসাহেবের সহিত মাতৃষের প্রকার পাড়াইলে মেমসাহেব তাহার হৃদয়ে নিশ্চয়ই বিগলিত হইবেন। ইহা ভাবিয়া একদিন অবসরমত সাহেব ও মেমসাহেব বখন নির্জনে একত্র চা-পান করিতেছিলেন, সেই বনরে উপস্থিত হইয়া মেমসাহেবকে যে মাতৃসম্বোধন পুঙ্ক সকল হৃদয়ের কথা বলিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু হৃদয়ের কথা আর বলা হইল না। কোরানী বখনই মেমসাহেবকে না বলিয়া ডাকিল, তখনই সাহেব উন্নিয়া চাবুক আনিয়া তাহার না বলিবার স্পর্ধার পুরস্কার স্বরূপ তাহার পৃষ্ঠে কয়েক আঁ বসাইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তার হৃদয়ে দুই হওয়া কো দুই থাক, না বলিবার পুরস্কারস্বরূপ তাহার চাকুরি পর্ষাদ হারাইতে হইল।

৪। এরিকের দাম্পত্যমতাব পরিচায়ক।

বর্তমানে এদেশে বিশেষতঃ কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য নগরে শ্রীজাতিকে মাতার আশ্রমে বসাইয়া

অন্তরে পূজা করিবার ভাব চলিয়া বাইরে, তাকা চক্ষুমান ব্যক্তি মাজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ। ইহার একটি প্রধান কারণ, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে ভারতের সমুদ্রত ভাষাভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবের উপর সংগঠিত শিক্ষাপ্রণালীর উপর দাঁড় করা হইবার চেষ্টা। আমরা দাসমনোভাবের কারণে নিজের বিচারবুদ্ধি হারািয়া পাশ্চাত্য দেশের চরিত্রপ্রবণতার অমূল্য পুরমহিমা ও কুলবধূদিগের সম্মাননীলতার হানিকর অভিনয় ও নৃত্য প্রভৃতি এদেশে প্রবর্তন করিয়া আনন্দ অশ্রুভর করিতে আরম্ভ করিয়াছি। চারিদিকে চরিত্রের উজ্জ্বলতরঙ্গসমূহ সমগ্র ভারতকে যে প্রকার গ্রাস করিবার জন্য মুখোমুখি করিতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয়, আর তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া পার্শ্বিক সুখের প্রতি অতিরিক্ত বদ্ধাশ্রিত পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর সহিত সম্পূর্ণরূপে একাধিপত্যে বুক না হইয়া অন্তত অনেকাংশে আটম সত্যতার সমুদ্রত শিখরে শিক্ষাপ্রণালীকে দাঁড় করা হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের অদ্বন্দ্ব সন্তানসন্ততিগণকে ঔদ্ধত্য দুর্ভিনয় প্রভৃতি জাতীয় অমণ্ডলভার কারণসমূহ হইতে রক্ষা করিতে চাহিলে সেই নবসংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

৫। আমাদের কর্তব্য।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, মহিলাসমূহ প্রভৃতির ভিতর দিয়া সমাজের চারিদিকে নারীত্বের অবমাননার যে বিববীল উদ্ভূত হইতেছে, সজীবনী, বঙ্গবাসী, তত্ত্ববোধিনী, ভোটরক প্রভৃতি সাময়িক পত্রসমূহের প্রবল লেখনী উহার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে। এই সকল সাময়িক পত্র নৃত্যাদির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে ও আমরা মনে করি, তাহারা রোগের মূল ধারিয়া সংগ্রাম করিতেছেন না। আমাদের মতে সত্য সত্য এই চরিত্রপ্রবণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে উহার মূলে গিয়া বর্তমান কালের বারবানিত্যপ্রণীর অভিনেত্রীগণের সহিত যে সকল নাট্যমঞ্চে অভিনয় করা হয়, সেই সকল থিয়েটার প্রভৃতি বাহ্যতে বাস্তবিক আমাদের সম্মানগণ বর্জন করে এক বৌবনের লালসাপ্রদীপ্ত উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণ বরফট করা হয়, তাহা যেরূপে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করা কর্তব্য; তাহা না করিলে আমাদের বিশ্বাস নারীত্বের অবমাননারূপ বিববীলসকল কিছুতেই মরিবে না, বরঞ্চ তাহা সময়ে বিবগন্ধ ফল এসব করিয়া সমগ্র ভারতকে অগ্নানে পরিণত করিবে। আমাদের মনে হয়, সম্ভবতঃ হইয়া এই বিষয়ে আগ্রহ হইলে আমাদের সমলকাম হইবার সমধিক সম্ভাবনা।

যীশুর গুরু কে ?

(ঐগোরানদোপাল সেনগুপ্ত)

প্রাচীন ভারত যে বর্ষে কণ্ঠে জানে শ্রেষ্ঠ ছিল এবং আশ্চর্য্যের সত্য ভগ্ন যে প্রাচীন ভারতের নিকট কতদূর গনী, বর্তমান প্রবন্ধে তাহাট দেখাইতে চেষ্টা করিব। “যীশুর ভারতীয়” কথাটি দেখাই অনেক বিমিত হইবেন। খৃষ্টপূর্ব আর সত্য ভগ্নে একটি বিশিষ্ট হান অধিকার করিয়া আছে। “যীশুর ভারতীয়” কথাটি তিনটি বিমিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিমিত লেখকের উদ্ভূত যত্নের কল্পনা নহে—সংগৃহীত সংবাদ মাত্র, তথ্যাবলী পাঠকমহোদয়গণ ইহার সত্যতা বিবেচনা করিবেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে “ইণ্ডিয়ান নেশন” নামক পত্রিকায় “যীশুর গুরু কে” (Who were the Gurus of Jesus Christ) এই নামে একটি ইংরাজী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরে ঐ নিবন্ধটি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্টের দৈনিক অনুবাদকার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বশেষে উক্ত প্রবন্ধ “পথের কথা ও নীতিগাথা-সংগ্রহ” নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়। পুস্তক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অংশবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

যীশুর গুরু কে ?

সকলেই জানেন, যীশুর বায়াজীবন-কাহিনী নিউ টেষ্টামেন্ট (New Testament) হইতে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। গস্পেল (Gospel) এর প্রাকসমূহ প্রবন্ধে উল্লিখিত। যীশুর বায়াজীবনের এক অংশ এতদিনে প্রকটিত হইল এবং জানা গেল যে, যীশু এবং বোচগণই জৈনদের পুত্রের ধর্ম-গুরু। কিরূপে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইল ?

এম. নাটোভিচ (M. Natovitch) নামক জৈনক কণ্ঠীয় পরিব্রাজক ঐতিহ্যত ভ্রমকালীন ভিক্টোর সাধু লামাঘণের নিকট সুপরিচিত হন। তাহার কথাগ্রন্থে বলেন যে, তাহার জৈনক পাশ্চাত্য সাধুর কথা জানেন, তাহার নাম ছিল জৈন। অতঃপর তাহার ঐ সাধুর হইএকটি কথা নাটোভিচের নিকট বলাতে তাহার সন্দেহ হয়, উক্ত পাশ্চাত্য সাধু যীশু ব্যতীত অপর কেহই নহেন। লামাঘণ বলেন, উক্ত পাশ্চাত্য সাধুর (Prophet) জীবনী হিন্দু নামক একটি মঠে রক্ষিত আছে। কোতূহলী পরিব্রাজক বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া হিন্দু মঠে উপস্থিত হন। তথাকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের (Monks) নিকট হইতে তিনি হইটো বিরাট পুঁথি দেখিবার জন্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইল জৈন জীবনী। উক্ত জীবনীর সার মর্ম এই—

কিন্তু প্রজ্ঞা-ভাষ্য তাঁহার বিচারশক্তিকে বলবীর করিতে পারে নাই।

যাহাকে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় কথনতা ও আধিকার স্বাধীন দেশের সমকক্ষ হয়, এইটাই তাঁহার অস্তিত্বের ইচ্ছা ছিল। ভারতবর্ষ যে কালে পরাজিত করিতে, ইহা তিনি ভয়নাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন—বলিও পরাজ কথনটা তিনি বাৎসর্য করেন নাই। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য তিনি তৎকালোচিত অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতির চেষ্টার তাঁহাকে আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা বাইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ভারতবর্ষের মুক্তির সাধনে তিনি নিজস্ব-চেষ্টার প্রবর্তক ছিলেন এবং শাসনকর্তৃবিশেষ সাধাযো তিনি এই সকল করিতে বহুবল হইয়াছিলেন।

ভারতবাসী বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ে সুযোগ পাইলে যুরোপবাসীর যে সমকক্ষ হইতে পারিবে, এই মত তিনি তাঁহার আশাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় জ্ঞানসমৃদ্ধি যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসমৃদ্ধি অপেক্ষা কোনওরূপে হীন নহে, এই কথাই তিনি বিশ্বাস করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের এমন স্বাভাৱ্য ও বাদেশিকতা থাকার মধ্যেও তাঁহার ক্ষমতায় একটি অতি উদার বিশ্বজনীন মানবপ্রেম ছিল। বিদেশী কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলে তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইত, এবং স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার কোন জাতি বিকলপ্রবর হইলে তিনি যথেষ্ট অত্যাচার হইতে পাইতেন। আরম্ভাবস্থার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় তিনি সেই জাতির প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডের অত্যাচারের বিষয়ে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জাতিভেদনির্বিশেষে তাঁহার স্বাধীনতা-প্রিয়তা কত প্রবল ছিল, ইহা হইতেই বুঝা যায়।

সামাজিক বিষয়ে, ধর্মবিষয়ে ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তিনি সকলের মঙ্গল ও স্বাধীনতাপ্রার্থী ছিলেন। এই সকল সাধনা তিনি তাঁহার জীবনের মুখ্যতত্ত্ব করিয়াছিলেন, এবং এই সকল সাধনার পথে নানারূপ বাধা-বিষ বাধা মধ্যেও তাঁহার সততের দৃষ্টিতামান্যমাত্রও হ্রাস হয় নাই। বরং ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে রাজা রামমোহন রাই ছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যার জ্ঞানলাভ আবশ্যিক, এবং সেই সময়ে ইংরাজী ভাষা জানা থাকিলে এই প্রকার জ্ঞানলাভের অন্য উপায় নাই। যেহেতু তিনি ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেন এবং তাহার ফলে বর্তমান শিক্ষালাভের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়া বাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, তিনি কেবল বিদেশী শিক্ষা-প্রচারই বহুশ্রম করিয়াছিলেন,

কিন্তু সনে তিনি ভারতের অতুলনীয় পরাবিশ্বা যাহাতে সৃষ্ট না হয়, বিশ্বতির অভ্যন্তরে নিম্ন না হয়, তাহার জন্য নিজে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

রাজা রামমোহন রায় একজন বিজ্ঞানপ্রিয় ছিলেন। যেহেতুই অধুনা সমস্ত সমাজেই তাঁহার এমন সমাদর। তিনি পৃথক পৃথক ধর্মসম্প্রদায়গুলি মধ্যে সকলের প্রতি ঐতিহ্য ও প্রচার বাবাই একটি দিগন্তের সত্যাপন আধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যেনে যেনে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটি মিলনস্থান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে আদানপ্রদান ধর্মোন্নতির, আদানপ্রদানের ন্যায় না হয়—সমান-সমানের ন্যায় হয়, তাহার নিমিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোভাৱের মধ্যে একটি সেতু রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের নিকট বিশেষ করিয়া নারীসমাজ অধিক সমাদরের বিবরণ। তিনি যে কেবল পুরুষের হীনতায় বেধিয়া তাঁহার মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন নহে, ভারতসমাজে নারীর হীনতা বেধিয়াও তিনি বড় দৃষ্টি পাইয়াছিলেন। নারীর স্বাধিকার ও নারীর সামাজিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি বাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্তমান ভারতের নিকিতা নারীসমাজের অপেক্ষা অন্য কোথায় বোধ হয় অধিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এই বিষয়ে তাঁহার সর্বকল্যাণ ভাৱে অদ্যাপি কোন সমাজসেবক অগ্রাহ্য নাই বলিলেও অত্যাতি হয় না।

দণ্ডবিবেক।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

(ঐতিহাসিক চট্টোপাধ্যায় বি-এল)

দণ্ডবিবেক-গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, হিন্দু-রাজ্যে আমলে পাত্ৰবিশেষে রাজত্বের বা শাস্তির ভারতম্য বড়ি। বিচারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে বস্তু বিচার সময় নিয় কয়েকটি বিষয়ে—

জাতিভেদে পরিমাণ বিনিমোঃ পরিগ্রহঃ।

বয়ঃ শক্তি ভ্রুণো বৈশ্যঃ কীলো লোবত বেতকঃ ॥

১। অপরাধীর জাতি, ২। বয়ঃ—যাহা বইয়া অপরাধ, চোখের পক্ষে হ্রত মনোভি, ৩। পরিমাণ—

ক্রমের পরিমাণ, ৩। বিনিমোগ—কৃত ক্রমের ব্যবহারিক উপকারিতা ৫। পরিপ্রেক্ষ—ব্যাপার ক্রম গৃহীত, ৬। বস—অপরাধীর বস ৭। শক্তি—অর্থ ৮। অপরাধীর অর্থশক্তি, ৮। ভগ্ন—নান্দিক দ্বারা প্রযোজন, ৯। দেশ—কোন দেশের অধিবাসী—গ্রামের বা অরণ্যের, ১০। কাল—দিবস বা রাত্রি, ১১। সময়—অপরাধবিশেষে। উৎপাদি আইনে স্পষ্টতঃ একজন বিধান বা ব্যক্তিগত বিচারক-গণ এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। 'দেশ' বা অপরাধবিশেষের আধার হইলে তাগে বিতক—অনুভব ও অনুভবত্ব অর্থাৎ জীবনে একবার বা কৃত (solitary) বা অনেকবার (repeated) কৃত। একবারমাত্র করিলে শাস্তির পরিমাণ কম। বহুবার অস্বস্তি হইলে শাস্তির পরিমাণ প্রতি-বারেই অধিক।

পাঠ্যবিশেষে দণ্ডের নান্দিকতা আছে।

"অষ্টাপন্যাস্ত পুত্রস্য, তেহে তবতি কিমিহ,। যোড়শৈব তু বৈশ্যস্য, ত্র্যয়িংশৎ কাকিহস্য তু। ত্র্যয়ন্যস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি নতং তবেৎ।" চৌর্য অপরাধে পুত্রের চৌর্যই মালের মূল্যের ১৩ ভাগ, বৈশ্যের ১৬ ভাগ, কাকিহের বাহন ভগ্ন, ত্র্যয়নের ৬৪ ভাগ বা একশত ভাগ অর্থদণ্ড হইবে। কেননা, হীন জাতির অভ্যাস বশতঃ পাপ করা স্বাভাবিক। উচ্চের জাতির নবদে পেরপ নহে। কাত্যায়নও এই মৌলিকের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

যেন যোষণ পুত্রস্য দণ্ডো তবতি ধর্মতঃ।

তেন বিটু-বৈশ্য) কক-বিপ্রোণাং দ্বিভগো দ্বিভগো তবেৎ।

অনু মূল্য ক্রমের চৌর্যে নারদের মতে চোরের দণ্ড ক্রমের পাঁচভাগ অর্থদণ্ড হইবে। একশত সংখ্যক মালের চৌর্যাপরাধে বধদণ্ড হইবে।

এতৎব্যতীত পাঁচটি বিষয়ের বিবেক বিচারকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (১) বাধ, (২) অপকর্ষ, (৩) সাধা, (৪) উৎকর্ষ, (৫) পরিনিষ্টা। বাধ অর্থে দণ্ড হইতে নিষেধ। এই বাধ আধার হইলে তাগে বিতক—(ক) সাধারণ, (খ) অসাধারণ। সাধারণ বাধ অনুসারে দণ্ড, পুরোহিত, ক্রমচারী ও রাজা এই কয়েকজন বধ-দণ্ডনীয় হইবে না। রাজা অর্থে অবাস্তব নরপতিও বধ-দণ্ডনীয় নহেন। অসাধারণ বাধ অর্থে মিত্র জীবন বা আত্মরক্ষার জন্য (self-defence) অকার্যকরও দণ্ড হইবে না। কেননা "আত্মাং গোপারীত" আপনাকে দণ্ডিত করা করিবে, ইহা শাস্ত্রবাক্য। উন্নত অপরাধে রাজকরের আবশ্যক নাই, প্রাপ্তিভই পাপ-যোচনের পক্ষে প্রযোজ্য। কুপার্ক, ক্রম, কাকিহ, বৈশ্য, ও

পাঠ্য পদার্থের ক্ষেত্র হইতে ইচ্ছা বা মূল্য বা সামান্য কিছু অপহরণ করিলে তাহারও দণ্ড হইবে না।

অপকর্ষ। চুরি-করিতে হইলে পর পর অনেকগুলি কার্য করিতে হয়। সিঁদ কাটা, ক্রমচারী চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন ইত্যাদি। একারণে চুরিতে "অনেক কৰ্মকলাপসাধা" বলা হইয়াছে। চুরির আরম্ভে (attempt) ধরা পড়িলে প্রকৃত চুরি অপরাধের একচতুর্থাংশ হইবে। চুরিকার্যে আর একটু অগ্রসর হইলে অর্ধেক দণ্ড হইবে। চুরির কার্য সমাপ্ত হইলে চোরের পূর্ণ দণ্ড। এই পূর্ণ দণ্ডকেই 'সাধা' বলে।

উৎকর্ষ। প্রথম অপরাধের জন্য দণ্ডের পরিমাণ কম। কিন্তু প্রথম দণ্ড ভোগ করিয়াও বাহার চৈতন্য নাই—আবার অপরাধ করে, তাহার পক্ষে দণ্ডের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে।

পরিনিষ্টা। প্রাণীহত্যায় দণ্ডিত অপরাধে শিষ্টা রাখা প্রকৃতির কেবল স্বাক্ষর হইবে, এবং সমাসী-নিপের বিকল্প হইবে। বা "কল্প পুরোহিতান্ পুত্রান্ স্বাক্ষরভেদৈব দণ্ডয়েৎ"। অশূদ্র, দ্বর্জ, ক্রীতদাস, রোহ এবং অসবর্ণ-বিবাহকারী অপরাধীদের অর্থদণ্ড ব্যতীত অন্যদণ্ড দণ্ড হইবে। কেননা অন্যান্য-উপার্জিত বলিয়া ইহাদের অর্থ সঙ্গাতক অর্থাৎ বলি। দাস পরতন্ত্র অর্থাৎ বলিবের একান্ত অধীন বলিয়া তাহাদের ধনদণ্ড হইবে না। পূর্বপ্রভাবে সামান্যভাবে বলিরাহি যে শিল্পীর নিরোপকরণ, বণিকদিগের ভুলদণ্ড এবং দাস ও প্রাতিমান অর্থাৎ বাউকারা, কৃষকদিগের গরুর পাড়ি ও বীজধান্য পেশাদার নাট্যাদীদিগের বাদ্যযন্ত্র অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি, বৈশ্যগণের গৃহসম্বল অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি এবং যোদ্ধাগণের অস্ত্র-যন্ত্রাদি, রাজা অর্থদণ্ডের বিনিময়ে ক্রোক বা বিক্রম করিতে পারিবেন না। কেননা এই সমস্ত উপকরণই তাহাদের জীবিকার উপা-রাজ, একেবারে নিঃশেষ হইলে তাহারা আরও পাপকর্ম করিবে।

কাত্যাকের রাগাইয়া দিলে যদি সে বিষয়করণ করে, তাহা হইলে যে ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দিয়াছে, সে বধদণ্ডনীয় হইবে না। সাধারণ নিষেধ হইতেছে এই যে, সামান্য অপরাধে বাকদণ্ড, অপরাধ-চেষ্টার বিকল্প, পূর্ণ অপরাধে অর্থদণ্ড এবং সাতছোহে বন্ধনদণ্ড বা নির্বাসন-দণ্ড। মহা অপরাধকারীর পক্ষে সকল প্রকার দণ্ডই এক-কালে প্রযোজ্য। স্বাক্ষর ও বিকল্প ভাষন-নির্ভরক নিতে পারিবেন; কিন্তু অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড বা ক্রমদণ্ড

কেবলমাত্র তাহাই বিবেচনা করিবেন, ইহা বৃহৎপতি-
সম্বন্ধ।

অনুসন্ধান-দণ্ড।

“অবিজ্ঞাতে হতরি” অর্থাৎ কে হত্যা করিয়াছে তাহা
না জানা থাকিলে জরিফার জন্য রাজস্বদায়ক নগর
পুত্রদিগকে নিয়মিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(ক) হত্যার পুত্র, বন্ধুবর্গ ও যাকিনা প্রী প্রভৃতিকে
কিডনাস করিতে হইবে, তাহার সঙ্গে তাহার পক্ষতা
হিলা।

(খ) কোন উদ্দেশ্য লইয়া হত্য, হত্যার পূর্বে তাহার
সহিত বাটার বাহির হইয়াছিল অর্থাৎ নারীসমূহ, ত্রা-
সংগ্রহ অথবা জীবিকাসংগ্রহের জন্য।

(গ) যে স্থানে হত্যা হইয়াছে, সেইস্থানকার
স্থানীয় লোকগণকে কিডনাস করিতে হইবে।

এইরূপ নানা তথ্য লইয়া বৈয় অগ্রহাণে যাতক
কে, তাহা স্থির করিতে হইবে।

তাহার পরে যাতক স্থির হইলে নগরের ব্যবস্থা এই-
রূপ। ক্রিমির বৈশ্য বা পুত্র কর্তৃক ত্রাঙ্গন বধ হইলে
তাহাদের সর্বত্র অপহরণ, অধিকতর বধনও প্রয়োজ্য।
ক্রিমির বৈশ্য বা পুত্র ঐ-ঐ জাতি কর্তৃক নিহত হইলে
ক্রিমির অপরাধীর পক্ষে সন্তান বেহুগত, বৈশ্যের পক্ষে
পত্নী বেহুগত, পুত্রের পক্ষে বধ বেহুগত। বৈশ্য বা
পুত্র বধ হইলে অধিকতর একজনকী বধ অপরাধীর নিকট
হইতে নগরস্থানে আনার হইবে। বহুসংখ্য জীলোককে বধ
করিলে ক্রিমিরবধের জন্য যে নগর, তাহাই প্রয়োজ্য
হইবে। ত্রাঙ্গন বধ অন্য তিন জাতির মধ্যে কাহাকেও
হত্যা করে, তাহা হইলে অপর তিন জাতি কর্তৃক হত্যা
হইলে যে সাক্ষা বধ, ত্রাঙ্গনেরও সেই সাক্ষা বা বধ হইবে,
ইহা বোধায়নসম্বন্ধ। যদি কতকগুলি লোক একত্র
মিলিয়া কোথাপরবন হইয়া কাহাকেও হত্যা করে, তাহা
হইলে বাহার প্রমাণে সূচ্য বচিরাছে, সেই ব্যক্তি বধনও-
বোধ্য, তাহার সঙ্গীগণ সহায় বিধায় তাহাদের প্রত্যেকের
নগরের পরিমাণ অর্ডেক, একথা আনসা পূর্বেই বিবৃত
করিয়াছি। যদি কেহ অপরকে অর্ধসাহায্যে বধীকৃত
করিয়া তাহার দ্বারা সাহস বা অপরাধের কাণ্ড
করায় (কারয়ে), তাহা হইলে অপরাধী যে বধে বধিত
হইবে, বহুব্রকারীর বধ তাহার চতুর্ভাগ হইবে।

ক্রাঙ্গনও-জাতিহত্যা সম্বন্ধে বোধায়নসম্বন্ধ বধ তাহা
কর্তৃক করিয়াছি, তাহা প্রকার বর্জনসম্বন্ধে অতিবৃত্ত
নগর। বর্জনসম্বন্ধে তাহার বলিয়াছেন “বর্জ্যভীর-বধে
এক এক হত্যা অর্থাৎ অধিকতর অর্থাৎ ত্রাঙ্গন ত্রাঙ্গন-

বধে, ক্রিমির ক্রিমির-বধে, বৈশ্য বৈশ্যবধে, পুত্র পুত্রবধে
বধনও বধিত হইবে এবং উক্ত বধের পোষকতার
বর্জনসম্বন্ধে পুত্রের এক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,
“বাতনে তু প্রমাণক” ইত্যাদি করিলেই তাহার প্রমাণও
হইবে।

উপরে দ্বারা বিবৃত হইল তাহা ক্রিমিকৃত অপরাধ
অর্থাৎ (intentional) ইচ্ছাকৃত। যেখানে অপরাধ
ক্রিমিকৃত নহে, কিন্তু প্রমাণকৃত বা অক্রিমিকৃত (un-
intentional) তাহা “নগরাক্রম”পরিভ্রমে আলোচিত
হইয়াছে। তাহার সারাসংক্ষেপে বিবৃত করিব।

ইতিপূর্বে অক্রিম প্রাণীবধেও যে বধকারী বর্জ্য হইত,
তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বোধায়নের ধর্মসূত্রে এইরূপ
উল্লেখ আছে—“ংস, বারস, বহিণ, চক্রবাক, বলাকা,
কাক, উলুক (পেচক), নগ্নক, নকুল, অহি, বজ্রগীট, বজ্র-
নকুলাদীনাং বধে শূন্যবৎ”। নকুল অর্থে জগদনকুল
(সম্ভবতঃ ভৌতিক), বজ্র-নকুল অর্থে জগদনকুল অর্থাৎ
বৈজ্য। ইহাদিগকে অক্রিম বধ করিলে শূন্যবৎ করা যিবে
যে নগর বধ (এখানে বধনও নহে), তাহাই প্রযোজ্য।
ইহার মধ্যে কয়েকটি প্রাণী সর্বাঙ্গব-প্রাণীকৃত বিধায়
তাহাদের বধ শাস্ত্রবিরোধী ছিল।

প্রমাণবিচার।

কণজম্মা কণাদেবী—ঐশ্বরী চাকরাণা সন-
যতী প্রাণীত। মূল্য ৮/০ আনা। প্রাণজ্ঞান ইতিয়াক
পাবলিশিং কোং, ২২৭২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,—কলিকাতা।

নারীর বিধায় লিখিত তার লইয়াছেন নারী।
পুত্রই সন্তান হইয়াছে। প্রমাণ ৮- পুত্রাধ্যাপী,
তদন্তে অধিক পুত্রের কণায় জীবনী লিখিত থাকে
অথবা কণায় বচন। আনসা বধ পূর্বে “বধনারী”-
প্রাণে কণায় সংলিখিত জীবনী পাওয়াইয়াছে। কিন্তু
তাহার পরে প্রমাণের আর কোন সাক্ষ্যবলই পাওয়া
নাই। এই প্রাণে উহা সন্দেহভাবের লিখিত দেখিতেছি।
প্রমাণের লিখিতসম্বন্ধে পুত্রই জগৎ। ইহার তিনটি একটি
পবিত্র তাবের দ্বারা প্রমাণ। প্রমাণের প্রত্যেক বালক-
বালিকার হস্তে দ্বিধায় উপস্থিত। পরিমিত “কণায়
বচন”গুলি যেহেতু প্রমাণের কিম্বদন্তি লইয়াছে,

মনে হয়। এই ঘটনগুলির অতিরিক্ত আরও অনেক ঘটন কথার নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

উপনিষৎগ্রন্থ বা গীতার বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা—শ্রীমৎবিজয়রত্নক বেৎনবর্মা প্রণীত; মূল্য ৬০ আনা। প্রাপ্তিস্থান :—উপনিষৎগ্রন্থ-কাব্যালয়—কৌড়ার বাগান, হাওড়া।

গ্রন্থের নাম “উপনিষৎগ্রন্থ বা গীতার বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা”। আমাদের মনে হয়, শেখোক্ত নামই অর্থাৎ ‘গীতার বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা’ গ্রন্থের উপযুক্ত নাম। আমরা গ্রন্থের আয়োজন পড়িয়া দেখিলাম। আমরা যে তাৎপর্য উপনিষদ পড়ি ও জানি, সে তাৎপর্য উপনিষদের গ্রন্থ দ্বারা দিয়া কোন তথ্য গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া দেখি না। গ্রন্থে গীতার বিচারবোপ নামক গ্রন্থের অধ্যায়ই সন্ততির ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যাগুলি তত্ত্বের প্রাণের ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের বেশী কিছু বলিতে পারা নষ্টতা যাত্র। সংকৃত শব্দগুলি ব্যুৎপত্তির ভিতর দিয়া দেখিতে চাহিলে অনেক অর্থই প্রকাশ করিতে পারে। এই দিক দিয়া অনেক পণ্ডিত, গীতারও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা গীতার এবং মহাত্মারতীর বুদ্ধ প্রকৃতির ঐতিহাসিক বীকার করি; কাজেই গীতার ব্যবহৃত শব্দগুলির অতিরিক্ত কষ্টসাধ্য অর্থ ধরিবার পক্ষপাতী নহি। শ্রীমৎবিজয়রত্নক গ্রন্থাধার অর্থে দুর্ভবনীর মন এবং পক্ষপাতের অর্থ পক্ষোক্ত এবং আরও অনেক শব্দের অনেক প্রকার কষ্টসাধ্য অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাখ্যাগুলি এই সকল কষ্টসাধ্য অর্থের উপর দাঁড় করাইলেও আমাদের বেশ মিষ্ট লাগিয়াছে। ইনি ‘কুক কেক্স’-নামের উৎপত্তি কু-বাতুর অসুস্থতাপ্রক “কর”-অর্থবাচক “কুক” শব্দ হইতে বলিয়াছেন—ইহা নূতন বট্ট; কুককেক্স-নামের এই ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমাদের স্মৃতিগোচর হয় নাই। শ্রীমৎবিজয়রত্নকের এই সকল ব্যাখ্যা এখন “বঙ্গবাসী”তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা সেগুলি পাঠ করিয়া কৃত্রিমতা করিয়াছিলাম। এখন শ্রীযুক্ত কুমারসেন চট্টোপাধ্যায় সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া ভক্তদ্বিগের সমস্ত উপকার সাধন করিয়াছেন।

খৃষ্টানুসরণ—খৃষ্টতত্ত্বপ্রচারসমিতি কর্তৃক ২য় ওয়েলিংটন পেন হইতে প্রকাশিত ও শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অহুবাচিত। মূল্য ১০ টাকা।

আমরা গ্রন্থখানি দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য লাভ করিলাম। ইহার আকার পরিপাটি। ইহা “ইন্সটিটুশন অফ ক্রাইস্ট” নামক ইংলিশ গ্রন্থের অনুবাদ। ইতিপূর্বে

ঐ গ্রন্থের ভাব লইয়া অনেক ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ এই প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। ইংলিশ সাহিত্যিক ও উপাধনার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এখন ইহার অনুবাদক, তখন অনুবাদক তাহা যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধেই অনুদের; আমরা ইহার অনেকাংশ পড়িয়া দেখিলাম। বাস্তবিকই অনুবাদটা সহজবোধ্য ও সুবর্ণাঙ্গ হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রকাশে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধিগম্বর হইল, তাহা বলিতে কিছুমাত্র বিধা করি না। ইহার কৃত্রিমতা যদি সত্যই শ্রীযুক্ত শ্যাম-মহোদয় কর্তৃক বাতলা তাহার লিখিত হইল থাকে, তবে তাহার বক্তব্যের জ্ঞান দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। কেবল একটি স্থানে তিনি ‘মনমুষ্টিমান’ শব্দের অনুবাদ ‘ম-মুষ্টি’ করিয়াছেন, আমাদের মতে উহা ‘ম-মুষ্টি’ করিলেই ভাল হইত। এই প্রসঙ্গে আমরা সাবিত্রী প্রসন্ন বাবুকে, একটি অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যদি যাক। হাম-মোহন রায়ের “Precepts of Jesus”—Guide to peace and Happiness” গ্রন্থের বক্তব্যের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন, তবে উহা কেবল খৃষ্টিয় সম্প্রদায়ের নহে, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের তত্ত্বপিপাসুদেরই উপকার সাধন করিবে।

পল্লীস্বাস্থ্য ও সুরল স্বাস্থ্য-বিধান :—

৩য় সংস্করণ। ৩৮৭ পৃষ্ঠা বহু প্রণীত ও শ্রীযুক্ত অনিল-প্রকাশ, বহু ও যোগ্য প্রকাশক বহু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২৫ নং মহেন্দ্র বহু পেন, শ্যামবাজার।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯১৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার চারি বৎসর পরেই ১৯২০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থকারের পরলোকগমনের পর এবারে তাহার পুত্রের কর্তৃক ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বঙ্গ কর্তৃক বঙ্গদেশে বহুই ইহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে দেশবাসী যে ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। আর কর্তৃক বঙ্গের হইল, তিনি এখন সচিবত্রে অবস্থান করিতেছেন, তখন ‘পেনের স্বাস্থ্য (বা অস্বাস্থ্য) বিবরণে আমার সহিত তাহার নিত্যই আপাত হইত। দেশবাসীর স্বাস্থ্যবিষয়ক দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে তিনি যে কতক গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের উপায়সমূহে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সময়েই তাহার বিবরণ পরিচয় পাইয়াছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থ এবং “স্বাস্থ্য” প্রকৃতি।

এই, তাঁহার সম্বন্ধব্যাপী সেই আকুল চিন্তার ফল।
 এদের বাহিরের আকার যেমন সুন্দর, ইহার লিখিত
 বিষয়গুলিও সেইরূপ সুন্দর ভাবের প্রকাশিত হইয়াছে।
 আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষদ্বারাও সন্নিবেদিত অমু-
 দ্রোধ করি যে, তাঁহার কেশবানীর বাহ্যবিধানে ইচ্ছুক
 হইলে এই পুস্তকখানি দেশ প্রবেশিকার জন্য পাঠানির্দিষ্ট
 করেন। আমরা বেশিয়াছি, বাহ্যবিধানসম্বন্ধীয় বাণোপ-
 যোগী পুস্তক নিম্নলিখিত পাঠানির্দিষ্ট হওয়ার বালক-
 লিখিত বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ
 প্রবেশিকার জন্য এই গ্রন্থের এক-একটি বিশেষ অংশ
 এক-এক বৎসরে নির্দিষ্ট হইলেও সমস্ত গ্রন্থই ছাত্রদিগের
 সুখ ও মনোবাণ সহজেই আকর্ষণ করিবে। সমস্ত
 গ্রন্থের ভাব নবের মধ্যে যিনিগা সেলো ছাত্রগণ
 সম্বন্ধে কতই আশ্রয় করিবে, ততই গ্রন্থোক্ত উপদেশ-
 গুলি কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। সুবীলাল
 ভাব্য কৃতী পুস্তকগ্রন্থ গ্রন্থের সর্বস্বত্বস্বত্ব কৃতীর সম্বন্ধে
 প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহার আশ্রয়ের
 কৃতজ্ঞতাভাব। এইটী পরেও অধ্যয়ন বিভাগে বাহ্য
 যন্ত্রে যেরূপ হয় এমন একটিও প্রয়োজনীয় বিষয়
 নাই, কিস্তি এই গ্রন্থে প্রলোভিত হয় নাই। বিশ্ব-
 বিদ্যালয়ের তাঁহার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে (যেমন পাঠ্য-
 ভৌতিক পুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলে চলিবে না)
 অন্তর্ভুক্ত করুন বা নাই করুন, আমরা বেশের বিতর্ককারী
 প্রত্যেক দেশবাসীকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ
 করি। আমাদের বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও স্থানান্তর-
 বশতঃ বিদ্যুত সমালোচনার এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা
 বিশদভাবে দেখাইতে পারিলাম না, ইহার জন্য আমরা
 [অত্যন্তঃশ্রুতি]।

শ্রদ্ধাভাবের স্মৃতি :—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গায়
 এমন-এ প্রণীত। সচিত্র গল্পপুস্তক। মূল্য বারো আনা।
 প্রাপ্তিস্থান—আওতোব লাইব্রেরী ; মেং কলেজ কোয়ার্টার,
 কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

ছেলেদের উপযোগী ছোট গল্পের পুস্তক অনেক
 আছে ; কিন্তু শিকাগো বড় গল্প বা উপন্যাস ভদ্র নাই।
 আলোচ্য গ্রন্থটী সেই অভাবমোচনে সমর্থ হইয়াছে।
 এছকার ছেলেদের ভাবের তাহার উপযোগী করিয়া
 এমন নিপুণভাবে নিজ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন যে,
 গ্রন্থটী শেষ না করিয়া উঠা যায় না। পাঠকালে
 মনেই হয় না যে, এছকার ছেলেদের গভীর বহির্ভূত,
 শিকাগোর পণ্ডিতবৃত্ত। ইহাতেই এছকার লেখনীর
 সার্থকতা।

ভয়ঙ্কর :—শ্রীপ্রমোদেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য
 দশ আনা। প্রকাশক—শ্রীমুকুন্দচন্দ্র কল্যাণী ; প্রবেশ

চন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স। ২২৫, বামাপুস্তক ঘর, —
 কলিকাতা।

এই গ্রন্থে ভয়ঙ্কর, বহু, কালা ও পা-কাড় দীর্ঘক
 চারিটি কোডুলোদীপক গল্প আছে। গল্পগুলি ছেলে-
 দের মাসিক "সামগ্রী" পত্রিকার যখন প্রথম প্রকাশিত
 হয়, তখনই যে তাহা শিশুগণের মনোভরণে সমর্থ হইয়া-
 ছিল, এবিধের আশ্রয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।
 সেই গল্পগুলি এখন সচিত্র প্রকাশ্যে প্রকাশিত
 হইয়াছে। গল্পগুলিও যেমন কোডুলোদীপক চিত্র-
 গুলিও তরুণ নিপুণরূপে অঙ্কিত। আমরা প্রেমের
 বাবুর শিশুপাঠ্য অন্য কোন রচনা পূর্বে দেখি নাই। মনে
 হয় যে, ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম। আমাদের সমু-
 দান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার প্রথম
 উদ্যমেই তিনি সুন্দর সাক্ষ্য লাভ করিয়াছেন।

THE INFLUENCE OF INDIAN
 THOUGHT ON THE THOUGHT OF
 THE WEST :—দ্বানী অশোকানন্দলিখিত।

৩৮২, ওয়েলিংটন লেন ; অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে প্রকাশিত।
 গ্রীষ্মক মৌসমারোনার লিখিত বিবেচনামূলক জীবনের
 বিশেষ এক অংশ উপলব্ধ করিয়া এই টিমলী লিখিত
 হইয়াছে। এই ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী টিমলীর মধ্যে লেখক
 দ্বানী অশোকানন্দ তাঁহার জ্ঞানের গভীর পরিচয় দিয়া-
 ছেন ; এবং পাশ্চাত্য চিন্তার উপর প্রাচ্যভাবের গভীর
 প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। পুস্তক-
 খানি একটি নোটের আকারে লিখিত হইলেও ইহা খুবই
 Suggestive বা অনেক বিষয়ের ইঙ্গিতে পূর্ণ।

হীরের ফুল :—গ্রীষ্মক মৌসমার প্রকাশ্যে
 প্রণীত। দাম—৫৪ আনা। প্রাপ্তিস্থান—দ্বি মূল্যমান
 পাঠ্যলিখক কোং লিঃ। ১১৪ কল্যাণ বাজার রোড,—
 কলিকাতা।

এই পুস্তিকার সাতটি গল্প আছে। গল্পগুলির প্রায়
 সব করটিই ইসলামীর মহাপুরুষগণের জীবনচরিত্র অম-
 লবশে সচিত্র। এছকার প্রথম উদ্যম হইলেও ইহা কর্তব্য
 হয় নাই। মুসলমান সাহিত্যের একটি দিক এইভাবে
 বঙ্গসাহিত্যে আশ্রয়ানী করার ব্যয়কে অসমর্থ নবীন
 প্রকাশ্যে অভিনব করিতেছি। কিন্তু আমাদের
 একটি কর্তব্য এই—কিন্তুই হই, মুসলমানই হই,
 আমরা সকলেই যখন বাঙ্গালী, তখন বাঙ্গালী
 যে ভাষা বলে, সেই ভাষাই ব্যবহার করা উচিত।
 কোন সংস্কৃত পদার্থ যদি বাঙ্গালীতে পুস্তক লিখিত
 যিনি বাঙ্গালী অসমর্থিত বহুতরুণের বহু প্রবেশ

করেন, তাঁরও বেরূপ সুপাঠ্য হয় না, সেইরূপ ইসলামীর আশ্রয় খাদ্যাদি তাহার গ্রন্থে লিখিত মিশ্র আকী-উ-উলূমের বহুল প্রয়োগ করিলে সুপাঠ্য হইবে না। গ্রন্থের সংকেত মূলে এই যৌবন লিখিত হইলেও, অধিকরণ বলই সুপাঠ্য।

কল্যাণ-শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা—আমরা ‘কল্যাণ’ নামক বিদ্যুৎ মানিক পত্রের শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা পাঠ্যে লিখিত ক্রীড়ামূলক করিলাম। মানিক পত্রের সংখ্যা বলিতে বাহা সুভার শ্রীকৃষ্ণসংখ্যা তাহা নহে। ইহা তখন ডিহাই ৮ শেখী কল্যাণ ৫২৫ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। ইহা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি cyclopaedia বা সুদূর কোষ-অভিধান বলিলে কিছুমাত্র অত্যাধিক হইবে না। ইহাতে আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক প্রকৃতি নানা বিকল্প হইতে আগোচিত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ওষ ও তত্ত্বের সমাবেশ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণবিবরণ কাব্যবোধ বা করতল। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বিনি বাহা অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ইহাতে ভবিষ্যৎ কোল না কোন সত্যের সন্ধান নিশ্চয় পাইবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বর্তমান যুগের জনসাধারণ যে নিকট বেনী দেখিতে চান, সেই ঐতিহাসিক পবেষণার লিখ আশাহুতর আগোচিত হয় নাই। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক প্রাচলিক বিষয়ের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার চিত্তগুলি অতীব সুন্দর। কোন বাংলা গ্রন্থে এক অধিক-সংখ্যক ও এরূপ সুন্দর চিত্রের সমাবেশ আমরা দেখি নাই।

কল্যাণসম্পাদক মহাশয় হিতপূর্বে তাহার মানিক পত্রের গীতাভাষ্যী সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাও গীতাসম্বন্ধে একটি প্রকাশ্য গ্রন্থবিশেষ। এই দুই সংখ্যা সম্পাদকমহাশয়ের কর্মরূপতার অঙ্গ পরিচয় প্রদান করিবে। ইহার পর এই পত্রের কোন কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে, আমরা তাহার প্রতীকার উৎস হইয়া রহিলাম।

গৃহস্থের সাধন—ডাক্তার শ্রীচীচরণ পাল ললিত এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজামুল প্রমুখের কল্যাণ ১২৫৫ ব্রহ্মবৎ পালের দেশ জামানক-ব্রহ্মচর্যসংগ্রহ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০ বার আনা।

গ্রন্থকার একজন নিষ্ঠাবান গীতাভাষ্য। তিনি গীতার ভাববোধের রূপায় গীতার ভিতর দিয়া যে সকল সূত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই উজ্জ্বলপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতার মূল বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে গীতাভাষ্য সাধনা অবলম্বনে ধর্মসাধনে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যিক। মোটামুটি বলিতে পারি, গীতার মূল কথাটির সহিত আমরা একমত। গীতাভাষ্য

সাধননিপাত্তবিষয়ের নিকট এই গ্রন্থ পরম উপায়ের লালিবে। ইহার সর্বশেষে ‘কলিকাতা মিথিল কল্যাণী-সমিতি’ সভাপতি শ্রীমতী সত্যী দেবী চৌধুরাণী যে আভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা সংযুক্ত করিবার লক্ষ্যে লিখিলাম না। সত্যবত্তঃ বর্তমান প্রাথমিকতঃ এই বিব্রাট বহিরাহে।

বলাবেতিকী—শ্রীকৃষ্ণ ললিতপাঠ ওষ প্রণীত। প্রাচীন আত্মজ্ঞান সাহিত্যের, ১৫৫৫ কলেজ কোয়ার্টার। গ্রন্থের আত্মজ্ঞান পাঠ করিয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। ‘বলাবেতিকী’ নাম বেদিকা আমরা বড়ই ভীত হইয়াছিলাম যে, ইহার প্রকাশ সমালোচনা করিতে পারিব কি না। আমাদের মনে বড়ই ভয় ছিল যে, ইহা একখানি চারুভৈতিক গ্রন্থ এবং হস্ততা ইহা অল্প অল্প অসম্মোহের পরিবর্তে অত্যাধিক ভাবের অগ্রে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই আনন্দ হইল। প্রবীণ লেখকের প্রবীণতা গ্রন্থের ভিত্তি দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাচীনতর প্রাচীনতা এবং নবীনতর প্রাচীনতা বলাবেতিকী সম্বন্ধীয় প্রকৃত ভাবের দিকে তাহার অত্যাধিক পুলকিত দিয়াছে। আমরা আমাদের বর্ণনামূলক কর্মের বিব্রাট ভূমির পরিবর্তে গ্রন্থের সংকীর্ণতার মধ্যে আনন্দ করিতে চাই বলিয়া আমাদের সম্মুখে এক বিরোধ-বিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বতন কবিবিশিষ্ট মার আমরাও যদি বর্ণনামূলক কর্মের কর্তৃত্ব করি, তুলি এবং কথার কথা সাধারণ লোক বা বারেক পদার্থগুলির জন্য ক্রমাগত আপন-অনকে বিচ্ছিন্ন করিবার পরিবর্তে জনসাধারণকে আপন করিয়া লইবার কথ্যতা ও অধিকার লক্ষ্য করি, তবে বর্তমানে লালমূল্যবোধের কারণে ‘বলাবেতিকী’ নামেই আমরা বেরূপ দৃঢ় করিতে পারি, সেজন্য দৃঢ় করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিবে না। গ্রন্থকার ঠিকই বলিয়াছেন, ‘অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ভাবের বিশেষ ধর্ম, সেই ধর্মকে আমরা করিয়াই আমাদের সকল কর্মে প্রয়োগ হইতে হইবে, যতকাল যদি বিকৃত হয়, তবে সমস্ত শরীরই বিকল হইয়া যায়, কিন্তু যতকাল যদি ঠিক থাকে তবে এক-আধ জল বিকল হইলেও তাহার প্রতীকার সম্ভব হয়। আমাদের কাছে এই কারণে সকল ভাবের শিষ্ট-রূপ অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহকে প্রেতভূত হান দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে আমাদের দেশে তর্কশাস্ত্রাদিতে উপর হইতে নীচে নামা বা অবরোহপ্রণালী গৃহীত হয়, কিন্তু নীচে হইতে উপরে বাওয়া বা আরোহপ্রণালী অবলম্বিত হইতে দেখা যায় না। আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও এই অবরোহপ্রণালীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য সমাজে নব নব উদ্ভাবিত রীতিনীতিগুলি আরোহ-

প্রশাসনিক-সঙ্গীকার অধিতে উত্তীর্ণ হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, সেগুলির কোনটী অবলম্বনীয় আর কোনটীই বা পারিতোষ্য। আলোচ্য গ্রন্থে মোটামুটি বলিতে গেলে এই তত্ত্বই বিশদরূপে বোঝান হইয়াছে। আশা করি গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যমোহে বিশেষতঃ বলবৈতিক নামের মোহে মুগ্ধ নবভারতের তরুণসম্প্রদায় দগ্ন নবোন্মত্তা পক্ষোপেক্ষক দেশের বাহা কিছু ভাল আছে, তাহার প্রতি কিরিতা চাহিবার প্রতিগতি তীক্ষ্ণ করিবেন। এত গ্রন্থ আমরা প্রত্যেক তরুণ যুবকের হস্তে দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

সমস্যা ও সমাধান :—ত্রিভুজ মোহাম্মদ আজাম খাঁ প্রণীত। মূল্য ১০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—১১ নং আগার মাকুলার রোড—কলিকাতা।

এই গ্রন্থখানির নাম বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে চারিটি বিষয়ের সমস্যা উপস্থিত করা হইয়াছে; এবং মুসলমানদিগের দ্বারা অজ্ঞতার বিশেষতঃ কোরাণের উপর দাঁড়াইয়া এই চারিটি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। জনাব মহম্মদ আকরাম খাঁ মুসলমান-শাস্ত্রে বেশ পুণ্ডিত, তাহাতে তাহার নিকট উপযুক্ত সমাধানই পাওয়া গিয়াছে। প্রথম সমস্যা “এগলাবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার”। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, মুসলমান শাস্ত্রে নারীকে উচ্চ মর্যাদা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তিনি হু’এক বলে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত এসলাম শাস্ত্রের তুলনা করিয়া দেখান যে, কোরাণশাস্ত্র অনেক বিষয়ে মানবের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ভাবের উপর দণ্ডায়মান। আকরাম খাঁ সাহেবের আলোচ্য বিষয়ে আমাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সমর্থিত হইয়াছে যেখান হু’খী হইলাম। দ্বিতীয় সমস্যার মূল লগ্না বিষয়ে তিনি দেখাইয়াছেন, হু’ লগ্না, কোরাণবিরুদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রেও হু’ লগ্নার বিরুদ্ধে কঠোর শপথ দেওয়া আছে। কিন্তু বর্তমান সমাজ যেভাবে গঠিত, তাহাতে স্বভাবতঃ হু’ লগ্না বন্ধ হইতে পারে না। এহলে কি হিন্দুশাস্ত্র, কি এসলাম শাস্ত্র স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়াছেন বলিয়া কোনটীই ইহার গতি প্রতিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই, যদি জনাব সাহেব হু’ লগ্নার উপযুক্ত গতি বা proper direction এসলাম

শাস্ত্র হইতে দেখাওতে পারিতেন, তবে বোধ হয় তিনি মুসলমান সমাজকে নবতর মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। তৃতীয় সমস্যার সমীচিক্যের তিনি বাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, মঙ্গল সমীচ পরিভাষা এবং ভাল সমীচ শব্দবীজ। ইহাই ভোঁ ঠিক কথা। কারণ ইহা মানবজগতের স্বাভাবিক কৃত্রিম উপর দণ্ডায়মান। ভগবান কতক মানবজগতের নিহিত সাধুসুভিসমূহের বিরুদ্ধে যে শাস্ত্রে বাহাই কেন বলা হউক না, আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, তাহা কখনই হারী হইতে পারিবে না, বলাসময়ে পরিভাষ্য হইবেই। সমীচশিক্ষা এসলাম শাস্ত্রের বিরোধী হইলে মুসলমান বাদসাই প্রকৃতিক সত্য এবং মুসলমান উত্তরাদেশের মধ্যে উভা বেত্রকার প্রসার ও উন্নতিগত করিয়াছিল, তাহা কখনই সম্ভব হইত না। গ্রন্থোক্ত চতুর্থ সমস্যা চিত্র বিষয়ে। ইহার প্রথমংশ পড়িয়া আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম যে, ইসলাম-শাস্ত্রে চিত্রবিষয়ে সমস্যারও সমাধান করা হইয়াছে মানবের স্বাভাবিকতার উপর দাঁড়াইয়া। কিন্তু এই বিষয়ের শেষাংশে যে মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহার সহিত প্রথমাংশের সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাইলাম না। সাধারণতঃ বস্তুর জীবন্ত অঙ্কিত থাকিলে নির্দোষ হইবে, কিন্তু উহা দেওয়ালে টাকাইলে নদোষ হইবে—ইহার কারণ ও তত্ত্ব একটু বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত।

বাই হোক, আমরা এই গ্রন্থখানির প্রকাশে বড়ই সুখী হইয়াছি। তাহার একটি প্রধান কারণ, ইহা হিন্দু ও মুসলমান সমাজ হইতে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে বিশেষ সহায়তা করিবে। গ্রন্থের ভাষা বিস্তৃত এবং লিখনভঙ্গী সুন্দর। ইহাতে কোন সমস্যারের প্রতি তিলমাত্র বিবেচের ভাব পরিলক্ষিত হয় না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের নেতৃবৃন্দকে এই গ্রন্থ-পাঠে অহরোধ করি।

ইঙ্গিত :—ঈহেনচন্দ্র সুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। মূল্য ১২ টাকা। প্রাপ্তিস্থান :—বরদা এজেন্সী, কলকাতা মার্কেট—কলিকাতা।

গ্রন্থখানির নাম দেওয়া হইয়াছে “ইঙ্গিত”। আমরা কিন্তু ইহার নাম দিতে চাই “প্ররোচন”। ইহাতে আট-দশটি বিষয় সম্মিলিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী এক-একটি রহস্যময়। সমগ্র গ্রন্থে গণিতভাবে সূক্ষ্মলব্ধ প্রবন্ধমান। ইহার ভাষাও অতি সুন্দর। এই গ্রন্থ প্রত্যেক বালক-বালিকার পাঠোপযোগী; আশা করি, ইহা বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদিগকে পারিতোষিকরূপে বহুল বিতরণিত হইবে।

কিরূপে রোগী দেখিতে হয়—অশ্লিষ্ট ডাক্তার নাথিকত How to take the case গ্রন্থের অনুবাদ। মূল্য বার আনা। প্রাণ্ডিহান ভারত পাবলিশিং হাউস, ২৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট।

আমরা বঙ্গের মেডিক্যাল ভাণ্ডারে যেন হয়, অল্প-খরচী অল্প ও অল্পখরচী হইরাছে। ইহা দ্বারা ইংল্যান্ডে অনতিদূর হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসক এবং চিকিৎসাবী উভয়ই বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে হোমিওপ্যাথির ন্যায় অল্পত অল্পত কলনায়ক চিকিৎসাই অবলম্বন করা বাতীত আর কোন উপায় দেখি না। সেই জন্য হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বহুই সুবোধ্য ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হইবে, ততই আমরা আশঙ্কিত হইব।

রাসলীলা :—ঐয়ুক্ত কিশোরীলাল বিন্দ্যারত্ন কর্তৃক প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাণ্ডিহান শান্তিপুর, নদীয়া।

এই ৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তিকার সমালোচনা নিম্নরো-জন। গ্রন্থকার রাসলীলা ও গোষ্ঠাবিহার সম্বন্ধীয় পুরাতন ও নূতন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঐতীকীর্তনকুসুমঞ্জলি বা সাধনতত্ত্বসার :—কথক ঐয়ুক্ত কিশোরীলাল বিন্দ্যারত্ন প্রণীত। মূল্য—১ এক টাকা। প্রাণ্ডিহান—শান্তিপুর, নদীয়া।

গ্রন্থখানি সংকীর্ণনের তত্ত্ববিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র কোষ-গ্রন্থ বলিলেও অত্যাধিক হইবে না। সংকীর্ণন বিষয়ক গ্রন্থ সকল ভাষ্যই বিষয় ও প্রণালী ইহাতে বিবৃত হইরাছে; অতঃপর ইহা বৈক্য সাধকদিগের বিশেষ উপায়ের লাগিবে নিঃসন্দেহ। তবে তিনি যে সকল কীর্তনপদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলির রচয়িতাদিগের নাম উল্লিখিত না থাকায় প্রাচীন পাঠের সঠিত গ্রন্থের পাঠ মিলাইয়া দেখা সুসাধ্য হইল না। সে তার আমরা কীর্তনগায়ক ও বৈক্য-সাধকদিগের উপর ন্যস্ত করিলাম।

স্তানের প্রদীপ :—ঐরামচন্দ্র বসু বিদ্যাত্মক তত্ত্ববিধি প্রণীত। মূল্য ১০ চারি আনা। প্রাণ্ডিহান—আশুতোষ পোঃ প্রকাশন, —খুলনা।

ইহা ৪৬ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং গ্রন্থ-কারের “সংসার-বর্ষ ও গৃহচিকিৎসা” পুস্তকের পরিশিষ্ট-রূপে লিখিত। তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন যে, বর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে সংসারবর্ষ সূচকরূপে প্রতিপালন করা অসম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনি বর্ষের অনেক তত্ত্ব অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা গত সংখ্যায় “সংসারবর্ষ ও গৃহ-চিকিৎসা”র সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছি। ঐ গ্রন্থ দ্বারা পাঠ করিলে, তাহাদের নিকট এই পুস্তিকা-

খানি বিশেষ সমাদৃত হইবে। আমাদের পুস্তিকাখানি জগৎ-সামগ্রিক।

সোভিয়েট রাশিয়া :—ঐরামচন্দ্র বসু এক-এ কর্তৃক অনুবাদিত। মূল্য—৪৮ টাকা। প্রাণ্ডিহান—আশুতোষ পোঃ প্রকাশন, ১৫নং, কলকাতা-কলিকাতা।

এই পুস্তিকাখানি ঐয়ুক্ত অরুণাচল নৈবেদ্য প্রণীত “সোভিয়েট রাশিয়া” গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদটা আমরা আশ্চর্য্যজনক পটুতা দেখিলাম। অনুবাদে তাহা অতি পরিপাটি হইয়াছে। নৈবেদ্য-অরুণাচলের গ্রন্থটা প্রধানতঃ সোভিয়েট রাশিয়ার বহিরাঙ্গের বিষয়েই লিখিত। সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ ও সুস্থ থাকিলে বহিঃ প্রবেশ সম্বন্ধ থাকি-বার সম্ভাবনা, আমাদের মত বিদ্বান যে, সোভিয়েট রাশিয়ার আশ্রয়পত্র, শিক্ষাপত্র প্রভৃতি বহিঃ-সকল উন্নতির অতিমূর্খে পরিচালিত হইতে হইতে পরিণামে ইহারা সমগ্র দেশকে এক অসুস্থপূর্ণ আধ্যাতিক উন্নতির বিষয়ে উপনীত করিবে। আলোচ্য গ্রন্থে সোভিয়েট রাশিয়ার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক তথ্যসমূহ বেশ একটু নূতনভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা এই একটি চিন্তা করিয়া আনন্দিত হইতেছি যে, বর্তমান কালি সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ প্রকাশের কালে ভারতবাসীর মস্তকে ইতিপূর্বে কলঙ্কিতির যে পাবান চাপান ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে অপসারিত হইয়াছে।

স্বামী-শিষ্য প্রসঙ্গ :—১ম ও ২য় খণ্ড। স্বামী কবানন্দ গিরি-লিখিত। মূল্য বৎসর দুই আনা ও ১২ টাকা। লাণ্ডা-বাগ, হরিদ্বার হইতে প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ডের নিবেদনে একস্থানে রচয়িতা বাবা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমরাও একমতে বলি যে, সাধনপথের—প্রকৃত বোধপথের অগ্রগামী পথিক হইতে চাহিলে বৈষ্ণব-মঠের এবং অন্যান্য মত মতবাদ লইয়া কলহবিবাদ করা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু গ্রন্থকার তাহার পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী নিবেদনে নীতান্ত্র বতামিত লইয়া তর্কবিতর্কের দ্বারা বুদ্ধাব্যবহার চেষ্টা করার পাঠকদিগের অন্তরে বিরোধ আঁপসবার অবসর প্রদান করিয়াছেন। ঐযংতোলালন্দ গিরির যে স্বরসংখ্যক বাক্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই সাধনপথের পথিকদিগের বিশেষ উপকারে আনিবে। আমরা জানি, ঐযংতোলালন্দ্রের অনেক শিষ্য ভারতে অন্ততঃ বঙ্গদেশের চারিদিকে বহু বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া আছেন। তাহাদিগের নিকট হইতে তাহার উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়। উহাতে ওক-শিষ্যসংখ্যার নাটকীয় আকার না দিলে চলিতে পারে। এরূপ গ্রন্থে বিবৃতি দ্রব্যের একাগ্রাঙ্গীতে চক্কা আঁকিয়া এবং অপর এক সাধু আদেশে সেই একরূপ

বোড়া বাড়িয়া তিরোতাব-বিবরক উপাখ্যান স্থান না পাটলেই ভাল হইত। কারণ সেগুলি ত্রিমন্তোলানদের নিয়মণের নিকট বিখ্যাসযোগ্য বোধ হইলেও বর্তমান যুগে নিকিত ও অনিকিত জনসাধারণের নিকট বিখ্যাসযোগ্য হইবে বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারি না।

শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর অকৌতুহলশতনাম—

অনুবাদক শ্রীচীতরণ পূরণতীর্থ। মূল্য দুই আনা। প্রাপ্তিস্থান পোঃ পলাশবন, ঢেলা বর্তমান।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চীতরণ পূরণতীর্থ ভাগবত পুরাণের সত্যের একমত আট মাম তাহার মতা ও পদ্যাবলি-সহ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদগুলি আধুনিক কালের ঠিক উপযুক্ত না হইলেও উহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোকগুলি সুবিধার বেশ সুবিধা হইয়াছে। গঙ্গাপূজার মন্তগুলিও ইহার সেবাংশে সরিষিষ্ট হওয়ার কিছু নাহলেই উপকারে আসিবে। আমাদের মনে হয়, এই পুস্তিকার সেবাংশে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাতোত্রগুলিও সাহসে সংযোজিত করিয়া দিলে পুস্তিকাটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইত।

অধ্যাক্ষ-বিদ্যা—বানী মহাদেবানন্দ গিরি-লিখিত; মূল্য ১০ আট আনা। প্রাপ্তিস্থান লালতারা-বাগ, হরিদ্বার।

এইখানি ত্রিমন্তোলানন্দ গিরির অধ্যাক্ষবিবরক সহপদেশে পূর্ণ। কয়েকটা স্থান ব্যতীত উপদেশগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিল। ত্রিমন্তোলানন্দ গিরি সর্বজনমান্য তাঁহার গুরুদেবের উপদেশগুলি গ্রহণকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে চিনিবার সুবিধা দিয়াছেন এবং সাধনপিশাঙ্গুদিগের সাহোপকার করিয়াছেন। একটি উপদেশে আছে, 'ভক্তব্যক্তি অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিতে হইবে'। বোধ হয়, ইহা অক্ষরশঃ বীকার করিতে হইবে এমন বলা ত্রিমন্তোলানদের উদ্দেশ্য নহে; কারণ তাহা যদি হইত তবে সঙ্কল্পনির্কীর্জন লইয়া কোন উপদেশ অথবা এক ভুল ছাড়িয়া শিষ্যের অপর ভুল গ্রহণ করার দৃষ্টান্তও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত না; যে নীতি অবলম্বনে ত্রিমন্তোলানদের উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই নীতিতেও শ্রীকৃষ্ণের অনেক উক্তি-সম্বন্ধে অক্ষরের সংখ্য উল্লিখিত কথাই থাকিতে পারিত না। আমরা অজ্ঞতাক্ষর পক্ষপাতী নহি। 'যুক্তিহীন বিচারের ফলে ধর্মহানি হয়' সঙ্গসংহিতার এই উক্তি আমরা সর্বাঙ্গব্যবহারে সমর্থন করি।

ভাগবত-কুসুমাজলি—সারবাস্তব পণ্ডিত শ্রীমোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ন-প্রণীত। মূল্য ১০ পাঁচসিকা। প্রাপ্তিস্থান 'কমলকূট'; ১১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

এইখানি পাঠ করিয়া ভক্তিশাস্ত্রের গ্রহণকারের কৃতি-নিবেদিতচিত্তের ভক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যথার্থ ভক্তের প্রাণে ভাগবত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই এই গ্রন্থের শ্লোকগুলি অপরিসীম ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদ এক মন্ত ও সুখবোধ্য করিতে পারিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি নীর্থদ্বারা হইয়া এই-পুস্তক অনেক গ্রন্থ প্রকাশপূর্বক তত্ত্বপিশাঙ্গুদিগের উদ্বাসবর্জন করিবেন।

জাতিভেদ :—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত। মূল্য—১০ চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—কটন লাইব্রেরী, ঢাকা।

পুস্তিকাখানি পড়িয়া মনে হয়, বেন কোন সত্য বক্তৃতাকারে পঠিত বা তদুদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং বলা বাহুল্য, ইহা স্তম্ভপ্রসূ হইয়াছে। লেখকের মত সর্বশেষে প্রকাশ পাইবে, গুণকর্ম অনুসারে জাতিভেদ হওয়া কর্তব্য; এবং প্রাচীন ভারতে তাহাই প্রচলিত ছিল। আমরা তাঁহার সহিত এবিষয়ে একমত। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখকের জাতিভেদের ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে হইয়াছে। সেই সকল কথার জাতিভেদসম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্ত নানা ঐতিহাসিক তথ্য সরিষিষ্ট হইয়াছে। নবভারতের সমাজকে নবভার গঠন দিবার প্রয়াসী নেতৃসমূহকে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

মর্শ্মনিবর্ত :—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১১নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—'কমলকূট' হইতে প্রকাশিত।

পুস্তিকাখানির 'মর্শ্ম-নিবর্ত' এই নামকরণ উপযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভাবুকের মর্শ্ম-উৎস হইতে উৎপাদিত কয়েকটি ভাবকবিকার সংগৃহীত। ভাবকবিকাগুলি সমস্তই বলিতে গেলে ভগবানের চরণাভি-মুখী; সুতরাং বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যে পবিত্রতার স্রবঙ্গল বায়ুহিরোমল অবস্থান। ইহা পড়িলে পড়িতে চিত্তকমণে আগ্রহ শক্তি আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়।

পূর্ণ-জ্যোতি :—বানী পূর্ণানন্দ-কবিত্ব এবং চক-বাক্যের গায়ত্রী হইতে শ্রীমতিলাল লেন বি-এ কল্লিক প্রকাশিত।

এই সাধারণতঃ ধর্মপথের পথিক কি প্রকার সাধনের দ্বারা অগ্রসর হইবেন, তাহাই মূলভাবে উল্লিখিত

হইয়াছে। একজন একত সাধকের উপনিষ্টে বাকী ছিল। ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। এই সকল বাকী সংকলিত হ্রোতের আকারে নিজ বন্ধিরা উহার মাল্য অঙ্গবান দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশন সাধুজনের ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থোক্ত উপদেশের দ্বারা লাভবান হইবেন নিঃসন্দেহ।

চলচ্চিত্রিকা—ঐরাঙ্গেশ্বর বহু সংকলিত। মূল্য ২৫০ আনা। প্রাপ্তিস্থান এম, সি, সরকার এন্ড সন্স, ১৫নং কলেজ ভোয়ার, কলিকাতা।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বহু মহাশয় ৮৮শ্রোণেশ্বর বহু মহাশয়ের অন্যতর পুত্র। চলচ্চিত্রিকা বাবু একদিকে বর্তমান রাজসরকারে কর্পোরেশন্যে বীর কর্পটুতার সুপরিচয় দিয়াছেন, সেইরূপ তিনি তাঁহার "অধিকার-ওষ" "বেদান্তপ্রবেশ" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্যপ্রিয়তা, রচনা-শক্তি ও ভারতীয় মর্মানশাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতার সুপরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রাজশেখর বাবুও "বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস"র সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে যুক্তিতে গেলে একজন্মের পরিচালকরূপে আবহিত থাকিয়া একদিকে কর্পোরেশনের আন্তর্য্য পরিচয় দিতেছেন, অপর দিকে এই 'চলচ্চিত্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহার বহুভাষা ও সাহিত্যে গভীর অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সুবিদ্বত কর্পোরেশনের মধ্যে নিরূপ থাকিয়াও এই গ্রন্থপ্রকাশে তাঁহার যথেষ্ট শক্তিমত্তাও প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা যখন বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন "Slang Dictionary" নামক ইংরাজী চলিত ভাষার একখানি অভিধান দেখিয়া-ছিলাম। সেই অবধি মাল্য ভাষার ঐরূপ একখানি অভিধান প্রণয়ন করার ইচ্ছা মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। আলোচ্য গ্রন্থখানি আমার সেই ইচ্ছা একপ্রকার পূর্ণ করিয়াছে বলিতে পারি। আমরা পরীক্ষা করেকটা শব্দ ইহাতে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলাম; সেই শব্দ শব্দ অন্য বড় বড় অভিধানে পাইলাম না, কিন্তু সেইগুলির প্রত্যেকটা এই গ্রন্থে পাইলাম। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ব্যাকরণবিদ্য, বানান-বিদ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রমাগম্যীয় বিবিধ ভ্রমসকল যে প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অনেক শব্দের অর্থ দুটোভাঙ্গির দ্বারা যে প্রকার সহজে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে কেবল সাহিত্যসেবী নহে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকটেও ইহার উপকারিতা সত্যক্ পূর্ণিষ্ঠ হইবে। রচনা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি মাহাত্ম্যের কিছুবা অঙ্গুণ আছে, তাহাদের প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থের একএকখানি নিঃসঙ্কোচে ক্রম করিবার জন্য অঙ্গুরোধ করিতে পারি। ইহার একখানি

পক্ষে থাকিলে অনেক বড় বড় অভিধান কিনিবার প্রয়োজন থাকিবে না।

মহেশ্বরপাশাপরিচয়—ডাঃ শ্রীবেঙ্গলনাথ বহু কাকিমনোহ সাহিত্যভূষণ সংকলিত। মূল্য ৩ টাকা। প্রাপ্তিস্থান মহেশ্বরপাশ, খুলনা; এবং ৫২সি, বেনীন্দ্রন ষ্ট্রিট, কলকাতা।

আমরা গ্রন্থকার বঙ্গভাষাবুদ্ধি এবং এই ইতিহাস-লিপনে তাঁহার পরামর্শ ও উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে অন্তরের সহিত অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থখানি আমরা আয়োপাত পড়িয়া দেখিলাম এবং উহার ভূতীর অধ্যায় আমরা বিশেষ অতিশ্রমের সহকারে পাঠ করিলাম। গ্রন্থখানি সুলিপিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ও ভূমিকালেবক মহাশয়বহুর সহিত আমরাও বেশবাসী-গণকে অঙ্গুরোধ করি যে, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক বোম্বাইয়ের কথা আমরা সকলকে অন্তরে ধারণ করিবার জন্য অঙ্গুরোধ করি যে, নিজ নিজ আটোন ইতিহাস ও কীর্তিকলাপের প্রতি দৃষ্টি না কিরাইলে কোন জাতি বা দেশের উন্নতির আশা সুস্থপণ্যবত। ভারতীয় উন্নতি এই সত্যবানীর অলম্ভ লক্ষ্য দিতেছে। বর্তমানে ভারতে যে প্রকার উন্নতির প্রচেষ্টা চলিতেছে তৎসাধনে সহায়তা করিতে চাহিলে অলম্ভতার কালক্ষেপণ করিবার উপযুক্ত বাটক, উপন্যাস, নবন্যাস প্রভৃতি প্রমাণ প্রকাশ করা সময়ে সুলিপিত রাখিয়া প্রতি পরীর প্রতি নগরের ইতিহাসসংগ্রহে বহুবান হওয়া কর্তব্য। "অমোঘপ্রমাণ" পরিচ্ছেদে থিরেটার প্রভৃতিরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দেশের চিরন্তন বেলা "কপালি" প্রভৃতির কোনই উল্লেখ নাই। এগুলির উল্লেখ করিলে ভাল হইত। খুলনা একটি প্রসিদ্ধ বেলা, বিশেষতঃ মৌলভপুর-কলেজ দ্বাপন এই বেলায় খ্যাতি সমধিক বর্দ্ধিত করিয়াছে। আমরা দেশের ঐতিহাসিক তথ্যের অঙ্গুণ্যে প্রত্যেককে এবং সুগ-কলেজ প্রভৃতির প্রত্যেক লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষদিগকে এই গ্রন্থসংগ্রহে অঙ্গুরোধ করি। দেশের বর্তমান দৃশ্যের বিবেচনা করিয়া আমরা গ্রন্থকার ও প্রকাশকদিগকে বলিতে চাই যে, তাঁহাদের ইতিহাসিক ক্রিয় না দেখিলে দেশ এতদধি অন্যান্য গ্রন্থপ্রকাশে বিরক্ত না হন। এইরূপ গ্রন্থের শ্রেণে বিলাতী পুস্তকগুলির অঙ্গুরোধ ইনডেন্স বা বিবরণী দিলে ভাল হয়।

সংবাদ।

কবি রবীন্দ্রনাথের উপাধিসভা।— কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপকপদ সম্বন্ধে হইয়া পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে সম্মতি "কবি-সার্বভৌম" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, অপরাহ্নে কলেজের দ্বিতলতলকে একটা সভার আয়োজন হইয়াছিল। তথায় সন্মতের বহু গণ্যমান্য মনীষীগণের সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় কবি রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাবিদ্যালয়ের সংস্কৃতকে অবলম্ব্য পাঠ্য করিবার বসন্তে রত্নের যুক্তিপূর্ণ একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসতত্ত্ব রূপায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকপদে বৃত্ত হইয়া এই পুরাতন প্রতিষ্ঠানটিকে নব-প্রেরণা ও প্রাণবলে সজীবিত করিয়া সুশোভিত করণে উদ্যমশীল করিয়া তুলিতেছেন যেহি। আমরা হৃদী হইতেছি।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিবার্ষিকী।— গত ৪শে সেপ্টেম্বর (১০ই জ্যৈষ্ঠ) রবিবার, অপরাহ্নে মহাশয় রাজা রামমোহন রায়ের ঐনশতীতম সাংসদিক বৃত্তাবসিক উৎসবকে রামমোহন সাইন্সেরী ও এলবার্ট হলে দুইটা মহতী সভায় আধিকেশন হইয়াছিল। পৌকাত হলে সভাপতি হইয়াছিলেন আচার্য্য শ্রীশ্রীকুমার দাস এবং বক্তা ছিলেন হেরবচন্দ্র, কামাখ্যানাথ, কিতীন্দ্রনাথ-প্রমুখ মনীষীগণ। কিতীন্দ্রনাথের "অনুভবনিবন্ধন" "সুগমিতার রামমোহন" বিবরক প্রত্যয়টি পঠিত শ্রীশ্রীকুমার সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।

রাজার বৃত্তাবসিকের শতবার্ষিক উৎসবের অন্তর্ভুক্তি এই মাত্র বাকী রহিল। এই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজনে কেবল ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ গর, কিন্তু হিন্দুসমাজ-নির্কীর্ণেবে সমস্ত ভারতবাসীরাই অগ্রসর হইয়া উচিত। বহুযতি গোবিন্দের ভাষায় "রাজা রামমোহন রায়ই নব্য ভারতের জন্মদাতা।" হৃদয়বিআশা করি এবং

উপা স্মরণত যে, নব্যভারত জাতবর্ধনিকীর্ণেবে এই মহাপুরুষের স্মৃতিচর্পণে অগ্রসর হইবে। সংবৎসকে যথোচিত আয়োজনা পূর্বক এবিধের বাহাতে নব্ব্ব একটা কার্য্যকরী স্মৃতি পট্টিত হই, তদ্বিধে সকলের বক্তৃতা হওরা দায়নীর। নব্যভারতের শুভক ও উপকেষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিক উৎসব বাহাতে পূর্ণাঙ্গ হই, এখন হইতে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা মেধিয়া সুখী হইগাম যে রামমোহন সাইন্সেরীর অধুষ্ঠিত সভায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও ভাষায় বক্তৃতা কর এই ভাবেই কথা উপস্থিত করিয়াছিলেন।

শোকসংবাদ।

ইন্দুপ্রকাশ গোপাধ্যায়।— আমরা গভীর দুঃখের সহিত অবগত হইগাম যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যাতা, শ্রীশ্রীকুমার চাকুর মহাশয়ের দৌহিত্র ইন্দুপ্রকাশ গোপাধ্যায় মহাশয় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃত্তাবসিকতার রাতি ১২টার সময় ১৭১৫ং গোয়ার সাঙ্কীয়ার গোড়স্থ স্বকীয় বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাংলাকালে মাতুলালয়ে অবস্থানকালে ইহার উপনয়ন ও মীকা আদিভ্রাতৃসমাজের একেবারেবাগ-সমস্ত বিত্ত পদ্ধতি অতুলারে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আমরা ইহার শোকাক্ত পরিজনবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। তদবৎ কুণার ইহার লোকান্তরিত আত্মা সাধনোচিত ধাম লাভ করুক।

দানপ্রাপ্তি।

তাঃ শ্রীশ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় তদীয় মহাকুমারী গীতাজলীর অগ্রপ্রাণন ও নামকরণ উপলক্ষে আদি-ভ্রাতৃসমাজে ৫৯ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতারহকারে উহার আন্তরিক্য করিতেছি।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩-শে কাশিক সৌরবার্ষিক বৈশাখ-আষাঢ়মাসের ঐনশতীতম সাংসদিক উৎসবে প্রাতে ৭টার পরে উপাসনা, অপরাহ্নে ৩টার পরে ব্রাহ্মসমাজ পাঠ্যক এবং সন্ধ্যা ৬টার পরে ব্রাহ্মসমাজ হইবে। সাধারণত উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

একি "দাস জ্যৈষ্ঠ" ১৯৩৫
কিতীন্দ্রনাথের "অনুভবনিবন্ধন" প্রকাশ
সম্পাদক।
ব্রাহ্মসমাজ।
১৯৩৫



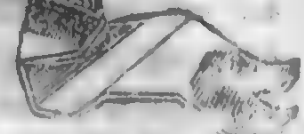
সংখ্যা
১০৬০

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬ তারিখ বঙ্গবন্ধু

সংখ্যা ১০৬০-১০৬১

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ



১৮৫০ পৃষ্ঠা
অগ্রহায়ণ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং বাদীরাও ক্রিষ্ণানাথ ঠাকুর সম্পাদিত। তত্ত্ববোধিনী আনন্দবন্ধু পিণ্ডার প্রবর্তিত।

সংখ্যা ১০৬০-১০৬১। ১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬ তারিখ বঙ্গবন্ধু।

পত্রিকাটির মূল্য ১০৬০। ১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬ তারিখ বঙ্গবন্ধু।

১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬

চলিতেছে।

সম্পাদক

ক্রিষ্ণানাথ ঠাকুর।

প্রথম সংস্করণ ১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬। ১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬ তারিখ বঙ্গবন্ধু। ১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬ তারিখ বঙ্গবন্ধু।

মাতৃমঙ্গল।

১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬

১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬

মা! তোমার কোলে আমি বড় আনন্দেরেই
তাইয়াছিলাম, মুখে নিদ্রা দিতেছিলাম। আমাকে
তুমি জাগাইয়া তুলিলে কেন? আমার জন্ম
মুখের নিদ্রা তুমি ভাঙাইলে কেন? অত তোরে
আমার জীবন কুটিরা উঠিতে না উঠিতে আমার মৃত
ভাঙাইয়া, আমাকে তোমার কোল হইতে নামা-
ইয়া কোথায় যে লুকাইয়া পড়িলে, তাহার কোনই
ঠিকানা নাই। আমার অস্তরের কুংপিপাসা কে
বিদূরিত করিলে? কুংপিপাসার ভাঙনার আমি
এদিকে ওদিকে চারিদিকেই তোমাকে খুঁজিয়া
বেড়াইয়াছি, কোথাও তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম
না। তুমি বধন নিকটে আস, তখন তোমার
মুখের জ্যোতিতে আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়।
আবার তুমি বধন দূরে চলিয়া যাও, তখন মসৌর্গ
বন অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া কেলে। তোমার
স্নেহপ্রস্রবে পরিপুষ্ট হইয়া বধন সংসারের কণ্ঠ-
কেব্রে বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন কতবার যে
নিরর্থক ও নিষ্ফল কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দিব-
সের শেষে ব্যর্থকাম হইয়া অশ্রু কেনিতে কেনিতে

তোমার চরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি,
তাহা বলা যায় না। তুমিও ততবারই স্নেহহস্তে
অশ্রু মুছাইয়া আমাকে সজীব করিয়া সংসারে
কিরাইয়া পাঠাইয়াছ। জন্ম অবধি মা! তোমাকেই
আমি জানি—তুমি নিকটেই থাক আর দূরেই
থাক, আমি ঠিক জানি, তোমার অনিমেষ দৃষ্টি
সর্বদাই আমার দিকে নিপতিত আছে; তাই
কিছুতেই আমি ভয় পাই না—অন্ধকারই আমাকে
ঘিরিয়া থাক বা উজ্জ্বল আলোকে আমার পথ
আলোকিত হউক, জীবনের জ্যোতিতেই আমার
প্রাণ উজ্জ্বলিত হউক বা মরণের বাতনায় প্রাণ
ব্যথিতই হউক।

১৯৪৬ খ্রিঃ ১০৬

মা! আমার জন্মের তো শেষ নাই।
এত অশ্রুই বা কোথা হইতে পাইয়াছিলাম, তাহা
জানি না। দিন নাই, রাত নাই, চোখের জল
করিতেছে তো করিতেছেই। চোখের জলে সর্বদা
ভাসিয়া গেল, সমস্ত বর-দুয়ার ভাসিয়া গেল,
তবুও ধামিবার নাম নাই। কখনো বা মনে হয়,
নির্ঝরীণীর মত কীদিতে কীদিতে তোমার কাছে
গিয়া তোমার চরণে আমার সমস্ত অশ্রুধারা
নিবেদন করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই, আর তোমার

নিকটে আমার সমস্ত দুঃখকষ্টের সকল কালা-
বরণার শান্তি তিকা করিয়া আনি। কখনো বা
মনে বড়ই কোমল অভিমান আসে যে, তুমি
আমাকে এই দুঃখের অবসার কেলিলে কেন ?
তখন আমি তোমার সন্তান বলিয়া নিজেকে
বুঝিতে পারি; তাই তখন মনে হয়, সাগর-
তরঙ্গের মত রোষে অভিমানে গর্জন করিতে
করিতে তোমার কাছে গিয়া মুখ ফুলাইয়া কাদিতে
থাকিব, মা সন্তানের দুঃখকষ্ট দূর করেন
কি না, কালাবরণা নির্মাণ করেন কি না। মা—
মা! আমার মনের এই উচ্ছত ভাব দূর করিয়া
দাও। এই রকম ভাবের ভাবে আমি দাঁড়াইতে
পারি না—কি এক অজানা ভয়ের সঙ্গে তোমার
প্রতি গভীর ভালবাসার বন্ধবিবাদে প্রাণটা
আনতান করিয়া উঠে। সংসারে কলহবিবাদ
অনেক করিয়াছি। আর না। এখন প্রাণের
একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, তোমার কোলে আশ্রয়
লইয়া তোমারই স্নেহের কোমল হস্তে আমার
অশ্রু মুছাইয়া লই। তাহা হইলেই আমার প্রাণে
অবিরাম শান্তি বিরাজমান থাকিবে। তখন
তোমার চরণধূলিই আমার খেলার নিত্যসঙ্গী
হইবে—গামি বাঁচিয়া বাইব। তখন তোমার
নয়নের এক এক ইঙ্গিতে আমার প্রাণে আনন্দের
শত শত তরঙ্গ উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। তখন তুমি
আমাকে তোমার আকাশের কেশদামে আচ্ছাদিত
করিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইবে, আর চুখনের
অগাধ সাগরে আমাকে ডুবাইয়া দিবে।

২৮। নীরব ভাষা।

মা! সংসারে তো দেখি, বাহারা বড়ই
চীৎকার ধ্বনিতে তাহাদের আশাতরঙ্গার কথা
তোমাকে জানায়, তাহাদের আশাতরঙ্গা পূর্ণ
করিবার জন্য তুমি আগে ছুটিয়া বাও। কিন্তু
আমি নীরব অশ্রুপূর্ণ ভাষায় আমার প্রাণের
দুঃখবেদনা দিবারাত্রি জানাইতেছি, তাহা নিবারণ
করিবার জন্য তো তুমি অগ্রসর হও না? আমি
যে নীরব ভাষায় তোমার চরণে আমার আশা-
তরঙ্গা দিবা নিশি জানাইতেছি, তাহা পূর্ণ করিবার
জন্য তো তোমার কোনই আগ্রহ দেখি না?
তুমিও তো নীরব ভাষাতেই আমার সঙ্গে কথা

কও। আমি তোমার সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকিয়া
সংসারের সব ভাষা ভুলিয়া গিয়াছি; তোমারই
নীরব ভাষায় তোমার সঙ্গে কথা কহি। এই
ভাষাতেই তো আমি আকাশের সঙ্গে বাতাসের
সঙ্গে কথা কহিয়া সাড়া পাই; তুমিই না তবে সাড়া
দিবে না কেন? আমাকে কেন পথের এক ধারে
ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলে? সে আজ অনেক
দিনের কথা। এই দীর্ঘকালে আমি পথের পর
পথ—কত যে পথ তোমারই সন্ধানে খুরিয়াছি
তাহা বলিতে পারি না। আমি ভবঘুরে হইয়া
পড়িয়াছিলাম; তখন জনপ্রাণী আমার সঙ্গী
ছিল না। এখন ভবঘোরা হইতে এই কুটীরে
আসিয়া দেখি, তুমিই আমার নিত্যসঙ্গী ছিলে,
আর এই কুটীর-দুয়ারেও আমাকে চরণে আশ্রয়
দিতেছ। বড়ই আশ্চর্য্য দেখি যে, মেঘাকার
বত পথ, সকল পথই আমার এই কুঁড়ে ঘরে
আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এত দূরদূরান্তর খুরিয়া
আসিয়া দেখি যে, আমার সমস্ত কাজকর্ম, আমার
সমস্ত আশাতরঙ্গা যেন শেবে তোমার চরণের
নিকটে এই কুটীরেই সরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে।
আমার অশ্রু এখন যেন বিগলিত আনন্দের
আকারে অস্তরে দেখা দিতেছে। তোমাকে নিকটে
পাইয়া আমার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠি-
তেছে; চারিদিকে যেন কুণ্ডল পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়া
আমাকে বাতায়ারা করিয়া জুলিতেছে। তুমি
সর্বদাই নিকটে থাক, আর আমার চরণতলে
বসিতে দিও—ইহাই আমার একমাত্র আশা, ইহাই
আমার অন্তিম পথের ভরসা ও সঞ্চল।

২৯। মেঘের রাখে আসে।

মা! চারিদিকে যেন কুণ্ডল পুষ্প যেন দেখা
দিতেছে। আমার মন আনন্দে মৃত্যু করিতেছে।
জানি, তুমি ঐ মেঘের বাহনে চড়িয়া কোন
অভাবিত আমার এই ভাবাজোরা কুটীরে আসিয়া
উপস্থিত হইবে। কুণ্ডলগন্ধর খুরিয়া তোমার
দেখা পাইব আশা করিয়া কত দূরদূরান্তরে পুণ্ড্রি-
লাম, কত বড় বড় প্রাসাদে প্রবেশ করিয়ায়;
কিন্তু কোথাও তো তোমার দেখা পাইলাম না।
বেথানে সৈয়দ, মনে হইল, ঠিক তাহার দূর্ব-
মুহর্ত্তেই তুমি সৈয়দ হইতে সরিয়া গিয়াছ, পাছে

আমি তোমার দেখা পাই। শেষে যখন আমি নিজেকে সকল হইতে সরাইয়া আনিয়া এই ক্ষুদ্র কুটারে আনিয়া বসিলাম, তখনই তুমি আমার ধরা দিতে আসিলে। এখানেও দেখি, চারিদিকে মেঘ বত বনাইয়া আসে, তুমিও তত আমাকে তোমার বুকে জাপটাইয়া ধরিয়া আমাকে অভয় দিতে থাক। তখন মনে হয়, মেঘও চিরকাল আমার চারিদিকে বনাইয়া আসুক, আর তোমারই কোলে আমি শুইয়া তোমাকে জাপটাইয়া ধরি—আমার ভয়ভাবনা সমস্তই বিদূরিত হউক। মেঘ বড়ই গর্জন করিতেছে—করুক—আমি তোমার কোলে নির্ভয়ে শুইয়া আছি। আমার জীবনের কাজকর্মও আর কিছুই বাকী নাই। বত কিছু কাজকর্ম হাতে লইয়াছিলাম, সমস্তই তো তোমাকে পাইবার প্রত্যাশায়। তাইহি বর্ধন পাইয়াছি, তখন তো আমার কাজ কিছুই বাকী নাই—কাজকর্মের পরপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। একটি সরু সুতামাত্র আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—তোমার যেদিন ইচ্ছা হইবে সেই সূত্রটুকুও কাটিয়া দিও—তখন একেবারে তোমাতে আর আমাতে। আমাদের উভয়ের মিলনপথে, উভয়ের মধ্যে গভীর শান্তির পথে কেহই আসিয়া লাড়াইবে না। জননী! তুমিই আমার কাছে থেকে আর আমাকে কাছে রেখে—এখন আমার জীবনতরী তোমার মেঘা ইচ্ছা সেবা জালিয়া থাক।

১৯৫৩, ১০-১১, জননী ও সন্তান।

মা! আমি তোমার সন্তান। তুমিই আমার জননী। এই সম্বন্ধটুকু জানাই হইল আমার অনন্ত জীবনের পথের সঞ্চল। তুমিই মা আমার নয়ন-তারার। পাছে আমার নিমেষ পড়ে, আর তাহারই মধ্যে তুমি অদৃশ্য হইয়া বাও, সেই ভয়ে আমি দিকানিশি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তোমারই নয়নের দিকে চাহিয়া আছি। আমার দিনেও রুস রাই, রাতেও ঘুম নাই। আমার মনপ্রাণ তোমার ঐ চরণের উপরেই পড়িয়া আছে। তোমার চরণ-ধ্বনি আমার বক্ষে মিটাই বাজে, আমি তাহারই তালে তালে নৃত্য করিতে থাকি। আমাকে তুমি এই পৃথিবীতে যে কাজের ভার দিয়া পাঠাইয়া-

ছিলে, প্রণামকার জীবন তো-শেষ হইয়া আসিলে, দীর্ঘ অবকাশ লইবার তো সময় আসিয়া পড়িল, কিন্তু তোমার কাজ যে হুতাক্রমে করিতে পারিয়াছি, তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না। অনুভূতাপে প্রাণমন জর্জরিত হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে মনে হয়, একখণ্ড পাষণ লইয়া বন্ধনল জালিয়া কেনি, তোমার চরণে মাথা কুটিয়া বিচূর্ণিত করি। তোমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাজ করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি, সে সমস্ত বখন ভাবি, তখন আপাদমস্তক অনুভূতাপের আগুনে দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে। তোমার বিরুদ্ধে গিয়া অবধিই আমার জীবনের সুখশান্তি সমস্তই হারাইয়া বসিয়াছি। এবার যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, সেখা সেখানে যেন আমাকে স্বাধীনতা দিবার অছিলায় তোমার বিরুদ্ধে বাইবার অবসর দিয়ে না। আমার তোমার কোলেই নিত্য আশ্রয় দিয়া রাখো, এইটুকু তিকা চাই।

প্রার্থনা।

(শ্রীকীর্ত্তননাথ ঠাকুর)

আমাদের উপাসনার একটি ভিত্তি হইতেছে প্রার্থনা। উপাসনার মূল-মন্ত্র হইল, তপস্বানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কাৰ্য সাধন করা। এই প্রীতিমণ্ডলের অন্যতর অঙ্গ-হইল প্রার্থনা। প্রার্থনা দ্বারা আমরা তপস্বানের সন্ততি বোধবৃত্ত হই, তাঁহাকে পিতামাতা ও সম্বন্ধস্বৎ বলিয়া ভবু জানা নহে, কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারি। ততকালি অকরমূলক বহু বা যোকানির বারবার আত্মত্যাগের নাম একত প্রার্থনা-মন্ত্র।

সাধারণতঃ আমরা দুঃখবিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অথবা আমাদের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য, আমরা কল্পবাক্যে উদ্ভাসিত বড়ই কল্পতরুতে ভাকি-বটে এবং তাহা হে, আমাদের কাজের কলহেরই বলে তপস্বান আমাদের প্রার্থনা সকল করিতেছেন। একত প্রার্থনাও যে, একবাক্যে দিব্যন তাহা আমরা মনি বা। ইহাও কল্পে ব্রহ্মজ্ঞানে তপস্বানের সন্ততি উপাসক বোধবৃত্ত হন। এইভাবে তিনি প্রার্থনা, তিনি আমাদের সন্ততি পায় না, বৃত্তিতে

পারেন না যে, তত্ত্ববোধিনী মঙ্গলময়—আমাদের সাহায্যে মঙ্গল, তাহাই তিনি বিধান করিবেন।

তাহাকে মঙ্গলময় জানিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্ধার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে যোগযুক্ত করিয়া তাহাকে আশ্রয় করিবার জন্য যে কাতর প্রার্থনা, তাহাই উপাসনার একটা মুখ্য অঙ্গ। প্রার্থনা যদি মঙ্গল করিতে চাও, তবে উপাসনের উপর মৃদু আস্থা রাখ, তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হও। কেবল তাহার উপর নির্ভরশীল হইলেই চলিবে না, প্রার্থনাকে মঙ্গল করিতে চাহিলে আত্মনিয়ন্ত্রণকে সত্যপথের পথিক হইতে হইবে, কারণতত্ত্ববোধিনী যে সত্যস্বরূপ। সত্য কথা বলিতে কি, সত্যপথের পথিক হওয়া আর তত্ত্ববোধিনীর উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া, আবার কয়েকটি, এই উভয় পরস্পরের সহিত বড়ই বিনির্ভর্য্যে সম্বন্ধ, একটিকে হ্রাসিয়া আর একটা থাকিতে পারে না। সত্যপথের পথিক হইলে আমি কখনই মঙ্গলকর্মের দিকে দৌড়িতে পারিব না—আমাকে সত্যকর্মের, আমার নিজের ও জগতের মঙ্গলজনক কর্মই নিযুক্ত থাকিতে হইবে। তখন আমি যে কর্ম হাতে লইব, সেই কর্মই যে মঙ্গলকর্ম হইবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় থাকিবে না। এই সংশয়ের অভাবই তো মঙ্গলময় কৃতকার্যতার বারো আনা পয়সা উত্তীর্ণ হইতে পারে।

এই প্রকার নিজের সত্যের উপর এবং নিজের সত্য ও কল্যাণজনক ভাবের উপর অবিরলিত আস্থার এক আশ্রয় চাপনীয় আশ্রয় আছে; এই আশ্রয় অতঃপর এমন এক ভোমস্বরূপ আশ্রয় বৈ, বাহ্যিক বলে আত্মনিয়ন্ত্রণকে উত্তীর্ণ পথে, বিজয়ের পথে, তত্ত্ববোধিনীর সহিত যোগের পথে চলিয়া লইয়া যায়—সেই পথে কল্যাণকর অঙ্গলময় হইয়া উঠে। পথিক কত করা মঙ্গলসাধ্য হয় না।

যে মানুষ প্রার্থনা করিতে আসে, তাহাকে অঙ্গল—নিষ্কর্য্য বলিয়া জানিত না। আজকাল বিজ্ঞান সম্রাট করিতেছে যে, যে রসিক আশ্রয় চরিত্রের বাহিরে অঙ্গল আশ্রয় কর্তব্য থাকে, সেই রসিকই কার্যকারিতা অধিক প্রাপ্য। সেইরূপ যে মানুষ প্রকৃত প্রার্থনামূলক, তাহার সেই প্রার্থনার ভিত্তি যে নীরব কর্ম কার্য করে, তাহার নিকটে আমাদের হইগেলোবিশিষ্ট শত সহস্র কর্ম পলায়ন মানিতে বাধ্য হয়। এইজন্য প্রকৃত প্রার্থনামূলক মানবের এক এক ইচ্ছিতে শত সহস্র লোক নরকেই পরিচালিত হয়। এইজন্যই চলিত কথায় বলে—প্রার্থনামূলক মানবের আবেশে পরজাত বিচলিত হয়। প্রার্থনা ব্যাধি—সহস্র বিধক হইয়া উঠে, কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সহস্র “তত্ত্ববোধিনী” এই পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করে।

সেই পবিত্র সংস্পর্শের ফলে আমাদের পাপভাগ্য মণিবৎ হইয়া কিছু, সকলই অপেক্ষের মুখ্য দণ্ড হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে যে আত্মিক সত্যতার উপরূপ অঙ্গলময় বড়ই প্রবল, ইহা পথে চলিতে চলিতে যে কোন পথিক বুঝিতে পারে। আর প্রকৃত ভূগতে জড়প্রাণ শতবিধ ভাবের মধ্য দিয়াও অধ্যাত্মপ্রবণতা যে অন্তর্নিহিত আকারে প্রবলভাবে বহমান, তাহা বলিতে গেলে এক প্রকার অবিসংবাদীরূপে সর্বসম্মত। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ প্রার্থনা প্রকৃতি অধ্যাত্মবিষয়কল এই কারণে আধাআধি গৃহীত হয়, প্রাচ্যবাসীরা সেগুলি পূর্ণাঙ্গুরি ভাবে গ্রহণ করে। পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রচলিত “প্রার্থনা কর কিন্তু বাক্য শুষ্ক রেখো”—“Pray but keep the powder dry” এই বাক্যটি আমাদের উক্তি বহুল পরিমাণে সমর্থন করে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে প্রার্থনার উপর পাশ্চাত্য জনসাধারণের আধাআধি কেন, আসলে কিছু লাভ আশ্রয় নাই। আর আমাদের দেশে বিদ্যমান যে বহুবিধা জনসংস্কৃতির মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, “বিক্রম বলাৎ বলাৎ ব্রহ্মহত্যো বলাৎ বলাৎ” পতন কিছুই নহে, ব্রহ্মহত্যে পূর্ণ যে বলা তাহাই প্রকৃত বলা—এই বহুবিধা আশ্রয় সহস্র সহস্র বলা বলা ভাষায় ভাষায় অতঃপর অতঃপর গ্রহণ করিয়া কৃত্য হইয়াছে। একেবারে তত্ত্ববোধিনী একমাত্র হৃদয়ের বলা বলিয়া গৃহীত বলা। প্রাচ্যবাসীর সর্বকথা এই যে, প্রার্থনা কর, বাক্যের ভাষা বাহাই হোক।

পাশ্চাত্যবাসীদের সঙ্গে প্রাচ্যবাসীর এই কারণে সমস্ত ভাবের সহিত মিলিতে পারিতেছে না। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যবাসী ও প্রাচ্যবাসী উভয়ের পরস্পরের সহিত সংযোগের যে প্রকার আদানপ্রদান চলিতেছে, তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন সুদূরপরাহত বলিলেও অত্যুক্ত হইবে না। মিলনের বড়ই চেষ্টা হোক, উভয়ের মধ্যে এই মিলনের কথিত কালোপাত ও সুদূরপরাহত তথাকথিত মিলনের ভাব সর্বদা আশ্রয় থাকিলে মুখের মিলনে কাহারও মনে কিছুতেই প্রকৃত মিলনের ভাব আসিতে পারে না। মিলনের পথিকের দ্বারা অঙ্গলময় পথের পথিক আসিতে থাকে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় দেশের অধিবাসীসকল যেদিন প্রাণ খুলিয়া মিলনের জন্য ব্যস্ত হয়, প্রকৃত মিলনের জন্য তত্ত্ববোধিনীর নিকটে প্রার্থনা করিবে, সেইদিন যে বর্ণবাহ্য বর্ণবাহ্যে অবতীর্ণ হইবে এবং সেদিন যে জগতের সর্বত্র প্রকৃত এক আশ্রয় শান্তিবাণী বিদ্যোভিত হইবে, তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

বাহুদেব নামে সভ্য-সভাই একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন। দ্বাদশোপাঙ্গোপনিষদে যৌর আদিত্যের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণই যে পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছেন এই সিদ্ধান্ত অনেকেরই সমীচীন বলিয়া মনে করেন। বৃহদেবের নাম কৃষ্ণ-বাহুদেবও কালক্রমে তত্ত্বগণের ঈশ্বররূপে পরিগণিত হইয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কিছুই নাই। (১)

পুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় কাহিনীর মধ্য হইতে কৃষ্ণের বর্ষাধীশ্বরচরিত সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সৌত্যগের বিবরণ ইহাঙ্গা কৃষ্ণের ভক্ত বা উপাসক মহেন তাঁহাদের গ্রন্থে এই ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে। বৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ ও জৈন-গ্রন্থের উল্লেখ করা বাইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থসমূহে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা আছে। অবশ্য এগুলিও গম, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণ বাহুদেবকেই কল্পিত হইয়াছেন। তত্ত্বগণের নামগ্ৰন্থত অন্তর্ভুক্ত চিত্রের সহিত এইগুলির তুলনা করিলে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছু জানালাভ করা বাইতে পারে। এই বিষয়ে সম্যক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কেবল বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসাহিত্যে কৃষ্ণ কিরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছেন বাহু তাহারই কিছু নির্দশন দিতে চেষ্টা করিব। বৌদ্ধ “বতজাতকে” নিম্নলিখিত আখ্যানটী আছে।

অতীতকালে উত্তরাপথে কলসরাজ্যে (২) অমৃতজন নগরে মহাকলস নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। কলস ও উপকলস নামে দুই পুত্র ও দেবগর্তা (দেবগর্তা) নামে তাঁহার এক কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যার জন্মদিনে নৈমিত্তিক ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন যে, ইহার গর্ভে উপকলস পুত্র কলসরাজ্য (৩) ও কলসবংশে বিদ্যমান করিবে। রাজা মহাকলস অপত্যদেহপ্রাপ্ত কন্যার প্রাপবধ করিতে

পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর কলস রাজা ও উপকলস উপরাজ্য হইলেন। তদ্বিতীয়া প্রাপদান করিলে লোকনিন্দা হইবে এই বিবেচনায় তাঁহার ইচ্ছাকে বিবাহ না দিয়া একতত্ত্বযুক্ত (১) প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সম্মোগাশ নামে দেব-গর্তার এক পরিচারিকা ছিল। তাঁহার স্বামী অসুস্থ-বুঝি (? অসুস্থবৎ) দেবগর্তার কন্যাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইলেন।

ভৎকালে উত্তর মধুরায় (মধুরা) মহাসাগর নামক রাজা ছিলেন। তাঁহার সপ্তম ও উপসাগর নামক দুই পুত্র, তাঁহার মৃত্যুর পর বখাজবে রাজা ও উপরাজ্য হইয়াছিলেন। উপসাগর জ্ঞাতার অন্তঃপুরে হৃদ্যবোর অপরাধে ধৃত হইয়া সকাধারী ও বাল্যমুগ্ধ উপকলসের নিকট পলায়ন করিলেন। উপকলসের অমুরোধে রাজা কলস তাঁহাকে সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্রমে উপসাগর দেবগর্তার বিবরণ অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেন, দেবগর্তাও তাঁহাকে বশন করিয়া ও নন্দগোপার নিকট তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অমুরক্ত হইলেন। ক্রমে নন্দগোপার সাক্ষ্যে নিশাবোসে দেবগর্তার গৃহে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল এবং এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে দেবগর্তার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন কলস ও উপকলস দুই জ্ঞাতা নন্দগোপাকে অভয়দানপূর্বক তাঁহার নিকট ক্ষমত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপসাগরের সহিত দেবগর্তার বিবাহ দিলেন। বনে বনে হির করিলেন যে যদি দেব-গর্তার কন্যাসন্তান হয় তাহা হইলে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যদি পুত্রসন্তান হয় তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহার প্রাণদান করিবেন।

বখাকালে দেবগর্তা একটা কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। কলস ও উপকলস ইহা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ হইলেন এবং নবজাত কন্যার “কলসাদেবী” এই নামকরণ করিলেন। গোবর্দ্ধমান (গোবত্ভমান) নামক গ্রামে তাঁহার তদ্বিতীকে প্রদান করিলেন এবং উপসাগর ও দেবগর্তা অতঃপর তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে একই দিনে দেবগর্তা ও নন্দগোপার

(১) কৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহার নির্দিষ্ট প্রমাণ Sir R. G. Bhandarkar এণ্ডি Vaishnavism, Saivism and Minor Religious System এবং Dr. H. C. Roy Choudhury এণ্ডি Early History of Vaishnavism ইহা।

(২) মূলতঃ কলসরাজ্য নবমী ইংরেজী অনুবাদক Kamsa District এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। তবে নব কোষ মূলতঃ সম্বন্ধে প্রসূত হইত এজন্য প্রমাণ পাই নাই।

(৩) এখানেও মূল আছে “কলসরাজ্য” কিন্তু “কলসরাজ্য” অর্থাৎ “কলসরাজ্য” এইরূপ পাঠান্তরও বৃষ্টি হয়।

(১) ইংরেজী অনুবাদক মূল “একমুখিক পাসাদ” এই শব্দটির “a single round-tower” এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু পালি “মুখা” (সমুদ্র-মুখা) শব্দের অর্থ তত্ত্ব। পালি মহাবংশে “একমুখিক দেহ” এই শব্দের “an apartment built on a single pillar” Childers এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন (Childers's Pali Dictionary, p. 505)। একতত্ত্বযুক্ত প্রাসাদটি গ্রীক কি রকম স্থিতিতে পায় যায় বা। প্রাচীন ভারতের স্থপতিবিদ্যা-বিষয়ে ইহাঙ্গা আলোচনা করিলে, তাঁহার এই বিবরণ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

সর্বস্বকার হইল এবং একদিনেই দেবগর্তী একটি পুত্র ও নন্দগোপার একটি কন্যাসন্তান গ্রহণ করিলেন। দেবগর্তী পুত্রের প্রাণনাশভয়ে ভীত হইয়া গোপনে বীর নন্দকে নন্দগোপার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নন্দগোপার কন্যা নিজের নিকট আনাইয়া রাখিলেন। তাঁহার জ্ঞাতারাও তদ্বিনীর কন্যাসন্তান গ্রহণ হইয়াছে তদ্বিনী তাঁহাকে স্বাধিনি লালন-পালনের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে ক্রমে দেবগর্তীর বন পুত্র ও নন্দগোপার বন কন্যা জন্মিল। পুত্রগণ নন্দগোপার নিকট ও কন্যাপন দেবগর্তীর নিকট পালিত হইল; কেহই কিছু জ্ঞানিতে পারিল না। দেবগর্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র বাহুদেব, দ্বিতীয় পুত্র বলদেব এবং অবশিষ্ট পুত্রগণ বখাজদেব (চন্দ্রদেব), সূর্যদেব (সূর্যদেব), অগ্নিদেব (অগ্নিদেব), বজ্রদেব, অর্জুন (অর্জুন), প্রহ্লাদ (১) (১ পদ্ম) হুতপতিত (হুতপতিত) ও অকুর নামে অভিহিত হইল।

'অন্ধকবুকিগণ-পুত্র' নামে পরিচিত এই জাতপন বহুবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বলশালী ও দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহার পরমাপহরণ, এমনকি রাজত্ব পর্যন্ত সূচী করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাপন রাজার নিকট অভিযোগ আনয়ন করিলে রাজা অন্ধকবুকিকে ভাকাইয়া পুত্রগণের হুর্কিনীত আচরণের নিমিত্ত তাহাকে অনেক তর্জন-সর্জন করিলেন। ভীত হইয়া অন্ধকবুকি রাজ-সমীপে স্বাধিনি দিবেন করিল। রাজা কংস, ইহার তাহার তদ্বিনীপুত্র, এই পুত্র রক্তা বিদিত হইয়া কি উপায়ে ইহাদের বিনাশ-সাধন করা যায়, অমাত্যবর্গের সহিত তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অমাত্যবর্গ বলিলেন, "ইহারা বহুবুদ্ধকাঙ্গী, নগর-মধ্যে বহুবুদ হইবে এইরূপ ঘোষণা করা বাউক, তৎপর ইহারা হুতপত্রে উপস্থিত হইলে ইহাদের বিনাশ করা যাইবে।" তদ্বিনীপুত্রের রাজা চাপুর ও দুটিক (দুটিক) নামক বহুবুদ্ধকে আনিবার জন্য শোক পাঠাইলেন এবং তেরীবাদন দ্বারা সন্তান দিবেন রাজদ্বারে নগর হইবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিবেন।

স্বাধিনিপুত্র চাপুর ও দুটিক রক্তবলে আদিরা তর্জন-সর্জন আরম্ভ করিল। অন্ধকবুকির বন পুত্রও পদ্বিনীপুত্র বহুবুদ্ধী সূচী করিয়া দিব্য বিচিত্র বস্ত্র :এবং গজদণ্ড ও হালাকরের নিকট হইতে পদ ও দ্বারা গ্রহণ করিয়া

হস্তোত্তিত ও হস্তবুদ্ধ হইয়া হুতপত্রে প্রবেশ করিলেন।

প্রথমে বলদেব চাপুর ও দুটিককে হত্যা করিলেন। (১) দুটিক বহুবুদ্ধালে প্রাণনাশ করিল যেন বকু তইয়া বলদেবকে প্রাণ করিতে পারে, তদ্বিনীপুত্র কালক্রমে নামক অগ্ন্যে সে বকু হইয়া অগ্ন্যে প্রাণ করিল। অতঃপর বাহুদেব চক্রক্ষেপণ করিয়া কংস ও উপকলে দুই জ্ঞাতার দ্বিগুণে করিলেন। ভীত হুত অধিবাসীগণ তাঁহাদের বখাজা বীকার করিলে তাঁহার অধিকার নগরে রাজ্য-তার গ্রহণ করিলেন ও আত্মপিতাকে তথায় আনাইলেন। তৎপর নগর ভারতবর্ষ জয়ের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া কালক্রমে রাজ্যের রাজধানী অধিবাসনগরী অধিকার করিয়া তাঁহার রাজ্য হুতপত করিলেন। অতঃপর তাঁহার বারাবর্তী জয়ের উদ্দেশ্যে নির্গত হইলেন। বারাবর্তী নগরীর একদিকে সমুদ্র একদিকে পর্বত। শত্রু উপস্থিত হইলেই ইহার বহুবুদ্ধ বকু পর্বতবর্ষে তীক্ষ্ণ করিতে থাকে এবং তৎকালে নগর নগরী উপস্থিত হইয়া সমুদ্র মধ্যে এক বীপে অবস্থান করে। পরে শত্রু পতাকাপদ হইলে পুনরায় বখাজে প্রত্যাবর্তন করে। বাহুদেব ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ বারাবর্তীগ্রহণে অগ্ন্যে হইয়া বহুবুদ্ধবর্ষের পরমাপন হইলেন। পরে তাঁহার পরমাপন অধিবাসন করিয়া বারাবর্তী রাজ্য অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্রদ্বারা দ্বিগুণে রাজ্য প্রাপন করিয়া নগর ভারতবর্ষে বীর অধিকার স্থাপনপূর্বক বারাবর্তীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। নগর রাজ্য দশভাগে বিভক্ত হইল। সর্বকর্মিত অকুর বাণিজ্যে লিপ্ত হইলেন। অবশিষ্ট নয় রাজা ও তাঁহাদের তদ্বিনী অধিবাসনগরী এক-একটি রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং বারাবর্তীতে বসবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার পুত্রকন্যা-সমস্তিবারায়ে বহুবুদ্ধ রাজ্য করিলেন। তৎকালে বহুবুদ্ধের আত্ম-পরিমাণ বিশদবহন বর্ধকাল ছিল।

কালক্রমে বাহুদেবের এক পুত্র অকালে কালক্রমে পতিত হইলে বাহুদেব শোক উন্নত হইলেন এবং সর্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল হুতপুত্রের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত হুতপতিত এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি উন্নতের দ্বারা আকাশের দিকে চাহিয়া 'আমাকে একটি শব্দ দাও, আমাকে একটি শব্দ দাও' এই বসিয়া বারাবর্তীর পথে পথে বেড়াইতে লাগিলেন। মোহিতের নামক অমাত্য বাহুদেবের নিকট

(১) 'পদ্ম' সংস্কৃত গ্রন্থ ও পর্বত এ উভয়েই কথায় বলা সম্ভব। (English Translation of the Jatakas, Vol. IV. p. 51 in 1)

(১) রাজক, চতুর্থ বর্ষ, পৃ. ১২

ছিল। কৃষ্ণ। বশার-কনীর গুরুভিষক, বলদেব, প্রজ্ঞান, মাধব, মহাসেন, বীরসেন, উগ্রসেন প্রভৃতি তাঁহার অতী-
মজা স্বীকার করিত। অত্যাধিক তাঁহার ক্রিয়ণী প্রকৃতি
যেতন সমস্ত জানী এবং জনসেনা-প্রবুধ বহু সহস্র
লোকমণ্ডিত ছিল।

(২) খারাবতী মগধীতে বহুদেব নামে রাজা
ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম দেবকী। একদিন মহাশয়
অরিষ্টনেমি খারাবতীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার
হস্তমণ্ডল শিখা দেবকীর নিকট তিষ্কার করা পক্ষ করিল।
দেবকী এই শিখাগণের কাতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং
পরিত্র লইয়া জামিলেন যে ইহার। ছর তাই। তাঁহার
পিতার নাম 'নাগ', মাতার নাম 'জুলনা' এবং তাঁহার
অন্যনাম তিলকপুত্র। তাহার। চলিয়া গেলে দেবকী মনে
মনে ভাবিলেন "বালাকালে এক সাধু আমার সহস্র
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে আমার এমন আটটা পুত্র
হইবে যে, তাহার। তুল্য তারতবর্ষে আর দেখা যাইবে
না। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হওয়ার কোন লক্ষণ
দেখিতেছি না—জন্মের মহাশয় অরিষ্টনেমিকে এই
বিষয় নিবেদন করিব।" অতঃপর দেবকী অরিষ্টনেমির
লক্ষিত সাক্ষাৎ করিলেন। অরিষ্টনেমি দেবকীকে বলি-
লেন—“ভবিষ্যৎপুত্র নাগ নামক এক ব্যক্তির জুলনা নামে
স্ত্রী ছিল। তাহার। বালাকালে এক জ্যোতির্বিদ গণনা
করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে সূতবংশী হইবে। জুলনা
ভক্তি-সহকারে 'হরিবংশময়ী' নামক দেবের পূজা
করিল। কলে তুমি ও জুলনা একই কালে সন্তান
প্রসব করিলে, কিন্তু হরিবংশময়ী জুলনার সূতপুত্রগুলি
তোমার নিকট রাখিয়া তোমার পুত্রবিশ্বকে জুলনার
নিকট রাখিত। প্রকৃতপক্ষে জুলনার পুত্র নামে পরিচিত
অরিষ্টনেমির ছর শিখা তোমারই সন্তান।” তখন
দেবকী মনে মনে ভাবিলেন—“হার আমি বলকুবেরের
ন্যায় সাতটা পুত্রসন্তান পাঠে পারণ করিলাম, কিন্তু
একটিকেও শিউ-অবস্থার পালন করিতে পারিলাম না।
কেবলমাত্র পুত্র কৃষ্ণ-বালকেন হইলেন অন্তর একবার
আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে।” অতঃপর
দেবকী কৃষ্ণের নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিলেন।
তখন কৃষ্ণ হরিবংশময়ী কেশক ভনে-ভুট করিয়া তাঁহার
এক করিত পুত্র বলিলে এই বর লাভ করিলেন।
ক্রমে দেবকীর এক পুত্র হইল—তাঁহার নাম হইল
“পুত্র-সুহৃদ।” পুত্র-সুহৃদ নামে বহু-মোহ হইয়া সবার
ভাগ করিয়া অরিষ্টনেমির নিকট বীকাক্ষণ করিল।

(৩) একদিন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে বিজ্ঞাসা করি-
লেন, “কি প্রকারে খারাবতী মগধীর কাম হইবে?”

অরিষ্টনেমি বলিলেন, “আমি অরি ও বৈপারম ইহার
কামের কারণ হইবে।” এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ “তাবি-
লেন তাঁহার বর্ণের অনিচ্ছ, মাধব, প্রজ্ঞান প্রভৃতি
যাহারা কামার ভাগ করিয়া গিয়াছে তাহারাই স্বী
কার তিনি যাহার দারিদ্র বহন করার সমস্ত ভাগ
করিতে পারিতেছেন না। অরিষ্টনেমি তাঁহার মনের
গোপন চিত্তা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “কৃষ্ণ তাহা
হইবার নয়, বাহুদেব নামেই পূর্ণকামে রুচত করিয়াছে,
ততরাং তাহার। এতদে সন্ধান লইতে পারিবে না।”

তখন কৃষ্ণ অরিষ্টনেমিকে বিজ্ঞাসা করিলেন—
“আমার সূতর পর আমি কোথায় লক্ষ্যগ্রহণ করিব?”
অরিষ্টনেমি বলিলেন, “তোমার সাতাপিতার আশ্বানে
তুমি এই স্থান ভাগ করিবার পর, প্রবল অলম্বোত,
অরি ও বৈপারমের জ্যেষ্ঠ খারাবতী কামের কারণ
হইবে। আমি ও বলদেবের সহিত তুমি বসিগনমুখের
দিকে “পাতু মহার। পাতু রাজার পুত্র” মুখিয়ারি পত-
পাতকের নিকট যাত্রা করিবে। কোপক-বনে সূত
নাথোৎ-কৃষ্ণের সিরে পীতবানধারী তোমার বাম পার
অনাকুমানের বাণ লাগিয়া তোমার সূতা হইবে।
সূতার পর তুমি নরকে যাইবে।” এই কথা
শুনিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। তখন অরিষ্ট-
নেমি বলিলেন, “তুমি মুগ্ধ হইও না। নরকভোগের
পর এই তারতবর্ষেই পৌত্তম্যে তোমার জন্ম হইবে
এবং তুমি মোক্ষলাভ করিবে।” অতঃপর কৃষ্ণের পত্নী
পদ্মাবতী, দৌরী, মতামা, ক্রিয়ণী, বাহুদী প্রভৃতি
অরিষ্টনেমির নিকট বীকাক্ষণ করিয়া তিস্তার ভাণ-
কামন করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে মোক্ষলাভ
করিলেন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধে জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে আর যে সমস্ত
আখ্যান আছে বাহ্যভারে তাহার উল্লেখ করিলাম না।
যে কয়েকটি আখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে তাহার সম্যক
আলোচনা ও বিশ্লেষণ করাও বর্তমান অবস্থায় উদ্দেশ্য
নহে। কৃষ্ণের জন্মের ও জীবনের সুগুণবিশিষ্ট পুরাণ,
হরিবংশ-প্রভৃতিতে যেরূপ পাওয়া যায় তাহার সহিত
উক্ত আখ্যানগুলির প্রভেদও মনে আছে সাক্ষ্যও
ভেদন। বশোদার সহিত সত্যবিন্দ্র, কামের
আখ্যান, সারকাক রাজ্যবাপন, পাণ্ডবগণের সহিত সবা,
সারকাক জন্ম ও অশ্বাত্থক প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে
একটা একটা এই সকল কামের মধ্যে পরিগণিত হয়।
এই সমস্ত বিভিন্ন উপাখ্যানের জুগল-মূলক আলোচনা
যাহাই কৃষ্ণ-চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি গড়িতে হইবে।
পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে কৃষ্ণের চরিত্র কেবল অতি

সঙ্গীতভাবে অভিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহার ছাপ ভারতের
সর্ববিধ সঙ্গীতে, এমন-কি রাগ-আসানী, কীর্তন ও বাউল
প্রভৃতি দেশীয় সঙ্গীতেও আমরা প্রত্যেক করি। ভারতে
এত প্রকার দেশীয় সঙ্গীত প্রচলিত আছে যে, সে সম-
য়ের সম্পূর্ণ জানগাত করা এবং তাহাদের প্রকৃতি
অন্তরে ধারণ করিতে পারা আমাদের পক্ষে একান্তই
অসম্ভব। ইহা বলা নিম্নরোজন যে, ভারতের বিভিন্ন
প্রকার দেশীয় সঙ্গীতশ্রেণীতে পার্শ্ব প্রেমব্যক্তক
অনেক গান দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সকল শ্রেণীরই

দেশীয় সঙ্গীতের অধিকানে গানই ভগবৎ-প্রেমকূলক
বা তত্ত্বমুখী।

ভগবানের দ্বারা আমরা এই আধ্যাত্মিকতাপ্রদায়ক
ভারতীয় সঙ্গীতরসের উত্তরাধিকারী হইয়া অন্য হইরাছি।
ভারতের প্রাচীন ঋষি-নিষিগের প্রকাশিত এই রসের
সমুৎপত্তি রশি মুসুখাতের বন ভবনভর কলহাট-প্রেম
করিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার
অন্য প্রত্যেক ভারতবাসী গৌরব অমূল্য করিবার
অধিকারী সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগ ঠেকরক—তাল চৌতাল।

কবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা।

আজ কল রে জীবনের কল্যাণত।

কদম-বাগ-ভার, তক্তি-পূনা-হার প্রভু চরণে ছুঁতরে ডাও।

নব-নব-রাগ-রচিত বন্দনবালা, পাখি পাখি যে উপহার।

বিধাবার প্রভু দেই, বশোস্তিত তাঁরি প্রচার সকল গঙ্গার।

সুখ ও দুঃ—ঈশতোজনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—৮/কালীচরণ সেন।

অঙ্ক II { বর্ণা-আ। পা-কপা I পদা-গ। গণ-গপা। গ-গ। (-গদা-গদা) }।
ন. বে. বি. সে

পদা-গ। -গা-আ। -গা-আ I পদা-গ। -গা-আ। -গা-সা। -গা-আ।
আহা

গা-সা। -গা-সা I গদা-গ। -গদা-সা। -গদা-গ। -গদা-সা। -গদা-সা।
.

গদা-সা। -গদা-সা I গদা-সা। -গদা-সা II
কল, পা

• এই গানটিকে অন্তরা গাহিবার পর আহারীতে কিরিয়া গিয়া যে স্থলে থাকিয়া সঙ্গারী আশ্রিত করিতে
হইবে, সেই স্থানের বিরোধে এক-টুকি চির মেওয়া মেল।

II {-পা। পমা যা। -না। -সী সী। -সী সী। সী-সী I -না। না না।

। সী সী। সী-সী। -সী সী। -পা। I পমা-না। -পা। পা পা। পমা পা।

। -পমা। -পা পা I সা-না। -সী সী। -সী-না। -সী সী। -সী-না।

। সী-সী I সী-না-না। -পা। -না। পমা পমা II

II -পমা পমা। পমা যা। পা-পমা I -না-না। -পা-পমা। -না-না। পমা-না।

। -পা পা। -পা-না I -না-না। -না। -না। -না। -না। -না।

I -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না।

। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না।

। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না।

I -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না।

। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না।

। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না।

। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না। -না।

“କାବନମନ୍ତ୍ରୀ”

ଏକତାଳୀ—ହିନ୍ଦୁ ପୁରୀ

କାବନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଆବାସର ଶାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ।

ସିଦ୍ଧ ହୁଏତେ ମେଳ କାବନମନ୍ତ୍ରୀ ଅବହେଳେ ।

ହେନେତେ ମହାଦେବ କହେ କାବନମନ୍ତ୍ରୀ ପାପମୋଚକେ

ହୁଏ ଆହୁତେ କାବନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତେ ଆବିଷ୍କାର ।

ଆମ—ବିକିରୀକରଣ କର ।

ବିରାଜିନି—କା: ମନୋହରୀ କାବନମନ୍ତ୍ରୀ ।

II ମା ନା ନା । ବଳମା ନା ନା । ମରା ମରା ମରା । ମା ନା ନା ।
କା . ବ . ନେ . . . ବ . ନା . କା . କା . ନ . . .

I ମା କା କା । ମା କା କା । ମା ନା କା । ମା ନା ନା ।
କା ବା କା . ନ . କା . କା . କା . କା . ନେ . . .

I ମା ମା ମା । ବଳମା ବଳମା । ନା ବଳମା । ବଳମା ମା ନା ।
କା ବା ବା . ନ . ବଳମା . କା . ନେ . . .

I ମା କା ବଳମା । ମା ନା କା । ବଳମା ନା କା । ମା ନା ନା ।
କା ବା ବା . ନ . କା . ବା . ବା . କା . ନେ . . .

I ମା ମା ମା । ବଳମା ବଳମା । ବଳମା ନା କା । ମା ନା ନା ।
କା ବା ବା . ନ . ବଳମା . ବଳମା . ବଳମା . କା . ନେ . . .

I ମା ମା କା । ନା ବା କା । ନା ବଳମା ବଳମା । ବଳମା କା କା ।
କା ବା ବା . ନ . ବା . ବା . ବା . ବା . କା . ନେ . . .

I ମା ମା ମା । ମା ମା କା । ବଳମା ବଳମା । ବଳମା କା କା ।
କା ବା ବା . ନ . ବା . ବା . ବା . ବା . କା . ନେ . . .

I ମା କା କା । ମା କା କା । ବଳମା ବଳମା । ମା ନା କା ।
କା ବା ବା . ନ . ବା . ବା . ବା . ବା . କା . ନେ . . .

THE
BRAHMA SAMAJ OF INDIA
UNDER

KESHUB CHUNDER SEN.

CHAPTER III.

(4)

39. Keshub Chunder's Missionary work
in the Mofussil.

On receipt of this dignified and decisive reply Keshub Chunder and his party despaired of again honestly and heartily co-operating with the *Samaj*. The step they had taken in thus provoking the resentment of the *Samaj* was not without unpleasant consequences to themselves. They soon found they were deserted and despised in the fullest sense of the words. Under these circumstances, Keshub Chunder, finding no support and sympathy in Calcutta, began in the company of some of his friends and disciples to travel from place to place in the Mofussil, preaching the tenets of the Brahmic religion, as professed by himself and his followers. These labours were attended with success in spite of the annoyances, persecutions and revilings with which they were assailed by the entire community. In the meantime Keshub Chunder had visited Madras, Bombay, and shortly afterwards the Panjab.

40. His lecture—"Christ, Europe
and Asia."

When a year had thus been spent and devoted to missionary efforts, Keshub Chunder returned to Calcutta, and, in April of 1865, delivered a lecture in the theatre hall of the Medical College, entitled "Christ, Europe and Asia," in which he dwelt with great eloquence and earnestness on the life and perfections of Christ.

This speech at that time drew special attention to Keshub, and led the Christian public to believe that he was prepared to embrace Christianity—a conjecture which proved erroneous. The Brahmas too, with whom he had quarrelled evinced much pleasure at the prospect of his turning a Christian, and reviled him for his inconsistency and apostacy. Lord Lawrence,

Governor-General, who was at that time at Simla, was also so much pleased with the liberal views displayed in this speech that he desired an interview with Keshub.

41. His lecture on "Great Men."

The illusions and misconceptions which this memorable speech gave rise to were, however, quickly dissipated by another speech, entitled "Great Men," delivered a short time after. In this speech, although avowing his admiration and veneration for the great men of every age, and especially for the perfect character of Christ, Keshub undeceived the public by stating that he was prepared to go so far, but no further. This seeming retrogression of the opinion so plainly and boldly set forth in his former speech of "Christ, Europe and Asia," excited the distrust and animosity of the whole native community. The Brahmas did not lose the opportunity of loading him with accusations, and calling him a "Christian, a Vaishnava, Chaitanyaite, and sometimes a Christian Vairagi or Vaishnava Christian."

42. Proposal to establish the "Brahmo
Samaj of India."—1866 November,
(1788 Saka.)

As some time had now elapsed since Keshub Chunder, in company with his disciples, had severed his connection with the *Samaj*, and no steps had hitherto been taken for consolidating and bringing together in one body the receding party, Keshub Chunder determined to convene a meeting for the purpose of taking into consideration the best means of cementing his party into a compact religious association. This meeting was held in November 1866 (Saka, Kartik 1788) at the Metropolitan College-House in Chitpore Road. The meeting was numerously attended. It was opened by divine service, which included some hymns, and the recital of scriptural texts extracted from the writings of Christians, Hindus, Mahomedans, Parsees, and Chinese. This extraordinary innovation was introduced to show the universal and catholic character of the proposed Church, and to invite men of all creeds and nationalities to join it. At this meeting

the following resolutions were put to the vote and unanimously carried :—

1. To establish an Association under the title of the "*Brahma Samaj of India*," for the admission of all Brahmas, and the wide propagation of the religion.

2. That this Association be bound to preserve the purity and universality of its religion.

3. That people of both sexes, believing in the fundamental principles of Brahmanism, shall be admissible as members.

4. That mottoes and maxims agreeing with the principles of Brahmanism be gleaned and published from the religious writings of all nations.

5. That a vote of thanks be given to Devendranath Thakur, for the unflagging zeal he has ever exhibited, and the indefatigable labour he has undergone for promoting the progress of the religion.

From the inauguration of this religious Association dates the distinction which exists between the two *Samajes*, the one under Devendranath Thakur being called "*Adi Samaj*," or Original Church, and the one under Keshub Chunder, the "*Samaj of India*."

Thus we see, 40 years after the foundation of the *Samaj* by Ram Mohun Roy, the rise of another *Samaj* for the propagation of the same religious principles to which the Raja had devoted the best part of his life.

43. Short History of the Schism.

As the cause which led to the foundation of the *Samaj* of India have hitherto, in other words, been very incorrectly or meagrely stated, it is necessary to devote a few pages to their investigation. As stated before, the "popularly asserted" cause which gave rise to the dispute and separation of Keshub was the wearing of the "*poita*" or sacred thread by the ministers of the *Samaj*, to which Keshub objected as a relic of idolatry and Hinduism. In other words, the cause of the schism was Keshub's zeal for radical reform. To clearly understand, however, the true causes of the rupture, it will be necessary to go back a little in this history. Keshub Chunder, as we have seen, was led to join

the *Samaj* through reading some of the writings of Rajnarain Bose. His joining the *Samaj* was an act of his own free will. No persuasion or coercion was used to hasten his conversion to Brahmanism. After his conversion, he conformed to all the tenets and doctrines of the religion, acquiesced to all the rules and institutes of the Church, laboured with zeal and energy in the promotion of its welfare, joined in a warm friendship with many members of the *Samaj*, and gave unhesitating obedience to the requisitions of the different offices he had held for a period of six years in the *Samaj*. He had been a missionary, then was made Secretary, and finally created Minister, in all of which capacities he had faithfully discharged his duties, and had nought to complain of. As a missionary, he had preached the doctrines of the *Samaj*; as a Secretary, the management of the *Samaj* was in his hands; as a minister, the devotional services of the Church were under his control.

44. Difference in Views regarding the Poita Or the Sacred Thread.

The wearing of the *poita* was in vogue when Keshub Chunder first joined the *Samaj*, and, during the many years he was connected with the *Samaj*, he did not object to divine service being conducted by thread-wearing Brahmās; but when it was suddenly discovered that such a state of things was incompatible with a true and pure worship of God, arguments were not wanting to explain this change of opinion.

It was adduced that since the chief minister of the *Samaj*, Devendranath Thakur, had renounced the *poita*, it clearly showed that he was not prepared to tolerate its retention by his followers. This argument, however, does not hold good. Devendranath was not willing to make the throwing away of the *poita* a condition of Brahmanism, as he reckons the renunciation of idolatry only as an essential point for that purpose, and not that of social usages, and is of opinion that as the *poita* could be put on in an unidolatrous manner, it was merely a mark of distinction of caste. It is urged by Keshub and his party that

the relinquishing of the *potta* was essential to testify their renunciation of idolatry and Hinduism. But, if this really was the case, why has not the renunciation of the *potta* been universal among the ministers of the *Samaj of India*, and all its branches in the *mofussil*? Besides, that Keshub Chunder himself tolerates idolatrous rites is evident from the manner in which he married his daughter to the Maharaja of Kuch Behar, of which more anon.

Hindus of the most advanced opinions and education declare that it is an absolute impossibility for a Brahman to remove this insignia of caste from off his shoulders, so long as he is desirous of remaining with his own family, and retaining his nationality. It does not, however, come within the province of this book to discuss the absolute necessity for a Brahman to wear the sacred thread, as long as he wishes to continue a Hindu, or the needlessness of his renouncing it on embracing Brahmanism. Suffice it, however, to recall this fact that the founder of the modern Brahma religion, Raja Ram Mohun Roy, though he himself renounced all caste prejudices by going to England, still retained his sacred thread to his last moments, and went with it to the grave.

The *potta* question was really the excuse instead of the cause of the schism. Keshub's argument about the *potta* question comes to this:—that headless Brahmas were to be made ministers. Now Keshub Chunder well knew that some of his party were the only threadless Brahmas in the *Samaj*, consequently his men were sure to succeed to the ministership of the *Samaj*.

43. Devendranath's effort at compromise—the real cause of the rupture.

As stated before, Devendranath Thakur had at first acquiesced in the demand made by Keshub Chunder to replace the *potta*-wearing Brahma ministers at the *Samaj* by the ministers who had ceased wearing the *potta*. But the old *potta*-wearing Brahmas were soon replaced, and allowed to sit along with the non *potta*-wearing Brahmas. Devendranath hereby tried to harmonise the conservative and the progressive elements of the *Samaj*. This

measure, together with the dismissal of Keshub from the secretaryship of the *Samaj*, were really the stages of the rupture.

46. The Civil Marriage Act of 1872 (A.D.)

To return to our narrative. A short time after the meeting at which it was determined to establish a separate *Samaj*, entitled the "*Samaj of India*," Keshub Chunder, with some of his disciples, proceeded to Simla on a visit to Lord Lawrence, then Viceroy of India, by whom they were received with great kindness and entertained for several months. While on this visit Keshub Chunder took the opportunity of suggesting to His Lordship the necessity of promulgating an Act to legalise Brahma marriages. This Act was finally passed by the Legislative Council in 1872, much to the joy of Keshub and his party.

Although the *Samaj of India* was a *fait accompli*, as yet no church had been erected in which divine service could be held. To obviate this drawback Keshub held divine service in his own home at Kolatola till the church called the Brahma Mandir was built. At the same time Keshub and most of his followers attended every Wednesday the service of the *Adi-Brahma Samaj*. Devendranath Thakur, who then conducted divine service himself, instructed them in all the spiritual knowledge he had acquired by a long course of devotional practice. He also sometimes called at Keshub's house and taught him the best modes of divine communion and divine worship.

ভীষ্ম দয়াল

১ জ্যৈষ্ঠ বিলাস

এই বিজয়দশমী উপলক্ষ্যে ভীষ্ম দয়াল, পূর্ব-
বর্ত্তি রাজবংশের মীর জীবনচরিত্র একটি বিলাস নাম
আছে। আমরা শুধুইক ভবিষ্যৎ ভেদনই দেখিতে
পাই যে, কলকাতা সিটিং অফিস কোম্পানিটি কোম্পা-
নীর একজন মীর, যেমনি ভাবেই সিটিং অফিসে সিটিং
কম্পানির একজন মীর। ইহা হইবেই কল-
কাতা, কলকাতার সকল বিলাস, কলকাতার

খ্যাতরও যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি জীবজন্তুর খ্যাতরও বরফর।

এখন আমাদের মনে সন্দেরই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অগতঃ জীবজন্তুর কি প্রয়োজন? আমরা অবশ্য চেষ্টিতে পাই যে, মানুষ অগতঃের মানসবিধ উন্নতিজনক কর্তব্যসাধনে নিরত। তাহারই ফলে আমরা দেখি যে, আমরা মানবের সমকালীন সমাজের অবস্থা হইতে বর্তমান সমাজের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতেছি যে, অগতঃের উন্নতিসাধনের জন্যই যোগ্য হয় মানুষের অতিথ ও পরিপুষ্টির নরকার। কিন্তু এই উন্নতিসাধনে জীবজন্তুর প্রয়োজন আছে কি না? সেই পুরাতন কাল—মানবের আদিমতম কাল অবধি বহুকাল যাবৎ মানবের একটি সংস্কার এই ছিল যে, কেবল মানবেরই ব্যবহার ও উন্নয়নবিধির জন্যই বিধাতা কর্তৃক জীবজন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাবের উক্তি আমরা বাইবেলের পুরাতন বিধানেরে দেখিতে পাই।

কিন্তু কৃত্রিম প্রকৃতি মানববিষয়ক ঐচ্ছানিক গবেষণা ও আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পাই যে, মানবজন্মের বহু লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বেও জীবজন্তু সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তাহাদের অধিকাংশই মানবের কোন প্রয়োজনসাধনে আসে নাই এবং আনিবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

সেই সকল জীবজন্তুর বিধি বহন আমরা পাঠ করি, তখন আমরা অবাক হইয়া বাই একা তন্ত্রিতকরণে তাহাদের বিধির আলোচনা করি। তাহারা কত আশ্চর্য্য কোলে তাহাদের বাক্য সংগ্রহ করিত, তাহাদের শাবকসমূহকে কিরূপ প্রসারিতভাবে ভাল বাসিত, তাহাদের শরীর কিরূপ ত্রুটি ও বলিষ্ঠ ছিল। এই সকল ভাবিলে মনতঃ বড়ই বিধাতার চরণে নত হইয়া পড়ে।

বাহাই হউক, এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যেগুলিকে আর বহু শতাব্দী ধরিয়া মানুষ নিজের মাঝারে আনাইতেছে। সেই সকল জন্তুর মধ্যে ঘোড়া, গরু, মজারিণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যেগুলি মানুষের অত্যন্ত প্রিয়পাত্ররূপে গণ্য হয়। বিড়াল, কুকুর, বাঘ প্রভৃতি অনেকগুলি পুষ্পালিত জন্তু ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এমনও কতকগুলি জীবজন্তু আছে, যেগুলির বাসে পাইয়া মানুষ বীর উন্নয় পুষ্টি করে। বিভিন্নভাষীর মৎস্য, ছাগল, ভেড়া, দুগ্ধী, ইত্যাদি প্রভৃতি জীবজন্তু এই পক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইহা স্মরণে আমরা বলিব যে, জীবজন্তুর প্রতি মানুষের ব্যবহার ও সম্বন্ধ সৃষ্টি মানুষের একটি প্রধান কর্তব্য।

মানুষের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি মানুষের সঙ্গে যদি যে, পরস্পরের প্রতি মারবিচার কর্তব্য এবং মারব্যবহার পাইবার অধিকার প্রত্যেক মানবেরই আছে। আমাদের নিত্যমাত্রা, অতিভাবক বা নিকাশক আশ্রয়ের প্রতি বড়টুকু বেলা উচিত ভদ্রটুকু মনোযোগ যদি না কেন, তবে আমরা অতঃরে বড়টুকু ব্যথা পাই। কেবল এই প্রকার মারব্যবহার কেন, আমরা তাহাদের নিকটে সমস্ত সময়ের সহায়কুতিও প্রত্যাশা করি। বহন কোনও বাগক গোপের বরণের ভদ্রকট করিতে থাকে, তখন সে পিতামাতার নিকটে একটুখানি সহায়কুতি পাইবার জন্য কত না উৎসুকসেয়ে চাহিয়া থাকে। সেই প্রকার বহন সে কোন কারণে আমাকে উৎসুক হয়, তখনও সে পিতামাতার নিকটে একটুখানি বাহবা, একটুখানি প্রত্যাশা পাইবার জন্য কত না লালায়িত হয়। ইহা দেখা যায় যে, জীবজন্তুরাও মানুষের নিকট ঠিক এই রকম মারব্যবহার ও সহায়কুতি প্রত্যাশা করে। সুপ্রসিদ্ধ আফ্রিকাপক্ষীক জাঃ লিভিংষ্টোনের ভ্রমণকৃত্যে ইহার একটি উল্লেখ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সিংহের পুরহণে একটি বৃহৎ কত হইয়াছিল। সে সেই কতে উৎস লাগাইবার জন্য লিভিংষ্টোনের করণসৃষ্টিপ্রার্থী হইয়াছিল।

অনেক মালক জীবজন্তু বিশেষতঃ পাকী ধরিতে বড়ই আনন্দ পায়। তাহাদিগকে নিজ নিজ শাবকদি হইতে বিছিন্ন করিয়া আনা খুবই অকর্তব্য। একবার আমি এক ঘাসে ভ্রমণে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে এক শিকারী ছিল। মাঠে যেখানে অনেকগুলি মারমজারীর “পেঁদালা” নামক এক প্রেণীর পক্ষী আহরণের সময়ে বসিয়াছিল। শিকারী বলিল “হুকুম যদি কেন তবে একটা পেঁদালা মারি—ইহার মাংস অতি সুস্বাদু”। আমার মনচক্রে তখনই এই ছবি আসিল যে, পেঁদালাটা মারা পড়িলে, তাহার অনেকগুলি শাবক হয় তো আহা পাইবার জন্য উহার প্রত্যাশার বসিয়া থাকিবে এবং ঐ পক্ষীটা কিরিতা না গেলে শাবকগুলি আহরণের অতঃবে মৃত্যুমুখে পড়িবে। আমি কিছুতেই পেঁদালা মারিবার আদেশ দিলাম না। এইরূপ কোন জীবজন্তুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিবার সময় আমরা-সের তাহারা দেখা উচিত যে, তাহাদেরও শরীরে লাঘাত লাগিলে তাহারাও মর্দবেদনা পায়। যদি কখনও আমরা কোন জীবজন্তু পুঁবি তবে ইহা জানা কবা যে, তাহাদিগকে অকারক কট না দিয়া অরতল প্রকৃতির দ্বারা সমস্ত তাহাদিগকে লালনপালন করিলেই আমাদের কর্তব্য পালন হয়। তাহাদের কবিবিরী সকল জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণ ও মন সমধর্মিক প্রকৃত

করিয়া জীবে ধরা ও অহিংসাকেই পরম ধর্মরূপে প্রচার করিয়াছেন।

গৃহপালিত জীবজন্তুদিগকে পোষণ করিতে গেলে সঙ্গত অবস্থার তাহাদের আহারবিহার কিরূপ, তাহা প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য। তাহারা ছাড়া-অবস্থার যেভাবে থাকিতে ভালবাসে, এখন এখন তাহাদিগকে সেইভাবে রাখা এবং তাহাদের সহিত সেইভাবে ব্যবহার করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত, যেন আমাদের ব্যবহারে তাহারা অকারণ কিছুমাত্র কষ্ট না পায়। কোন বালককে বালিকার উপযুক্ত পরিচ্ছন্ন পরাইলে অথবা পুতুলের উপযুক্ত ছাতা তাহার হাতে দিয়া সৌজ-বৃষ্টি হইতে তাহাকে আচ্ছন্ন করা করিতে বলিলে তাহার বেশন বিঘ্ন অশ্রুতি হয়, পতঙ্গকীদিগকেও তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ জীবনযাত্রা হইতে কৃত্রিম আবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদেরও সেইরূপ বিঘ্ন অশ্রুতি হয়। এই কারণে বহুদূর সম্ভব তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রাকৃতিক অবস্থার অনুরূপ করিয়া তাহাদেরই যথোপযুক্ত পোষণ করা কর্তব্য। জীবজন্তু পুষ্টির সময় আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে, সকল জীবজন্তুই গোড়ার বন্য ছিল; কোন জীবজন্তুই গৃহপালিত ছিল না। অনেক জীবজন্তুর উৎসপ্রধান দেশের বনজঙ্গলে এবং অনেক জীবজন্তুর নীতপ্রধান দেশে জন্ম হয়। ইহা পর্যালোচনা করিয়া চিড়িয়াখানা বা পতঙ্গালয় রক্ষকগণ বিভিন্ন দেশের জীবজন্তুর জন্য বিভিন্নপ্রকার ব্যবস্থা করেন; নীতপ্রধান ল্যাপল্যান্ড প্রভৃতি স্থানের জন্তুদিগের জন্য বরফ প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন এবং উষ্ণপ্রধান দেশে জাত জন্তুদিগকে নীতপ্রধান দেশে লইয়া গেলে তাহাদের জন্য “গরম ঘর” (hot house) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন।

মৃষ্টান্তরূপ কুকুরের বিঘ্ন ধরা থাকে—কুকুর নেকড়ে বাঘ বা ভরকুজাতীয় একপ্রকার প্রাণী হইতে নামিয়া আসিয়াছে। সকলেই জানে নেকড়ে বাঘ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে ভালবাসে। সেই সকল আদিম নেকড়েবাঘ খাব্যের সন্ধানে দলবদ্ধ হইয়া বহুক্রোশ চলিয়া বাহিত। বর্তমানকালের নেকড়ে বাঘও এইরূপই করিয়া থাকে। জীবযেজ্ঞা পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই কারণেই কুকুর সমাজপ্রিয়, একলা থাকিতে ভালবাসে না। তাহাদিগকে ভাল রাখিতে গেলে ছুটাছুটি করিবার ও নানাবিধ উপায়ে অন্বেষণার যথেষ্ট অবসর দিতে হইবে। এই বিষয়টা উপলব্ধি করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, কুকুরকে শিকলে বাধিয়া এককোণে অনেককণ

কেনিয়া রাখিলে তাহার প্রতি কতদূর অনার ও অবিচার করা হয়। যদি বা কোন কুকুরকে এইরূপে বাধিয়া রাখা মিতান্ত দয়কার হয়, তবু অন্ততঃ কিছুকণের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, বাহাতে সে দলবদ্ধ হাত-পা ছড়াইয়া ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে পারে এবং চোঁচায়েটি করিয়া খোলাপ্রাণে ভাবিয়া ভ্রূণিগত করিতে পারে। কুকুর প্রভৃতিকে বাধিয়া রাখিবার সময় আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যদি আমাদের কাছে অল্পকাল কারাগারে পুরিয়া থাকে—নিকটে কথা কহিবার মত কোন লোকজন নাই, কাছে আহার জল প্রভৃতি কিছুই নাই, করিবার উপযুক্ত কোন কর্ম নাই, তবে আমাদের মনের ভাব কিরূপ বিস্তীর্ণ হয় এবং শরীরের অবস্থা কিরূপ সজীব হয়—সর্বদাই ঘেঘের আড়ষ্ট ভাব দূর করিবার জন্য পা-হাত-পা ছড়াইবার কিরূপ চেষ্টা হয়; আমরা কিরূপ খিটখিটে হই এবং আমাদের স্বভাব বিপ্লবাত্মক ভাব কিরূপ ঘনাইয়া আসে।

অনেকে ধরগোল পুষ্টিতে ও পানী পুষ্টিতে ভালবাসেন। ইহারা এই সকল পতঙ্গকীদিগকে ছোট ছোট খাঁচার ভিতরে তরিতা রাখেন। ইহারা তাহারা দেখেন না যে, ছাড়া-অবস্থার ধরগোল পক্ষী প্রভৃতি পতঙ্গকীর্ণ আনন্দ-উৎস্রাস্ত্রাণে বন্টার পর বন্টা খেলাধুলা করিতে কিরূপ ভালবাসে। ধরগোলেরা কচি কচি অনেক রকম শাকসবজী খাইতে বড় ভালবাসে। পানীরাও তেমনি নাঠে গিয়া কচি কচি ধান ছোলা প্রভৃতি শস্য খাইতে খুঁই ভালবাসে। এই সমস্ত আনুদে জীবজন্তুদিগকে খাঁচার ভিতর জোর করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখা এবং তাহাদের সম্মুখে আহার্যের নামে কতকটা শস্যাদি ধরিয়া দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত বলা যায় না। আমাদের কাছে যদি একটা আলমারিতে বড় রাখিয়া কিছুদিনের উপযুক্ত খাদ্য সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়, তখন আমাদের মনের অবস্থা কি রকম হইবে?

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অরবঙ্গ প্রভৃতির জন্য আমরা যেমন পিতামাতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকি, আমাদের গৃহপালিত জীবজন্তুসকলও সেইরূপ আমাদেরই উপর তাহাদের অরবঙ্গ প্রভৃতির জন্য সুখস্বাস্থ্যের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জীবজন্তু গণ প্রতিদিনই তাহা জলের অভাব অনুভব করে। আমাদের কাছে যে দিন মদিন পায়ে টকো সুখ দেওয়া হয়, কিংবা শুকনো ধূলাকাহার তরা ও মাছি-বলী খাবার কেতরা হয়, তাহা হইলে আমাদের মনের অবস্থা যে রকম হয়, মদিন পায়ে কাঁদাখোলা খাওয়া দিলে বা বাসী খাবার

বিলে তাহাদেরও মনের অবস্থা কতকটা সেই রকম হয়—আমরাও দেখিয়াছি যে তাহারা এই রকম খাবার অনেক সময় কেবল দেয় এবং এই প্রকার ভাল স্পর্শও করে না।

অনেকেই জানে যে বোড়াকে সদয় ব্যবহারে কি রকম বশীভূত করা যায়। বাংলাদেশে তাহাদের পাঠ্য অনেক গ্রন্থে আদর্শ বোড়ার কথা পড়িয়াছে নিঃসন্দেহ। বুদ্ধকেই আদর্শ এক সৈনিককে তাহার আদর্শ বোড়া কিরূপে সুখে বসিয়া বসুন্ধে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, যেটুকু বিবরক প্রায় সকল গ্রন্থেই উহা উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। বোড়ার প্রতি নির্ভর ব্যবহার করিলে উহা কিরূপ বিপদাটীয়া হয় এবং কোন প্রকার শাসন মানিতে চাহে না, তাহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা যায়। লেইরূপ নির্ভর ব্যবহার অশ্বপালকদিগের নির্ভর হস্তের পরিচয় দায়। অনেক ছেলে বোড়ার চড়িতে ভালবাসে বটে কিন্তু ঠিকমত চলাইতে না জানিয়া লাগাম বড়ই জোরে টানিয়া ধরে এবং তাহার ফলে বোড়া না চলিলে অন্যরূপে তাহার পৃষ্ঠে বড়ই বেশী চাপুক মারিতে থাকে। বালকদিগকে এই প্রকার নির্ভর ব্যবহারের অমিতকারিতা ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রত্যেক অভি-ভাবকের কর্তব্য। কেবল মানুষ নহে, সকল জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে তাহারাও সহজে বশীভূত হয় এবং তাহাদের নিকটে অনেক কাজ সহজে পাওয়া যায়, এ বিষয় বালকদিগের মনে শিক্ষাভ্রমের ভালরূপে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে একটি চলিত প্রবাদ আছে যে, অহিংসাতোষে সিংহ যোগীশূনিগণের নিকট হিংস্র ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণও স্বীয় হিংস্রাভি পরিত্যাগপূর্বক বশীভূত হইয়া থাকে। বোড়া সদয় ব্যবহার কিরূপে বুদ্ধিতে পারে এক ইংরাজ লেখক তাহার গ্রন্থে তাহার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। একটি বোড়াকে এক পাহাড়ের উপর বোঝাই-পূর্ণ একটি গাড়ী টানিতে দেখা হইয়াছিল। বোড়াটি কিছুদূর গিয়া আর টানিতে না পারায় বামিরা পেল। এই বোড়ার মনিব বোড়াটাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি বোড়াটির পিঠ চাপড়াইয়া এবং তাহাকে অনেক আদরের কথা বলিয়া সেই পাহাড়ের উপরে উঠিবার জন্য আর একটবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। ঐ বোড়াটি মনিবের কথাগুলি মেন মেন শ্রুতিতে পালিল। তখন সে আহার-সমস্ত বস দিয়া গ্রাম পর্বত পণ করিয়া সেই বোঝাই গাড়ী পাহাড়ের শিখরদেশে টানিয়া উঠাইল এবং তাহার ফলে সে গ্রামত্যাগ করিল। বলা বাহুল্য, মনিব তখন অল্পের বোড়াকে স্বহস্তে হত্যা করিবার বেয়া অস্বস্তি করিতে লাগিলেন।

পশুপক্ষী পুষ্টিতে সেগে বড়ই সন্তোষ তাহাদের ভাষা ও মনের ভাব-বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহাদের মনের ভাব, তাহাদের সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিলাস বুঝিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া জানিতে হইবে। আমরা বাল্যকাল অবধি নিবিরা আদিয়াছি যে পশু-পক্ষীরা “বোবা”—কারও তাহারা মানুষের মত কথা বলিতে পারে না; কিন্তু একথা ঠিক নয়, তাহাদের ভাষা আছে এবং তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্রমতাও বকেই আছে। আমরা তাহাদের মনের ভাব ও ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করি না বলিয়াই আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আমরা বাল্যকালে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম, এক ইংরাজপক্ষীক একটা লেগুপিঞ্জর নির্মাণ করিয়া আফ্রিকার এক ভীষণ জঙ্গলে উড়া গইয়া গিয়া নানাবিধ পশুপক্ষীর ভাষা বুঝিবার জন্য আপনি উহার মধ্যে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন। পশুপক্ষীর ভাষা ও ভাব বুঝিতে গেলে এইরূপ-সম্ভবতাবে ও বৈধা-সহকারে ঐ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা তাহাদের মনের ভাব বুঝাইবার জন্য কত বিভিন্নভাবে চীৎকার করে এবং মাথা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কত রকমে সজালিত করে, তাহা বলা যায় না। আমরা সে সকলের দিকে একটুও মনযোগ দিই না, সুতরাং তাহাদের মনের ভাবও বুঝিতে পারি না।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এক সাধু পুরুষ সেন্ট ক্রাসিন যে অরণ্যে বাস করিতেন, সেই অরণ্যের পশুপক্ষী-দিগকে তাহার “ভাইতরী” বলিয়া অভিহিত করিতেন। কথিত আছে, মনের পক্ষীরা তাহার নিকট বলিয়া নানাবিধ গান পাহিত। জীবজন্তুদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিলে খুবই শীঘ্র তাহারা উহা বুঝিতে পারে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কোঠপুত্র পূজাপান দ্বিজেন্দ্রনাথ পশুপক্ষী-দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রকাশ করিবার ফলে কঠি-বিড়াল প্রভৃতি জন্তু ও চড়াই প্রভৃতি পক্ষীগণ নির্ভয়ে তাহার ঘরের নিকট বিচরণ করিত এবং তিনি উহাতে বড়ই আনন্দ পাইতেন। সেদিন তিনি যে বিহারদেশীর এক সুপ্রসিদ্ধ জমীদার এক সাধু পুরুষের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সাধু তাহাকে অন্যান্য উপ-দেশের মধ্যে এই উপদেশ বিশেষভাবে দিয়াছিলেন যে, তিনি বতদিন অহিংসাতাব স্বরূপে পোষণ করিবেন, ততদিন তিনি পশু পাপসকল মন অরণ্যে প্রবেশ করিলে ব্যাঘ্রাদি কোন হিংস্র জন্তু তাহাকে সুহৃদের জন্যও স্পর্শ করিবে না। এই পরম শ্রুতি হউক বা মিথ্যা হউক, কিন্তু যে সন্ন্যাসীপুরুষের নিকট ইহা

তিনিহিঙ্গন, তিনি আবার এক প্রকৃতি কল্পনার
এক স্রষ্টা, একটি স্রষ্টা নামে উপস্থিত। এই প্রকার
একটি স্রষ্টাটিকে আমরা যেহেতুহিঙ্গন।
কারণের দ্বারা সর্ব স্রষ্টা প্রকৃতি অতীত স্রষ্টা ও
হিঙ্গন স্রষ্টাপ্রকৃতি স্রষ্টা কল্পনার অনেক পর ও
কথা আমাদের দেশে, বিশেষতঃ সাধুসম্প্রদায়িকের মধ্যে
প্রচলিত আছে ইহা-নাম কথ্য। আমাদের যেসময়
অধিকাংশ জ্ঞান হিঙ্গন জ্ঞান কথ্য কথ্য বলিয়া অভিহিত
আছে।

শিবিরপ্রত্যাগতদিগের জন্য

প্রার্থনা।

(ত্রিভুজানুষ্ঠান)

[বিপদ ইউরোপীয় মহামুছের পর বিভিন্ন শ্রেনীর
বলসেনা গঠিত হইয়াছিল। তাহাদিগের অনেকগুলি
বিশেষে পিতা মুরুজের বিশেষ কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া
আনিয়াছিল। বর্তমানে সেই সকল সেনাসমূহের অনেক-
গুলি উঠিয়া গিয়াছে। যেগুলি অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগকে
সমস্ত সমস্ত সমস্তের বাহিরে পিতা শিবিরবাসী হইয়া
কুচ-কাওয়ার করিতে হয়। ইংরাজ প্রকৃতি জাতির
মধ্যে এইরূপ শিবিরবাসী সেনাসমূহী, শিবির হইতে
কুচ প্রত্যাগত হইলে তাহাদিগের জন্য ভগবানের
সিকট প্রার্থনা করিবার একটি সুকল রীতি প্রচলিত
যেহা যায়। সেই রীতি অনুসরণ করিয়া আমাদের
দেশবাসী শিবিরপ্রত্যাগত সেনাসমূহীদিগের জন্য একটি
প্রার্থনার আদর্শ নিম্নে দিলাম।]

হে মহাময় বিধাতা! আমাদের যে সকল বন্ধুবান্ধব
দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য সেনাসমূহীভূত হইয়া কুচ-
কাওয়ার জন্য বিশেষ বাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন,
তাহাদিগকে তুমি নির্বিকারে ও নিরাপদে আমাদের
মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছ, এইজন্য আমরা তোমাকে
কৃতজ্ঞতাভরে বার বার নমস্কার করি।

মুক্ত পদনের চক্রান্তের নিম্নে বাপসমূহ পদন
অঙ্গণের সম্বন্ধিত নদীর্ঘ পদনসমূহে ইহাদিগকে সর্বদাই
ক্ষিপণ করিতে হইত; পতীর নিম্নে একমাত্র চক্রান্ত
নিষ্ঠাযোগ্যতাই উপস্থাপন হইয়া ইহাদিগকে পদপ্রদর্শনে
সম্মত করিত। ইহারা আত্মীয়স্বজনকে পরিচয়
করিয়া সুস্থবর্তী হইলে বাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যেখানে তুমিই স্রষ্টা হইয়া ইহাদিগকে সান্নিধ্যের
বিস্তারিত হইতে সর্বদাই স্রষ্টা করিয়া আনিয়াছ।
তোমারই প্রকারে ইহারা সেই অজানা স্থানেও অ-
জ্ঞের সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রত্যেক
কৃতজ্ঞেরই কখন ইহাদিগকে আশ্রিত করিবার জন্য
মুগ্ধা বাসিয়া উদ্ভিত এবং শিকারকল নিশ্চয়িত হইত,
তখন ইহারা ক্ষতিবিশেষে পর্যাভ্রাণ করিয়া নানাবিধ
কামানের সাহায্যে শত্রুরের দৃঢ়তা সাক্ষ্য করিতেন।
তৎপরে ইহারা সমস্ত দিবস ধরিয়া কুচ-কাওয়ারের পর
আকাশে সজ্জাতক প্রকাশ পাইলে বিবিধে কিরিত
আনিতেন। এই সকল বিভিন্ন অস্ত্রের মধ্যে ইহারা
যে অস্ত্রশরীরে কিরিত আনিয়াছেন, তাহার অন্য
কামরা তোমার চরণে কৃতজ্ঞতানিবন্ধনের উপস্থাপন
করিয়া পাই ন্য। ইহাদের অন্তর হইতে যে-
হিঙ্গন প্রকৃতি স্রষ্টা প্রকার কুচাব উপস্থাপিত করিয়া
হাও। ইহাদিগকে দেশের কল্যাণকরিতা পরিচয়
কর এবং কথ্য মৈত্রী প্রকৃতি স্রষ্টা সাধুসমূহ
পরিবর্তিত কর। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-কলহ
যেন স্থান না পায়। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত
ইহাদিগের সম্মুখীন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া হাও।

তুমি যে ইহাদের এবং আমাদের সকলের জন্য
সাধুসমূহ স্রষ্টার উপস্থাপন করিও ও বল, তৎ
ও বর্ষ প্রেরণ করিয়াছ, তৎকাল আমরা তোমাকে
কৃতজ্ঞতাভরে বার বার নমস্কার করি।

হে ভগবান! আমরা তোমার কাছে কামনাকরিতে
প্রার্থনা করি যে, আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের
মধ্যে সীমিত দেশের আত্মরোপে শিকারিদের বা কুচ-
করে যেহেতুই বাস না কেন, তাহাদের যেন উপস্থাপন
আমাদের এবং সুখের জগের অমাব না হয়, যেহেতু
উপর অধ্যবসায় হইলে তাহাদের চিকিৎসা ভয়
জনক বা হয়। তুমি তাহাদের স্রষ্টা হইয়া তাহাদিগকে
সকল বিপদ আপদের মধ্যে সর্বভোগ্যে রাখ। করিও।
তাহাদের উপর তোমার সকল আশীর্বাদ বর্ষণ করিও,
যাহাতে তাহারা তাহাদের জীবন, কি বাহিরে কি গৃহ-
একত্রিত পরিচালিত করেন যে, তাহাদের সেই জীবন-
বেধিত উত্তরবর্তী ন্যেকের বৌদ্ধ নরকারে তাহাদের
প্রাক-অঙ্গন করিতে পারেন। দেশকালক্রমে কল্যাণ
হইত, আমরা যেন সকল অবস্থাতেই ও সকল সময়েই,
কি জীবন, কি মরণ, তোমারই প্রসন্নমুখি দেখিয়া
সম্মত হই।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ ।

(দ্বিতীয় অধ্যায়)

ব্রাহ্মসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে সকল শাখার সমবেত চেষ্টা আবশ্যিক । বহু ব্রাহ্মসমাজ নবীন উদ্যমে ব্রাহ্মবর্ষপ্রচারকাণ্ডে ব্রতী হইয়াছিল, সে সময়ে বেশে ধর্মের আবহাওয়া অতি পোচনীয় ছিল । নানাপ্রকার সংকীর্ণতা, কুসংস্কারাদি আলিয়া বেপের বর্ষজীবনকে নিভেজ ও নিম্নস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল । কিন্তু আর ভারতের সকল বর্ষসমাজ মধ্যেই এক সবদুগের অভ্যুদয় হইয়াছে । সকল বর্ষসমাজই আপন আপন ধর্ম হইতে কুপ্রথা, কুসংস্কার, সংকীর্ণতা প্রভৃতি বহিষ্কৃত করিয়া সংস্কারকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াছে । সবদুগের আলোকে সকল সমাজসমূহই অস্বাভাবিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে । সুতরাং এখন আনাদিসককে পূর্বকার ভাব-প্রণালীরও সমরোচিত পরিবর্তন করা আবশ্যিক হইয়াছে ।

একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, আমাদের মধ্যে দলাদলি এবং দৌড়ানিই ব্রাহ্মসমাজের মহা অনিষ্ট করিয়াছে । এই দলাদলির ভাব বত্বিন না দূরীভূত হইবে, ততদিন সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না ; বহু দিন দিন এই কঠিন ব্যাধি বঙ্গদেশের সার সমাজকে কীপ, মলিন ও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিবে । তাহার পর বাহ্য অবশ্যভাবী তাহাই বটিবে ।

ব্রাহ্মসমাজের বিভাজনজন্যের মধ্যে অনেকেরই ইহা সুবিধা হইবে । কিন্তু পরিভ্রমের বিষয় যে, এখনও এই বিবদ ব্যাধির চিকিৎসার বিশেষ কোন কার্যকর হইতেছে না । ইহার সেতাপক অভ্যুদয়ের দ্বারা বশত এই দলাদলির প্রভাব এখনও অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না । এই দলাদলির ভাব এই কতদূর ভীতাহারের মননের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । সেতাপনের এই অসহ্য বেদিল বকসলের অনেক ব্রাহ্ম কর্ণাহিত হইয়াছেন । তাহাদের সকল উদ্যম, সকল উৎসাহ নিরাশার ঘোড়ে ভাসিয়া বাইতেছে । অনেক কর্ণবীর বিশেষতঃ উৎসাহী ব্রাহ্ম ক্রুদ্ধ ও নিভেজ হইয়া দীর্ঘমেয়াদে মরু-রসেই তাগিয়া রাখিতেছেন । তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস যে, বত্বিন এই সকল গভীর্ণবিকার কেতবৎ বিদ্যমান থাকিলে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব ।

কয়েক বৎসর পূর্বে অনেক আদিব্রাহ্মসমাজের কয়েক দল যৌব-সম্প্রদায় ছিল । আদিব্রাহ্মসমাজের যৌবদলনে, যৌব-বিশিষ্টতা-কিন্তু যত করত-বহন করিয়া আসি-

লম্বাক কে মতামতীক উত্তরতঃ তেপাইল অসম্মতঃ, তাহা সকলেই অবগতঃ অসম্মতঃ । কয়েক ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি কাণ্ডে আদিব্রাহ্মসমাজের বীজক হইতঃ প্রসঙ্গিক হিঃ, তাহা বোঝায় অসম্মতঃই আরোহণঃ । প্রঃকে যুগ্ম কারণ বর্গ-ইহাঃ ব্রাহ্মসমাজ কেবলতঃ সেনা প্রভৃতি কতঃ বহনঃ প্রভৃতি করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রঃ সকল-কিন্তুই এখন অসম্মতঃইহাঃ । তথাপি এখনও যে আদিব্রাহ্মসমাজ সমস্ত অন্যান্য শাখার নেকসংগে মতঃ বিশেষ কিছু পরিবর্তন কইয়াছে, তাহা অনেক হইয়া । তাহা পর কেতোন কারণেই হউক না কেন, অবশিষ্টব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে মনোভাবিতা বর্তমান, তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বর্তমানঃ বহিয়াছে । গত পতবার্ষিক উৎসবের সময় ইহার অনেক প্রমাণ পাঠকঃ পিতঃ । এমন অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা এর বাস্তবত্ব হইবে, তাহা আর অস্বীকার কি ?

প্রকৃতপক্ষে এখনও তিনটি সমাজ বেশ তিনটি পৃথক ভাতিতে পরিণত বহিয়াছে । ইহার ভবিষ্যৎ কল কে কি হইবে, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক হিতৈষীরই চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যিক । সমাজের আভ্যন্তরীণ কার্য-প্রণালিতে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য দলাদলির ভাব পোষণ করা যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা কাহারও বুদ্ধিগোচর হইতেছে না । দলাদলির আধরণ পরিয়া আমরা না কোনক্রমে আমাদের জীবন অতি-বাহিত করিতে পারিঃ ; কিন্তু এই ভাব দূরী হইতে হিঃ আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের অকল্যাণ যে কি হইবে, তাহা তাবিনার কি এখনও সময় আসে নাই ?

আমি এই একটি প্রস্তাব করিতেছি যে, তিন সমাজের বিশিষ্ট সভাপণকে লইয়া একটি সম্মত গঠিত করা হউক । এই সম্মতের দ্বারা সকল সমাজের মধ্যে মৈত্রীভাব আনয়ন করিয়া বাহ্যতে ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন লাভ করে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা বাইতে পারে । এ সম্মত কিছু চেষ্টাও করা হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কল হয় নাই । বলা বাহুল্য যে, তিন সমাজের মধ্যে বিশেষ মনোভাব স্থাপন হইলে সমবেত কার্য করিবার লব পরিচাল হইতে পারে ।

আমরা বিতীর্ণ প্রস্তাব এই যে, তিন সমাজের মধ্যে অসম্মতের অধন-অধন করাঃ আদিব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য সমাজের আভ্যন্তরীণকে যৌবব্রহ্মে আচ্ছাদন করিয়া একিকরঃ পরঃ অসম্মতঃ প্রসঙ্গ করিয়া জিয়াঃ । অসম্মতঃ, এই মনোভাব চেষ্টাও করা করিয়ে তিন সমাজ সমবেতভাবে গঠিত হইবে ।

আপনাপন সমাজের স্বাভাবিক রক্ষা করিয়াও যে এক-
যোগে কার্য্য করিতে পারা যায়, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তদশ
আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্তমান হিন্দু-
সমাজের মধ্যেও অনেক সপ্তদশ আপনাপন স্বাভাবিক
রক্ষা করিয়াও একযোগে কার্য্য করিয়া থাকেন। তবে
ব্রাহ্মসমাজ কেন পারিবে না?

অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, গত শতবার্ষিক উৎসবের
সময় তিন সমাজের এই প্রকার মিলন সাধিত হইবে।
কিন্তু প্রথের বিবরণে, কয়েকজনের সহায়ত্বের অভাবে
শে আশা ফলবতী হয় নাই। সম্মিলিত উৎসবদিতে
একত্র মিলিত হইলেও অনেকের মন হইতে অমিলের
ভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই।

যাহা হউক, এখন অবশিষ্ট বাস্তব সঙ্কল
সমাজের মধ্যে আন্তরিক মৈত্রীভাব আনয়ন করিতে
পারা যায়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা কর্তব্য। আমি
প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে এসম্বন্ধে একটু বিশেষ চিন্তা
করিতে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, আমার এই
অনুরোধ মার্ফ হইবে না। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে
তত্ত্ববোধি প্রদান করুন।

দেবমন্দিরে প্রবেশনিষেধ।

(ঐকিত্ত্বজন্য ঠাকুর)

আমরা মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়া আসিতেছি
যে, ভারতের অনেক স্থানে অশ্লীল বলিয়া অনেক
জাতিকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।
ইহার ন্যায় বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে মর্যাদিক বিষয়
উপস্থিত করিবার কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মহাত্মা
গান্ধী এই অশ্লীলতা দূর করিবার চেষ্টায় মনোযোগ
নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাদের নমস্কার। সম্প্রতি
সংবাদপত্রে দেখিলাম, কটকজেলার অন্তর্গত জগৎসিংপুর
খানার অধীনস্থ বাউলপুর গ্রামে কুস্তকারদিগকে অশ্লীল
বলিয়া তৎপাকার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা
হইয়াছে। ইহার প্রত্যুত্তরে কুস্তকারেরাও ব্রাহ্মণাদি
উচ্চতর জাতিদিগকে তাহাদের প্রস্তুত হাঁড়ি প্রভৃতি
বিক্রয় করিবে না বলিয়া সত্যপ্রবাহ করিয়াছে। তবে
এই পরস্পরবিদ্বেষের ভাব দূরীভূত হইবে, তাহা মঙ্গলময়
বিধাতাই বলিতে পারেন। কিন্তু ইহা ঠিক কথা যে, এই
প্রকার জাতিবিদ্বেষ দূরীভূত না হইলে আমরা বড়ই
কেন স্বাধীনতা পাই না, দেশের সুখখ্যাতি ও শান্তি
আনয়ন করা নিতান্তই দুঃসংসার হইবে।

কিছুপা সামান্য কারণে এই জাতিবিদ্বেষ ভীষণ-
ভাব ধারণ করিতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত
একবার আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। বনিতো
নামক একটি গ্রাম জগন্নাথ-কেন্দ্রের বিপ্লব-কেন্দ্রের অন্ত-
র্ভুক্ত। তথায় পশ্চিমবঙ্গের মহাদেব নামক একটি বহুদিনের
পুরাতন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই পশ্চিমবঙ্গের
জগন্নাথদেবের অংশ বলিয়া পূজিত হন। উক্ত গ্রামে বাউরী
নামক এক জাতিতে অশ্লীল ও অনাচারময় পুণ্যধর্ম
বিস্তার করা হয়। বায়ুসঞ্চালিত বস্ত্র দ্বারা বা প্রত্যক্ষ দেহ-
সংযোগে উহাদের সহিত উচ্চতর কোন জাতির
সংস্পর্শ ঘটিলে সদা সদা জাতিচ্যুতি ঘটে। একবার তথায়
হুই জাতিভ্রাতার মধ্যে বিবাদ ঘটয়াছিল। উভয়েই
পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল,
কিন্তু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে এক-
দিন এক ভারবাহক বাঁকে করিয়া এক ভ্রাতার জল
লইয়া বাইতেছিল। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, অপর
ভ্রাতার দলস্থ লোক রটাইয়া দিল যে, ঐ জলের কলসে
এক বাউরীর বস্ত্রের খুঁটি লাগায় ঐ জল অশ্লীল হইয়াছিল।
কিন্তু উহা ভ্রমক্রমে বিরোধীরা ভ্রাতা কর্তৃক ব্যবহৃত
হওয়ার তাহার জাতিচ্যুতি ঘটয়াছে। এইবার দলদল
খুব পাকিয়া উঠিল। সমস্ত গ্রামটা হুই দলে বিভক্ত
হইল। চাব-আবাদ প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কার্য্যই
বন্ধ হইয়া রহিল। এই সংবাদ শুনিয়া আমি তথায়
গিয়া পড়িলাম।

উক্ত গ্রামটা আমাদের ভূমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। আমি
কয়েকজন কর্তৃকুশল ও আমার মতসমর্থক কর্তৃকচারী
সঙ্গে লইয়া গেলাম। আমি করুণাপ্রসঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের
মহাদেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তারম্বরে “ওঁ পিতা নোহসি”
প্রভৃতি বেনবস্ত্রে তপস্বানের অর্চনা করিয়া উভয় দলের
নেতৃবৃন্দকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিজ্ঞাপন করিলাম,—
“এই পশ্চিমবঙ্গের মহাদেবের কেন্দ্র জগন্নাথদেবের বিপ্লব-
কোণী কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত কিনা?”

উত্তর। হাঁ।

প্রঃ। জগন্নাথদেবের পূণ্যক্ষেত্রে জাতিভেদ মানা
পাশ কিনা?

উত্তর। হাঁ, পাশ।

এইরূপ প্রয়োক্তরের পর তাহাদিগকে দলদলি
জাতিভাব অমুরোধ করিলে দলদলি সহজেই ভাঙিয়া
গেল। অশ্লীলতা কিংবদন্তি পুণ্যগর্ভ ভিত্তির উপর দণ্ডার-
বান, তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই বিষয়টির
উল্লেখ করিলাম।

অশ্লীলতা লব্ধে আর একটি কথা সর্বদাই আমার
মনে হয়। আমাদের চলতি কথা এই যে, শ্রুতিকর্ম্ম

যুগ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উদয় হইতে
 বৈশ্য এবং পশু হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইরাছে। অবশ্য
 ইহার শাস্ত্রোক্ত ভিত্তি আছে। শাস্ত্রীর উক্তি পড়িলেই
 বুঝা যায় যে, উহা অসঙ্গতঃ পরিবার জন্য উক্ত হয় নাই।
 বলিতে গেলে চতুর্ভূষণের কার্যবিভাগ অর্থাৎ কার্য-
 বিভাগের ফলে চতুর্ভূষণের যথাব্যুক্ত উৎপত্তি বুঝাইবার
 জন্যই শাস্ত্রে উহা উক্ত হইরাছে। কিন্তু সেই কারণে যে
 শূদ্রদিগের স্পৃষ্ট অন্ন আশ্রয় ও আশ্রয় হইবে, এমন
 কথা কোথাও উক্ত হইরাছে বলিয়া জানি না। ভগবদ-
 বিভাগ অনুসারে চতুর্ভূষণ রক্ষা করিবার কথা বাহ্য
 ভগবদনীতির ব্যাখ্যাত হইরাছে, তাহা আমাদের মত
 সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মহাসংহিতার একস্থানে শূদ্রগত অন্ন
 সাধারণতঃ অশ্রয় বলিয়া উক্ত হইরাছে হটে, কিন্তু এই
 শ্লোক যদি প্রসিদ্ধ বলিয়াও ধরা না যায়, তথাপি ইহা
 বলিলে কিছুমাত্র অসঙ্গত হইবে না যে, সেই সময়ের
 অবস্থাবিবেচনার মহাসংহিতা ঐ কথা বলিয়াছেন। সে
 সময়ে সম্ভবতঃ আর্ঘ্য ও অনাৰ্ঘ্যদিগের মধ্যে বিবর বিরোধ
 চলিয়া আসিতেছিল। খাদ্যস্রবো শূদ্র বা অনাৰ্ঘ্যগণ
 কে কখন অন্ন বিব প্রদান প্রভৃতি মান্য উপায়ে আর্ঘ্য-
 গণের অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় যে-সে শূদ্রের হস্ত
 হইতে অন্নগ্রহণ নিষেধ করিয়া দেওয়া হইরাছে।
 শূদ্রদিগকে ছই ভাগে বিভক্ত করা হইরাছে। (১) বাহারা
 আর্ঘ্যদিগের অনুগত বা সংশূদ্র, এবং (২) বাহারা অননুগত।
 এই অননুগত শূদ্রদিগের লব্ধেই স্মৃতিগ্রন্থে নিষেধবিধি
 জারি করা হইরাছে। যদি সকল শূদ্রই সত্য সত্য অন-
 চরণীয় হইত, তবে কোন সময়েই—এমন কি, মৃত্যুসঙ্কটেও
 চণ্ডালের অন্নতরুণের বিধান মহাসংহিতার ন্যায় সর্বমান্য
 স্মৃতিগ্রন্থে উল্লিখিত হইত না।

তাবিরা দেখিলে অস্পৃশ্যতার অসম্ভবতা সহজেই বুঝা বাইবে। ভগবানেরই চার অঙ্গ হইতে যদি চার বর্ণের উৎপত্তি হইয়াই থাকে, তবে কে কাহাকে অস্পৃশ্য বলিতে পারে? ভগবানের মুখও যেমন পবিত্র, তাঁহার কাহও তেমন পবিত্র; তাঁহার বাহও যেমন পবিত্র, তাঁহার উদরও তেমন পবিত্র; তাঁহার উদরও তেমন পবিত্র, তাঁহার পদও তেমন পবিত্র। কাহেই বিজ্ঞান্য এই যে, কাহার এমন অবিকার আছে যে, ভগবানের যে কোন অঙ্গ হইতে উৎপন্ন কোন জাতিকে অস্পৃশ্যবোধে দূরে ঠেঁগিয়া রাখিতে পারে? অবিকার না থাকিলেও ভাবতবাসী এই পাণ বহিরা আসিতেছে-বহিরা ভাবতের কিরণ অবনতি ও সর্জনশ সাধিত হইয়াছে, তাহা চতুর্দশ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই স্তম্ভবার্গ বেশ হইতে বহু নীর বিভাক্ত হই, তবুই সেনের জল।

নিরাকৃতিসমূহকে অন্যান্য ব্যবহারস্থলে যদি বা
অশুভ্য ধর্ম যায়, তথাপি দেবতার বলিবে তাহাবিগের
প্রবেশনিষেধ অপেক্ষা অন্যান্য অসমত ও প্রোতকর্ষক
আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার ফলে ঐ সকল
অশুভ্য আতিশিগের অন্তরে ব-ব সমাজ পরিত্যাগের
কথা লাগিয়া উঠে এবং কাজেই তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য
সমাজবন্ধনও শিথিল হইবার উপক্রম হয়। যতদিন
ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক ভাব পোষবাসীর মনে বহুমূল
থাকিবে, ততদিন এই ছুঁৎমার্গ বিদূষিত হওয়া সম্ভবপর
হইবে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুধর্মের যাত্রা সার, সকল
ধর্মের যাত্রা সার, সেই সভা ধর্ম অবলম্বন করিলেই
সর্ববিধ সাম্প্রদায়িক ভাব এবং তৎসঙ্গে ছুঁৎমার্গ প্রকৃতি
অনাচার-কদাচারসমূহও যে অতিরে অন্তর্হিত হইবে,
তাৎহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঐন্দুপরিচয় ।

महाः अक्षरं अक्षरं अक्षरं न अक्षरं महाअक्षरम् ।
अक्षरं नामुक्तं अक्षरं एव धर्मः महात्मः ।

স্বাধীনতার পথ—শ্রীযুক্ত সান্দ্রারণ চন্দ্র বন্দ্যো-
পাধ্যায় প্রণীত । ৯৯২ রমানাথ বসুদেব ষ্ট্রিট, লরন্থতী
লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ।

একদ্বিধা শ্রমিক বাস্তবিক রাসেলএর Roads to Freedom গ্রন্থের সার সংকলন বলিয়া লেখক অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে আমরা একদ্বিধা বস্তুর এই বলিতে পারি। বস্তুতঃ ইহা socialism তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সার বলিলেও অত্যাধিক হইবে না। বাঁহারা বর্তমান রাষ্ট্রনীতিবিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। ইহাকে তাঁহারা জাতিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় পাইবেন। গ্রন্থকার তাঁহারা নিবেদনে সাম্যবাদের যে অর্থ করিয়াছেন 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ শক্তিবিকাশে পূর্ণ অবসর ও সুযোগলাভ করিবে', এই অর্থের সহিত আমরা সম্পূর্ণ সার মিলিতে পারি; কিন্তু যে সাম্যবাদে 'দুর্ভিক্ষ-মিহিরিতের এক করা হয়' অর্থাৎ উচ্চনীচতাসম্পূর্ণ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, সে সাম্যবাদের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি না। বোধ হয় 'বিশ্বব্যাপী কৃষি' এই অর্থের সাম্যবাদের পক্ষপাতী নয়। কারণ সেখানেও দেখা যায় যে, শ্রমিকগণের উপযুক্ততা অনুসারে কেন্দ্রাদির উচ্চনীচ হার নির্দিষ্ট করা হইতেছে। আমরা প্রত্যেক বস্তুর সহিত সম্পূর্ণ একমত না হইতে পারিলেও রাষ্ট্রনীতিতে নিম্ন বৈশ্বাসী ব্যক্তিকে ইহা পাঠ করিতে অসুযোগ করি।

করিয়া বিভিন্ন বর্ণাশ্রমজীবনের মধ্যে কিছুকাল নিজেও আসন্ন কিছুতেই অটুট রাখিতে পারিবে না। সাধারণতঃ কোন জাতীয় ব্যবসায় বংশোদ্ভূতের মামিরা আসিলে তাহার উৎকর্ষসাধন অধিকতর সম্ভব বটে; কিন্তু যদি সেই বংশের কোন ব্যক্তির অন্য কোন কক্ষে মাথা স্থিরা হয়, তবে তাহাকে জাতিগত বর্ণবর্ণের কারণে বলপূর্বক তাহার বংশগত ব্যবসারে ধরিয়া রাখা যৌথ হয় কিছুতেই সম্ভব হইবে না। গ্রন্থকার গীতোকৃত অর্থ ও পরমর্শ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, আমরা তাহার সঠিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না বলিয়া চ্যুত। মোটামুটি বলিতে গেলে আমরা গ্রন্থকারের সঠিত একমতে বলিতে পারি যে, ভারতে বর্ণাশ্রম-ধর্মের উপর (অবশ্য গুণকর্মবিভাগজ হইলে) যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেই সাম্যবাদ যে কোন দেশ, যে কোন জাতি অবলম্বন করিবে, সেই দেশ ও সেই জাতির মধ্যেই শান্তি স্থাপিত হইবে। কুরি ও চরকার ন্যায় ভারতে আবলম্বন আনিবার প্রেরণার পছন্দ যে দ্বিতীয় নাই, এবিষয়েও আমাদের মতবৈধ নাই।

কি. মা. ১।

রামপ্রসাদ—ধর্মমূলক পঞ্চাশ নাটক। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান চাত্রা শ্রীরামপুর। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

ভক্ত রামপ্রসাদ-চরিত্র বাক্যনির পরম প্রচার বস্তু। তাঁহার জীবনকথা মইরা এই নাটকখানি রচিত। নাটকের অনেকস্থান খ্রিস্টানের অমিত্যাকর ছন্দে রচিত। ভক্তিরসের প্রাচুর্য্যে রচনা স্থানে স্থানে বেশ সরস ও মধুর হইয়া উঠিয়াছে। কিছু কিছু ছন্দগতন আছে। এই নাটকের রামপ্রসাদ ও ভক্তচরিত্র পরস্পরে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, এই অভিনব সংবাদটি নাট্যকার কোথা হইতে পাইলেন জানি না। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভক্ত রামপ্রসাদ" পড়িয়া গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়াছেন। গ্রন্থকারের আন্তরিক ভ্রাতা ও বিশ্বাসের দ্বারা নাটকখানি প্রায় সর্বত্রই ছপাঠা হইয়াছে।

যো. চ. চৌ.

কিশোরী—সচিত্র বার্ষিকী। শ্রীযুক্তাশ্রম বি-এ বি, টি, এল, টি, ডি, সম্পাদিত। মূল্য ২ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ২০৪নং বর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট।

গ্রন্থখানি হুন্দর বাবা, হুন্দর কাগজ ও হুন্দর ছাপা। ইহাকে আমরা পত্রিকার আসনে না বলাইরা একখানি সুন্দর গ্রন্থের আসনে বিভে প্রেরিত। গ্রন্থখানি কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের কৌতুক-হৃৎ কৃপ করিবার অনেক বিষয় ইহাতে আছে।

কবিতাগুলিও সুনির্মীত হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি মনোপ্রাণী চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহাতে রাণী রাগমণির কয়েকটি জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি আমাদের বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। তন্মধ্যে তিনি তীর্থযাত্রার জন্য আয়োজন করিয়া যেই তুলিলেন যে বন্ধে হৃদয় লাগিয়াছে, তখনই তিনি তাঁহার তীর্থযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া তখনই সংগৃহীত অর্থ হুজিফনিবারের জন্য দান করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই ঘটনাটি কেবল বর্তমান কালের জন্য নহে, সর্বকালেই উল্লেখযোগ্য বলিয়া টহার উল্লেখ করিলাম। কেবল "নজ্জা" গ্রন্থে ভট্টকরের Expression বাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা না দিলেই ভাগ হইত। কিশোর-কিশোরীগণ এই গ্রন্থে তাঁহাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাইবেন।

জলজীবী—শ্রীহরিশ্রম সেন প্রণীত। ২২৫বি, যামাপুতুর সেন হইতে শ্রীযুক্তাশ্রম নক্সবার কল্লিক প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা।

ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। লেখকের ভাবার উপর কিছু দখল আছে বটে কিন্তু যে ভাবের উপর তিনি গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, আমরা সেই ভাবের কিছুতে সমর্থন করিতে পারি না। গ্রন্থের নারিকা বর্তমান কালের উপযোগী সেমিজ, জ্যাকেট ও সাজী প্রভৃতি পরিচ্ছদ বতরিন পরিধান করিত ততদিন তাহার চরিত্র কল্পিত ছিল; আর এখনই সে ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া শুধু সাজীর উপরেই নির্ভর করিল, তখন তাহার চরিত্র কল্পনামূলক হইল। এইরূপ ধারণা আদৌ সমর্থনযোগ্য নহে। গ্রন্থকার উক্ত আদর্শ সমুখে ধরিয়া গ্রন্থ লিখিলে নিশ্চয়ই-সফলকাম হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কি. মা. ১।

ভাগবত-ধর্ম—দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্তাশ্রম মলিক বি-এ ভাগবতর বৈকবিন্দিতকৃত প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান সরকার বিশ্বাস এণ্ড কোং, ২নং প্যানাচরণ বে স্ট্রিট কলিকাতা। মূল্য ১ টাকা।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ আমরা পাই নাই। কিন্তু তন্মধ্যে দ্বিতীয় ভাগের রসপ্রসঙ্গে কোন বাধা হয় নাই। গ্রন্থকারের সঠিত সন্মত হলে আমরা একমত না হইলেও এইটি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাক্যের বৈকব ধর্মের প্রকৃত মর্ম অবগত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের এই পুস্তক বিশেষরূপ সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থটি বৈকব ধর্মের প্রতি প্রচার উদ্যম হয়। কৃত্যাব্য প্রবণের ফলে বৈকব ধর্মের প্রতি অপ্রত্যাগত প্রত্যেককে আমরা এই গ্রন্থটির অনুরোধ করি।

ইহাতে পাঠক দেখিবেন যে, প্রত্যেক কর্মের ন্যায় বৈকল্য
বোধের দ্বারাও কত সুন্দর—আশ্চর্য্যও বস্তু উদ্ভূত।

কে. না. ঠা.

রোরোডা জেলের অভিজ্ঞতা।—শ্রীমোহন
বাসু করমন্ডীর প্রাক্তন এগীত “রোরোডার অভিজ্ঞতা”
হইতে শ্রীমতীশচন্দ্র বাসুওরুত কথাহাবার। মূল্য—
১০ আট আনা। ডবল ক্রাউন আকারের ৩৬০+২৪৪
পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

সাক্ষীসহিত্যের পবিত্র ভাবধারাকে যাদালা সারিভে
বহমান করিয়া এক উহা বহনুলো বিজয়ের ব্যস্ততা
করিয়া লেশমাত্রকার প্রিয় সন্তান শ্রীমতীশচন্দ্র বাসু
ওরুত মঙ্গল্য বাসাদীভাজেই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া
ছেন। ইহার “প্রতিষ্ঠানগ্রন্থাবলী”র মধ্যে মহাশয়
পাকীর প্রায় সকল পুস্তকেরই বহনুলো স্থান পাইয়াছে।
আলোচ্য গ্রন্থের অগ্রদূত এক সুন্দর হইয়াছে যে,
মহাশয়জীর নিজের লেখাই পড়িতেছি বলিয়া স্নান হয়।
গ্রন্থখানির নামই ইহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।
অনুবোধ আলোচনের প্রবর্তক হিসাবে রাজপ্রোহ অপ-
রাধে ১৯২২ সালে মহাশয়জীর বধন সুদীর্ঘ ছয় বৎসরের
কারাবাস হয়, তখন তাঁহাকে প্রায় দুই বৎসর “রোরোডা”
জেলের আবহাওয়াতে হইয়াছিল। মহাশয়জীর অমূল্য
জীবনের এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে
স্থান পাইয়াছে। তেরটি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মহাশয়জী
তাঁহার স্বভাবস্বগত অন্তর্দৃষ্টির সহিত বর্তমান কারা-
গারের দোষভণের আলোচনা করিয়া ইহার ভাবী-
সংস্কারের ইঙ্গিত করিয়াছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে কারাগৃহে
অবস্থানকালে সরকারের সহিত সত্যপ্রাণীর কিরূপ
ব্যবহার কর্তব্য, তাহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।
“আমার পড়া” শীর্ষক তিনটি পরিচ্ছেদে আমাদের যুব
ভাল লাগিয়াছে। বেসকল বনীবীক্ষক দেশের প্রকার
পাত্র, তাঁহার যদি তাঁহাদের অধ্যয়নকালের এমনি এক
একটি সুন্দর বিবৃতি প্রদান করেন, তবে উহা গ্রন্থ-
রূপে দেশবাসীর দৃষ্টিদর্শনশীকার কার্য্য করিবে।
মহাকবিগণের গ্রন্থের সহিত। বিশেষতঃ ইতিহাসের
তুলায়, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজের আলোচনার
তিনি আমাদেরকে অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন।
গ্রন্থের প্রারম্ভে মহাশয়জীর লক্ষ্যসঙ্গীতময়ী এবং “পরি-
শিষ্ট” জেলকর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার যে চিঠিপত্রের
আদানপ্রদান হইয়াছিল, তাঁহা স্থান পাইয়াছে। উপ-
সংহারে এই কথাটি লক্ষ্য্য্য যে, “রোরোডা” নামটি
ইংরাজী উচ্চারণের মধ্যস্থতায় আমাদের মিকট প্রকারের
নামের পরিচয়।

স্নেহের দাবী।—শ্রীমদ্বিলাক হালদার এগীত।

মূল্য—১০ আনা।

১৬ পেদী ডবল ক্রাউন আকারের ১৬০ পৃষ্ঠার এক-
খানি নাতিদীর্ঘ সামাজিক উপন্যাস। যার প্রেমের
হতভাগ্য বিবাহবিমুখ বিবেকের বৃদ্ধা শিসীমাতার মুক্তা-
ন্যায় তাঁহার স্নেহের দাবী হিসাবে অকালে লোকান্তরিত
বহু নিখিলের পাণিতা ভগিনী রাণীকে বিবাহ করিতে
প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া
নবীন লেখক বিবিধ ভাবে ভাবার ও ভাবনার এই
আলোচনায় অঙ্গন করিয়াছেন। গ্রন্থে “কাঁচা হাতের
ছাপ” দেখা গেলেও নবীন গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম
প্রশংসনীয়।

মুচ্ছকটিক।—শ্রীমদ্বিলাক হালদার। মূল্য
এক টাকা। প্রাপ্তি স্থান ১২৭ বঙ্গীয় মুদ্রাঙ্কিত রোড।

সংস্কৃত সাহিত্যে “মুচ্ছকটিক” কবিপ্রবর রাজা
শূরক-বিরাট একখানি খ্যাতনামা নাট্যগ্রন্থ। ইহাই
বোধ হয় সংস্কৃত ভাষার একমাত্র সর্বাঙ্গসুন্দর সাংস্কৃতিক
নাটক। মহাকবি ভাস্কর্য্যপূর্ণ দ্বিতীয় বা তৃতীয়
শতকে “চাক্রবর্ত্ত” নামে একখানি চতুর্থক মুদ্রা নাটক
লিখিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্ত্তী যুগে কবিপ্রবর রাজা
শূরকের অমর লেখনীসম্পাতে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত
হইয়া “মুচ্ছকটিক” নামে খ্যাত হইয়াছে। আলোচ্য
গ্রন্থখানি কবিপ্রবর রাজা শূরকের পদাঙ্কানুসরণে
খাঁটি অনুবাদ না হইলেও উহারই সুন্দর বঙ্গীয়
ভাবানুবাদ। বঙ্গীয় পাঠকের রচির অনুসরণে মূল
রস অক্ষুর রাখিয়া লেখক ইহাতে যে পীতবোজন
ও স্থানে স্থানে দৃশ্যসংরচন করিয়াছেন, তাহাতে
ইহার উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে এবং সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির
অভিপ্রায়ে তাঁহার এই স্বাধীনতা অবলম্বনে সত্যই তিনি
রাজা শূরকের পদাঙ্কানুসরণী হইয়াছেন। আজকাল
ইংরাজী নাট্যরূপের অনুকরণেই বাংলা সাহিত্যে
নাটক রচিত হইয়া থাকে। ঘটনাবাহুগাই ইংরাজী
নাটকের মারকাতে বাংলা নাটকেও স্থান পায়;
কিন্তু সংস্কৃত ভাষার নাট্যরূপ ভিন্ন প্রকৃতির—অতর্কিত
রসবাহুগাই তাঁহার প্রাণ। কেবল এই “মুচ্ছকটিক”
ও মহাকবি ভাস্কর্য্যপূর্ণ নাটকগুলিতেই ইংরাজী নাটকের
যত ঘটনাবাহুগোয়। সত্যকথা দুই বস। বঙ্গীভাষার
মারকাতে প্রাচীন ভাষার যে ভাষা পুণ্যচিত্র
অক্ষর-আনন্দ-অভ্যুত, তাঁহার সহিত সামান্য কবি-
অভিত এই ভাষার আলোচনায়ির কোথায় একটুকু
বেদোযোগ তাঁহার আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়
যেমনটিই ইংরাজী ভাষার নকল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যগ্রহ—সিমোহনরান
কতটা গাভী প্রণীত। মূল ভাষাটি হইতে, তিনতীন
চল্ল মাসতত্ত্ব কৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য ১২ টাকা। ডবল-
ক্রাউন আকারে ৬০ + ৪০ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ।

মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষ-জেনে বসিয়া এই দক্ষিণ “আফ্রি-
কার সত্যগ্রহের” ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; সতীশ বাবুও
আলিপুর-জেনে বসিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।
মহাত্মাকে বাঙা মহাত্মা করিয়াছে, সেই সত্যগ্রহের
উৎপত্তি, পরিণতি ও প্রোগ্রেশের অপূর্ণ ইতিহাস ইহাতে
বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দিগের
বর্ধিত অধিকারলাভের জন্য দীর্ঘ কালব্যাপী
অধিবেশনগ্রহের পুঙ্খবহু ইতিহাস। সত্য শব্দত বলিয়া
বাঙা তিনি একদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার কণ্ঠক্ষেত্রে লাভ
করিয়াছিলেন, আজ তাহাই ভারতের মুক্তকণ্ঠক্ষেত্রে
প্রয়োগ করিতেছেন। সত্যগ্রহ বস্তুটা কি, তাহার প্রকৃত
পরিচয় অনেকেরই জানা নাই। এই গ্রন্থে তাহার নির্দেশ
দিলিবে। সত্যগ্রহ ইউরোপে আবিষ্কৃত “প্যাসিফি-
স্টিক্যাল” মতে, কিন্তু ইহা বহুপুণ পূর্বে গুপ্তবলের
বিষয়ে ভারতের বহুপুণ অন্তর হইতে আবিষ্কৃত
একটা মহানু সত্য। এই সত্য “দিক্ বলং কাভবলং
ব্রহ্মতেজো-বলং বলং” এই বাক্যেই প্রকাশিত হইয়াছে।
মহাত্মার জীবনে ভারতের এই অতীত অবস্থানই
সত্যগ্রহ-মুক্তিতে বিকশিত। ইহা যে শক্তিশালী
প্রতিপক্ষকে বিরক্ত বা লজ্জ করিবার জন্য গৃহীত হয় না,
পরন্তু অসীম কষ্টগহিততার মধ্য দিয়া বীর অন্তরের প্রচ্ছিন্ন
আত্মপন্থিকে উদ্ধৃত করিবার জন্য অবলম্বিত হয়,
এই গ্রন্থে মহাত্মাজী তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

সু. চ. চৌ.।

খাদ্যতত্ত্ব—ডাক্তার গবর্ণমেন্ট মেডিকেল স্কুলের
লিঙ্ক বিদ্যুৎপাল এল, এম, এম প্রণীত। ডবল
ক্রাউন আকারের ১১ + ১৮৭ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। মূল্য ১২
টাকা মাত্র।

আমাদের বর্তমান আত্মহীনতার বহু প্রকার কারণ
আছে, তাহাদের মধ্যে খাদ্যবিষয়ক অনজিজ্ঞাসাই
প্রধান কারণরূপে গণ্য হইতে পারে। সুখা পায়,
তাই আমরা বাই; কিন্তু আহারের উদ্দেশ্য যে, কেবল
কুরিরাতি বা রসনার পরিভূক্তি নয়—শারীরিক কনস্ট্রাকশন
ও পুষ্টিগাথনও বটে, সে কথা আমরা অনেক সময়
ভুলিয়া বাই। বিরূপ খাদ্য কাহার গলায় কোন্
অবস্থায় কতখানি আবশ্যিক, সে বিষয়ে আমাদের
কোন জ্ঞান নাই বলিলে হয়; কলে অনেক সময়

পুষ্টির পরিবর্তে কফ বৃদ্ধি পায়। ইত্যাদি দেখতে
হইত ও সকল রাবিতে চাহিলে খাদ্যবিষয়ে জ্ঞানসঞ্চয়
প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্তব্য। অথচ আমাদের মনে
এবিষয়ের গুরুত্বের অনুপাতে বর্ধিত আলোচনার
অভাব পুট হয়। বহুকাল গত হইল ডাক্তার ট্রিনিটাল
বলু মহাপুত্র “খাদ্য” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া-
ছিলেন। তদবধি এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় এবিষয়ে আর
কোন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চোখে পড়িয়াছে বলিয়া
মনে হয় না। ডাক্তার বিদ্যুৎপাল মহাপুত্রের খাদ্য-
বিষয়ক অবশ্যকর্তব্য বহু তথ্যে পূর্ণ আলোচ্য গ্রন্থখানি
পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিভূক্ত হইলাম। আমরা যে
খাদ্য গ্রহণ করি, পরিপাক কিরূপ তাহা শরীরে নানাবিধ
প্রভাবে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া কতক আমাদের অঙ্গী-
ভূত হয়, আর কতক বেহাঃ হইতে বাহির হইয়া
যায়। মানবশরীরে কতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া
বর্ধিত পর্ধ্যন্ত সকল সময়ের খাদ্যবিধি ইহাতে
আধুনিক আহারবিজ্ঞান অনুসারে আলোচনা করা
হইয়াছে। পুস্তকটি হাতে কেবল সাধারণেরই উপ-
যোগী না হইয়া চিকিৎসাবিদ্যাধীগণেরও সহায়ক হয়,
লেখক সে বিষয়ে যত্নের কটা করেন নাই। এই
কারণে গ্রন্থখানি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ভাবে ও ভাষায়
লিখিত হইয়াছে। আশ করি, বঙ্গদেশে ইহার সমাদর
হইবে।

জা. মা. ব.।

সংবাদ।

বেংগাল। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক
উৎসব।—গত ৩-নে কার্তিক সেখিয়ার বেংগাল
ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহ্যবাহিত সাপ্তাহিক উৎসব বঙ্গভাষায়
সুদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে উপাসনার তার
প্রণয় করিয়াছিলেন শ্রীমদ্রেশচন্দ্র সাখ্য-বেংগালীর্ষ।
শ্রীমদ্রেশচন্দ্রের উদ্বোধন ও বাধ্যবাধিত শ্রীমদ্রেশচন্দ্রের
ওও একটা সুন্দর উপদেশ বিবৃত করেন। অপরান্তে
সাক্ষি তিমি মতিহার পর শ্রীমদ্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহা-
শয়ের নেতৃত্বে সমবেত যুগভীর কণ্ঠে “স্বাধীন” অহু-
তানের মধ্য দিয়া বেংগাল উৎসবের বৈশিষ্ট্য স্থাপিত
হয়। সুগায়ক শ্রীমদ্রেশচন্দ্র দে মহাপুত্র সদলবলে
ব্রহ্মসংকীর্তন করিয়া সমবেত উপাসকগণের অন্তরে
জ্ঞানপ্রদ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় প্রদ্যাপন আচার্য

ঐতিহাসিক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রবিহার সেন এম-এ ও পণ্ডিত প্রবর শ্রীমুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে সবে গইরা বেনীগ্রহণ করেন। হেমেন্দ্রবিহার বাবু কবিত্বময় উদ্যোগে সমবেত উপাসকগণকে প্রবুদ্ধ করিলেন। সর্বশেষে মুরেশচন্দ্র “বিজ্ঞান ও ধর্ম” বিষয়ে একটা উপদেশ বিবৃত করেন। সমাজমন্দিরটী সজ্জার পায় পত্রপুঞ্জগতায় ও শোভন দীপদ্বালার সুন্দর সজ্জিত হইয়াছিল। সর্বশেষে চিত্তাসিপি বাবু উপস্থিত জনবহুলকে জলযোগ করাইরা আশ্বাসিত করিয়াছিলেন।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

জাতকর্মা—গত ১৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার পূর্বাঙ্ক ৮০ ঘটিকার সময় ৮অন্ততোষ চৌধুরী মহাশয়ের আশ্রিতা ভাকার শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ-ডি মহাশয়ের নবকুমারের জাতকর্ম তরীর ২নং মানি পার্কের বাসতবনে পণ্ডিত শ্রীমুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান নবকুমারকে নিত্য আশীর্ষিত্ত্ব দ্রষ্ট ও বলিত করিয়া তুঙ্গন।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার পূর্বাঙ্ক ১০০ ঘটিকার সাধু ৮উদেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অন্যতম আশ্রিতা ৮অন্তরকুমার নন্দমহারের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তরীর দ্ব্যেতপুত্র ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার নন্দমহার এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট-ল মহাশয় কর্তৃক ৩০নং আউনিবাগানের তরীর তবনে পণ্ডিত শ্রীমুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একেতরবাসসম্বত বিত্ত পদ্ধতি অনুসারে বৎসরীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

শোকসংবাদ।

মহামহোপাধ্যায় ৮হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—গত ১লা অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় হনান্ধন্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই, এম-এ, ডি-লিট মহাশয় তাঁহার পটলডাঙ্গা বাসতবনে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়স্ক্রম অষ্টপঞ্চাশ বৎসর অভিক্রম করিয়া ছিল। নৈহাটী গ্রামের তপসিদ্ধ ভট্টাচার্য্যবংশে ইহার জন্ম। ইহারই অমুরে কাটালপাড়া বক্তৃতাশ্রমস্থি। হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যক্রমবনেই বিভিন্নচক্রের প্রতিভার প্রভাব আকৃষ্ট হইয়া সাহিত্যিক জীবন স্বরণ করেন। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাঙ্গালী এই ভাষাজন্মে তাঁহার অনাধারণ ব্যুৎপত্তি যুগপৎ বঙ্গভাষা বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর কল্যাণের কারণ হইয়াছিল। সাকিত্য-রচনায়, ইতিহাসসংগ্রহে, পুণ্যতত্ত্ব আধিকারে ও বিদ্যা-বিতরণে তাঁহার অপূর্ণ প্রতিভা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বৈদ্যনাথের তিনি বিশেষক পণ্ডিত ছিলেন। কবিতা, জার্মান, তিব্বতীয় পালি প্রভৃতি ভাষায়ও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। ইহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার তথ্য জগতের বিষংসনারের যে অল-হানি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ইহার শোকাক্ত পুত্রপরিজন ও আত্মীয়বন্ধুগণকে আমরা আশ্বাসের আশ্রয়িক সমবেদনা জানাইতেছি।

দানপ্রাপ্তি।

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চৌধুরী পি-এইচ-ডি তরীর নব কুমারের জাতকর্ম উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসনাত্তে ৫ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে উহার প্রাণিবীকার করিতেছি।

শতাধিকদ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ২১ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসনাত্ত-মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠানসম্পন্ন হইবে। অতএব ঐ বিবন যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি লাভের প্রার্থনীয়।

ত্রিভীকৃতপ্রমাণ ঠাকুর।

সম্পাদক।